কৈকেয়ী

নাটক

কৈকেয়ী

নাটক

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী-প্রণীত

গণেশ অপেরা পার্টি কর্ত্তৃক অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—

বৃহস্পতিবার, ২০শে আশ্বিন, সন ১৩৩৩ সাল।

স্থান—নাট্যমন্দির।

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

কলিকাতা

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

"বাণীপীঠ"—৫।১ বিবেকানন্দ রোড।

১৩৪৩

ভূমিকা।

রামায়ণ মহাকাব্যের মূল চরিত্র কৈকেয়ী। বড় জটিল চরিত্র; মীমাংসা করা দুরূহ—কৈকেয়ী দানবী না দেবী। প্রথম সূচনায় দেখা যায়—কৈকেয়ী পতিব্রতায় অদ্বিতীয়া; তাহার প্রমাণ—মহারাজা দশরথের ওষ্ঠ-ব্রণ, সমর-ক্ষতের শুশ্রূষা; তিনি বুদ্ধিমতী, সংসার-নিপুণা, সর্ব্বকার্য্যকুশলা; প্রমাণ—অজপুত্রের স্ত্রৈণ অপবাদ; তিনি সপত্নী পুত্র রামচন্দ্রের প্রতি সমধিক স্নেহশীলা; তাহার প্রমাণ—রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সংবাদ প্রদানে মন্থরার হস্তে স্বীয় বহুমূল্য মণিহার পুরস্কার। সেই কৈকেয়ী আবার এক্যি-কণ্ঠে দুষ্টা সরস্বতী, সপত্নী পুত্রে বনবাস, স্বামীর মৃত্যুর হেতু! এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে আমি যতটকু প্রণিধান করিয়াছি—মহর্ষি বাল্মিকী, কবি কীর্ত্তিবাসের চিরস্থির শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি—ইহা তাঁহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন নহে, চরিত্রের উৎকর্ষ। তিনি দৃঢ় ব্রতশীলা, চিরকর্ত্তব্য-পরায়ণা—দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব, মন্থরার পরামর্শ রূপকমাত্র—নিজের বিচার-বুদ্ধিতেই এই মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন; ইহা স্বার্থ নয়, অলৌকিক আত্মত্যাগ; তিনি দানবী নন্—মহাদেবী।

আর এক কথা—ভ্রাতৃভক্ত বলিতে একমাত্র লক্ষ্মণকেই বুঝায়, পতিব্রতার উপমায় একমাত্র সীতা; ইহা যেন যোগারূঢ় শব্দের ন্যায় জগতের চিন্তার আধার অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু ভরত—যিনি ভ্রাতার আদেশে ভ্রাতৃ-বিরহ বক্ষে চাপিয়া দ্বিতীয় জনক রাজর্ষিরূপে ভ্রাতার রাজ্য রক্ষা করেন—তিনি কি ভ্রাতৃ অনুসরণকারী লক্ষ্মণ অপেক্ষা কম? দেবী উর্ম্মিলা—যিনি স্বামীর ইচ্ছায় নারী-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য—স্বামীর বিচ্ছেদ তপস্বিনীর মত হাস্যমুখে বরণ করিয়া চতুর্দ্দশবর্ষ কাল রাজ-সংসারের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন—তাঁহার নামগন্ধ আবার কোথাও নাই; তিনি কি সীতাদেবীর পশ্চাতে দাঁড়াইবারও অধিকারিণী নন্? "সাধে কি তুমি বিশ্বকবি? ধন্য তোমার চিন্তাধারা; অবিশ্রান্ত হোক তোমার কাব্যে উপেক্ষিতা আক্ষেপ।" আমি এই কৈকেয়ীর নিষ্কলঙ্ক মাতৃ-অঙ্কে ভরতকে রাখিয়াছি—লক্ষ্মণের দাদা; উর্ম্মিলাকে করিয়াছি—সীতার ভগ্নী।

অসঙ্গত, বিসদৃশ হয় কাহারও চক্ষে—আমার আত্মপ্রবোধ আছে। ইতি—

বাসন্তী-সপ্তমী, }
১৩৩৬ সাল। }

গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র,
রাবণ, বিভীষণ, সুগ্রীব।

কেকয়	...	...	রাজগিরির রাজা, কৈকেয়ীর পিতা।
কন্দুক	...	...	ঐ পুত্র।
সৈন্ধব	...	...	ঐ সদস্য ব্রাহ্মণ।
চিত্র	...	...	অযোধ্যার অধীনস্থ রোহিলা রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজা।
কবচ	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
কুণ্ডল	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র, নন্দেয়ীর গর্ভজ।
রুধির	...	...	জনৈক রোহিলা-বালক।
দর্পণ	...	...	অযোধ্যার সভাসদ।
দেবীদাস	...	...	ভরদ্বাজ-শিষ্য।

মোহ, জ্ঞান, সমুদ্র, দেবদূত, গুহক, সৈন্যাধ্যক্ষ, তরণী, মারুতি, অযোধ্যাবাসিগণ, রক্ষিগণ, সৈন্যগণ, চণ্ডালগণ, ঋষিকুমারগণ, রোহিলাবালকগণ, সামন্তরাজগণ, বন্দিগণ, রক্ষবীরগণ, ভগ্নদূতগণ ও পল্লীবাসিগণ।

স্ত্রী।

মহাশক্তি, ভক্তি, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা,
সীতা, উর্ম্মিলা ও মন্থরা।

নন্দেয়ী	...	...	রোহিলার রাণী, কেকয়ের কনিষ্ঠা কন্যা।

পরিচারিকাগণ, পুরমহিলাগণ, সখীগণ, নর্ত্তকীগণ, চণ্ডালপত্নীগণ, অযোধ্যাবাসিনীগণ ও রক্ষকামিনীগণ।

কৈকেয়ী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ

পরিচারিকাগণ সম্মার্জ্জনী হস্তে গীতকণ্ঠে প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছিল।

পরিচারিকাগণ—

গীত।

আজ নূতন দেশ ভরেছে।

নূতন বৌ সব আস্‌ছে নেচে, নূতনে কত মতলব এঁচে,

চল্‌বে নূতন কদম্ চালে নূতন ঘোড়ায় চড়েছে।

তাদের নূতন পিরীত পড়্‌তা নূতন,

নূতন ঢংএর মূর্চ্ছা পতন;

তারা নূতন বঁধুর নূতন প্রেমের নূতন জ্বরে জরেছে।

আজ ঢাল তলোয়ার পাগ্‌ড়ী নূতন তেওয়ারী পাঁড়ের,

নূতন দোয়াত নূতন কলম আমলা সরকারের;

চাক্‌রাণী আমরা সবাই—

নূতনে বাদ যাই নাই,

আমাদের ছার কপালে নূতন ঝাঁটা পড়েছে।

মন্থরা উপস্থিত হইল।

মন্থরা। আ-মর গতরখাগীরা—এখনও এইখানেই ঘুর্‌ছিস? চার জায়গায় বরকনে বরণ হবে—চার-চারটে মহল ঝাঁট দিতে হবে; ও—মা! এই একটী নিয়েই এতক্ষণ! কি বল্‌ব—আজ কাকেও কিছু বল্‌তে মানা, তা না হ'লে ঐ হাতের ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে চুলোমুখে গুঁজে দিতুম।

১ম পরি। এই যাচ্ছি—দিদি, যাচ্ছি; তোমার ঠিক সময়ে পেলেই ত হ'ল।

২য় পরি। [গ্রীবাভঙ্গীসহ] মাগীর মুখ ত নয়—খেংরাখানা।

[পরিচারিকাগণ চলিয়া গেল।

মন্থরা। চাক্‌রাণী নয় ত সব—মা ঠাকরুণ! এস গো—এস তোমরা ভাল্ মানুষের মেয়েরা, ঝাঁট দেওয়া হয়েছে—তোমরা আবার কি কর্‌বে কর।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সহ গীতকণ্ঠে
পুরমহিলাগণ উপস্থিত হইল।

পুরমহিলাগণ—

গীত।

আমরা বরণ কর্‌ব বর ক'নে।
আদর আহ্বান সব আবরণ, বাঁধ্‌ব বিষম বন্ধনে।
আমাদের দেওয়া আল্‌পনা—
নয় সাজানে পিটুলির দাগ পাকে পাকে জাল-বোনা,
হুলুধ্বনি ব্যাধের বাঁশী,
ফুলের মালা জনম-ফাঁসি;
মাখিয়ে মুখে চাঁদের হাসি নামিয়ে দেব ঘোর রণে

পূজাপাত্র হস্তে সুমিত্রা সহ কৌশল্যা উপস্থিত হইলেন।

কৌশল্যা। কৈকেয়ী এখনও আসে নি? মন্থরা, কোথায় সে?

মন্থরা। তার কথা আর ব'লো না, বাছা; তার কি আর কোথাও দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়্‌বার অবসর আছে! এই দেখ্‌ছি এখানে, চোখ না পাল্‌টাতে পাল্‌টাতেই উধাও! এই শুন্‌ছি তর্জ্জন-গর্জ্জন—এখানটা সাফ হয় নি, ওখানটা সাজান হয় নি, সেখানটায় আল্‌পনা পড়ে নি; কানের তালা না যেতে-যেতেই আবার শুন্‌ছি পুরুত ঠাকুরদের সঙ্গে পরামোশ—আজ কোন্‌ ঠাকুরের কি ভাবে পুজো হবে, কার কি রকম নৈবিদ্যির ব্যবস্থা! এই কর্‌ছে চাকর-চাকরাণীদের চুরির দণ্ড—আবার সঙ্গে-সঙ্গেই দানের ঘটা! কখনও বল্‌ছে—বাজনায় কান ঝালাপালা হ'ল—বন্ধ কর্‌তে বল্‌, কখনও বল্‌ছে দে ওদের পুরস্কার—আরও বাজাক্‌! এই দেখ্‌ছি রাগে গর্‌ গর্‌—এই দেখ্‌ছি ভাবে ঢল ঢল! ক্ষণে হাসি—ক্ষণে কান্না! তার কথা আর ব'লো না—খেপা-খেপীর কাণ্ড! [স্বগত] ছেলের বিয়ে ত আর কারও কখনও হয় নি? তবু যদি সবক'টা নিজের ছেলে হ'ত।

কৌশল্যা। দেখ্‌ সুমিত্রা, ভাব্‌তাম—আমাদের তিনজন রাণীর মধ্যে মহারাজ কৈকেয়ীর এত বশীভূত কেন। ঈর্ষাও যে একেবারেই হ'ত না, তাই বা কেমন ক'রে বলি; কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, দেখ্‌ছি—কৈকেয়ীর প্রকৃত বশীকরণের শক্তি আছে আমাদের চেয়ে অনেক গুণে। মহারাজ যোগ্য বুঝেই অনুরাগী, তিনি স্ত্রৈণ নন্‌।

সুমিত্রা। হাঁ দিদি, মেজ-দিদির সব বিষয়েই সমান ক্ষমতা। রঙ্গরস আমোদ-আহ্লাদেও যেমনি—দায়-বিপদে পরামর্শ দিতেও তেমনি, একাধারে বয়স্যা—মন্ত্রিণী দুই-ই। মেজদিদিই এ-সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হবার যোগ্যা। আমাদের ঈর্ষা পাপ।

পূজাপাত্র হস্তে কৈকেয়ী উপস্থিত হইলেন।

কৈকেয়ী। দিদি, একটু দেরি হ'য়ে গেছে; পুরোহিত দিয়ে পূজো করিয়ে আমার বেশ তৃপ্তি হ'ল না—আমি নিজে পূজো ক'রে মা মঙ্গলচণ্ডীর এই নির্ম্মাল্য এনেছি—ধর, আমাদের রামসীতার মাথায় আগে এই নির্ম্মাল্য দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর। ছোট, তুইও নে। [উভয়কে নির্ম্মাল্য দিলেন]

কৌশল্যা। কৈকেয়ি—দিদি আমার! আমায় মার্জ্জনা কর্, আমি বড় হ'লেও তোর কাছে ক্ষমা চাই। এত স্নেহ—এত ভালবাসা তোর! আজ আমি দেখ্‌তে পেয়েছি বোন্, তুই ঈর্ষার নোস্—পূজার। অযোধ্যার মঙ্গলচণ্ডী তুই, তোর নির্ম্মাল্য তুই-ই নে—তোর রামসীতাকে তুই-ই আশীর্ব্বাদ কর্।

কৈকেয়ী। মহারাজ আস্‌ছেন—দিদি, রামসীতা নিয়ে।

[পুরমহিলাগণ শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি করিলেন।]

রামসীতা সমভিব্যাহারে দশরথ উপস্থিত হইলেন।

দশরথ। [সানন্দে] যৌতুক দিতে পাবে না—যৌতুক দিতে পাবে না; দাঁড়িয়ে আছ যে তিনজনে সেজে-গুজে বৌ দেখ্‌ব ব'লে, ঐ বৌ দেখাই হবে—যৌতুক দেওয়া চল্‌বে না। কি দেবে তোমরা? কি আছে তোমাদের এ বৌকে দেবার মত? কৈকেয়ি, মা লক্ষ্মীর ধ্যান জান ত? "পাশাক্ষমালিকাম্ভোজো" দেখ—মিলিয়ে নাও, কোনখানে এক চুল প্রভেদ পাও—দাও যৌতুক। কেমন? ঠকিয়েছি কি না? আমি লক্ষ্মী এনেছি ঘরে; কা'কে কি দেবে? হাতের যৌতুক হাতেই র'য়ে গেল। যাক্, আশীর্ব্বাদ কর—

আশীর্ব্বাদ কর, আমার রামসীতায় আশীর্ব্বাদ কর। রাম, প্রণাম কর। [সীতার প্রতি] প্রণাম কর, মা! এঁরা তোমার মা। [রাম ও সীতা একে একে তিনজনকে প্রণাম করিলেন, সকলে মস্তকে নির্ম্মাল্য দিয়া মুখচুম্বন করিলেন।] ওকি! সব চুপে চুপে কাজ সেরে দিলে যে? ও হবে না, ও মুখবুজে দুটো চুমো খেয়ে মাথায় ধান-দূর্ব্বা ফুল-জল দিয়ে আশীর্ব্বাদ—ও আমি মানি না। আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হবে আজ মুখফুটে—প্রাণঢেলে—অভিধানের ভাষা ফুরিয়ে দিয়ে। কৌশল্যা, তুমি সবার বড়—তুমিই আগে আশীর্ব্বাদ কর। ওকি! তোমার চোখ যে জলে ভরা! ঠোঁট নড়্‌ছে—কথা ফুট্‌ছে না! এঃ পার্‌লে না তুমি, হেরে গেলে দেখ্‌ছি। তা হ'লে—সুমিত্রা, তুমি ত পার্‌বেই না, হাজার অভাব-অভিযোগেও যখন তোমার মুখ দিয়ে কোন কালেই কথা ফোটে না। যাক্‌, কৈকেয়ি, তোমায় আমি ছাড়্‌ব না। জগৎ শুদ্ধ যার সাম্‌নে নিতে পিছ্‌পাও হয়—তুমি কারও মানা শোন না তার মাথায় চড়্‌তে যাও। আজ তোমায় আমি বুঝ্‌ব; কেউ পার্‌লে না যখন—তোমায় কর্‌তেই হবে আমার রামসীতায় আশীর্ব্বাদ। দেখি, তুমি কেমন কৈকেয়ী।

কৈকেয়ী। হাঁ মহারাজ! আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ব বৈ কি! যদিও রামসীতার মধ্যে এমন কোন একটা কিছুর অসদ্ভাব নাই—যার পূরণে অন্ততঃ একটা আশীর্ব্বাদের ভাষাও প্রয়োগ চল্‌তে পারে, তবু আমি ওদের মা—আশীর্ব্বাদের অধিকারিণী—আশীর্ব্বাদের ক্ষমতা দিয়ে জগন্মাতা আমায় পাঠিয়েছেন, আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ব। রাম, তুমি রাজা হও; ম'রে গেল ফুরিয়ে গেল—সে রাজা নয়, যুগ যাবে—কল্প যাবে—কালের গদায় রাজা, প্রজা,

রাজ্য, রাজনীতি—সব শব্দ চুর্‌মার-চুপ হ'য়ে যাবে ; সেই শূন্যের নিস্তব্ধতায়—স্মৃতির ধূম্রধ্বজায় শান্তির স্বহস্তে লেখা বিজ্ঞাপন উড়্‌বে 'রামরাজ্য'—সেই রাজা। আর সীতা, তুমি স্বামীপরায়ণা হও ; স্বামীর সোহাগ পেয়ে তার বিনিময়ে নয়, স্বামীর অবহেলা নিয়ে—স্বামীর বিরহ বুকে ক'রে ; যতদিন নারীসৃষ্টি থাক্‌বে, সীতা-চরিত্র—আদর্শ, প্রত্যেকের পাঠ্য হ'য়ে থাক্‌বে।

বশিষ্ঠ উপস্থিত হইলেন।

দশরথ। গুরুদেব! আসুন—আসুন! আজ আমার কী আনন্দের দিন! [রাম ও সীতা বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন।] আশীর্ব্বাদ করুন—আপনি বাক্‌সিদ্ধ, আপনি আমার রামসীতায় আশীর্ব্বাদ করুন।

বশিষ্ঠ। আমি আর অন্য পৃথক আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পার্‌লুম না তোমার রামসীতায়, দশরথ! আমি ঐ দেবী কৈকেয়ীর আশীর্ব্বাদেরই সমর্থন করি। রাম, তুমি রাজা হও ; আর সীতা, তুমি স্বামীপরায়ণা হও।

[পুরমহিলাগণ হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করিয়া বরণ করিলেন।]

পুরমহিলাগণ—

[পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

এস এস এস রামসীতা,
এস সংসারে—এস মধুরে—
এস মিলিত অধরে বেদ-গীতা ;
আজ করমের দ্বার মুক্ত,
এস জ্ঞান ভক্তিযুক্ত—
এস মাখা-মাখি হ'য়ে গোলাপে-শিশিরে
জবায় পবিত চন্দনে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

কেকয় ও সৈন্ধব দাঁড়াইয়াছিলেন।

কেকয়। বিবাহ কেমন দেখ্‌লে—বল দেখি, সৈন্ধব ?

সৈন্ধব। আজ্ঞে, বিদায়ের ব্যবস্থাটা না দেখে বল্‌তে পার্‌ব না—বিবাহ কেমন।

কেকয়। সে আবার কি ! বিদায়ের সঙ্গে বিবাহের ভাল-মন্দ ?

সৈন্ধব। হাঁ মহারাজ ! ও বর খোজাই হোক—আর কনে হিজ্‌ড়েই হোক, আচার্য্যি বামুন আমরা—বিদায়ের বিষয়টা একটু মোটামুটি-রকম হ'লেই বুঝ্‌লুম, উত্তম বিবাহ—রাজযোটক মিল।

কেকয়। আচ্ছা—তুমি কি বল ? রামের ওপরেই যেন দশরথের একটু বেশী টান ব'লে দেখা গেল, না ?

সৈন্ধব। একটু ! ষোল আনাটা। রাম যেন বেটার ছেলের চক্রবৃদ্ধিহারের সুদ ; একক্রান্তি এধার ওধার হবার যোটী নাই।

কেকয়। ভরতের ওপর তেমন কিছু আছে ব'লে ত বোধ হয় না।

সৈন্ধব। মোটেই না—মোটেই না। ভরত ত বেটার পক্ষে ওলাউঠোর বমি ; দেখেছে কি নাক সিট্‌কেছে।

কেকয়। কিন্তু—এটা ত বেশ ভাল নয় !

সৈন্ধব। আরে ছ্যা ! ভাল নয়—তা আর একবার ! বেটা একচক্ষু—অবিচারী—অধঃপাত !

কেকয়। এ বিষয়ে কিন্তু আমার নিজের লক্ষ্য রাখা উচিত ; কেমন, নয় কি ?

সৈন্ধব। দু-শ' বার ; আপনি না লক্ষ্য রাখ্‌লে আর রাখ্‌ছে কে? আপনি হচ্ছেন, ভরতের মাতামহ—তার মায়ের বাবা ; সে হচ্ছে আপনার দৌত্তুর—পিণ্ডি দেবে। আপনাকে ত লক্ষ্য রাখ্‌তেই হবে, বেঁচে—ম'রে—সব সময়েই। মহারাজ! আমি বলি—আপনি এক কাজ করুন, ইন্দ্রের মত সেইরকম একটা কাণ্ড করুন কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী ঢুকে। আপনার সহস্র চোখ হোক—সহস্র চোখে লক্ষ্য রাখুন।

মন্থরা উপস্থিত হইল।

মন্থরা। বলি, আবার আমায় ডাক্ কেন গো? গেলুম যে ডাকাডাকির জ্বালায়। দণ্ডে-দণ্ডে মেয়ের ডাক্—ঘুর্‌তে-ফির্‌তে নাতির ডাক, আবার তার মাঝে তুমিও দু-দিনের জন্যে এসে বাড়ী যাবার সময় পর্য্যন্ত—মন্থরা—মন্থরা! বল, কি কর্‌তে হবে?

কেকয়। কিছু কর্‌তে হবে না তোকে—চেঁচাস না। একটা কথা বল্‌ব শুধু—তাই ডেকেছিলুম।

সৈন্ধব। শুধু কথা—মন্থরা—অতি ধীরে—স্থিরোভব।

কেকয়। আমি যে তোকে কৈকেয়ীর বিবাহের সঙ্গে যৌতুক দিয়ে এখানে পাঠিয়েছিলুম—কি জন্য?

সৈন্ধব। কেবল কি ঘর ঝাঁট দেবার জন্য, না ঠ্যাং ছড়িয়ে ব'সে চাকরাণীগুলোর সঙ্গে বচনের শ্রাদ্ধ কর্‌বার জন্য?

কেকয়। দেখ্‌ছিস কি তুই? মেয়েটা যে ফাঁকে পড়্‌ল?

মন্থরা। সে কথা আর ব'লো না আমায়, তোমার মেয়ের নেকন। ওমা! আমি দেখি না! ভাল কর্‌তে গেলে মন্দ হয়। একটু খেই কি তোল্‌বার যো আছে—চিবিয়ে খেতে আস্‌বে। রাম ত

গুষ্টিটার বুকের মাণিক, তোমার মেয়ের আবার তা হতেও; রামনাম জপমালা, রামের ব্যাখ্যে মুখে ধরে না, রামরূপ না দেখ্‌লে পেটে ভাত হজম হয় না।

কেকয়। আরে, সেটা ত চিরকালকার হাবা—নিজের গণ্ডা কখনই বোঝে না; সেইজন্যই ত আমি বেছে বেছে তোকে দিয়েছি সঙ্গে। তার মতলবে তুই যাবি কেন, তাকে আন্‌তে হবে তোর নিজের কায়দায়।

সৈন্ধব। ত্রুটী তোর; সে ত বোঝে না, তোর কেন বোঝান হয় না?

মন্থরা। হবে না গো—হবার নয়; আমি কি দেখ্‌তে বাকী রেখেছি। তুমি-আমি মাথা ঠুক্‌লে কি হবে, যার বিয়ে—তার যে মনে নাই। নইলে এমন যোগাযোগ—রাজা কৈকেয়ী-অন্ত-প্রাণ, যা চাইতে পারে এ সময়—তাই পায়; তা চাওয়া ত তুচ্ছ-কথা—দিতে এলে নেবে না। শুন্‌বে তবে মেয়ের গুণ? সেবার রাজা কোথা হ'তে যুদ্ধ্‌ ক'রে এল—গায়ের ঘায়ে মরণাপন্ন—কৈকেয়ী সেবা ক'রে চাঙ্গা কর্‌লে; আর একবার ব্রণ হ'য়ে যায়-যায়, কৌশল্যা সুমিত্রা স'রে দাঁড়াল, সে নিজের মুখ দিয়ে পূঁয-রক্ত চুষে আরাম কর্‌লে; রাজা খুশী হ'য়ে দু'বারের দুটো বর দিতে চাইলে। আমি কত ফুস্থনি দিলুম, নে—আ-মর্‌ নে; তা—মেয়ের ভঙ্গী কী! এতখানি জিব বের ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, ছি—স্বামীর সেবা ক'রে আবার তার পুরস্কার! আমি কি মাইনের চাকরাণী? তাতেও রাজা নাছোড়; শেষ কোনমতে যখন এড়াতে পার্‌লে না, ব'লে উঠ্‌ল—এখন আমার কিছুর অভাব নাই, যখন দরকার হবে নেওয়া যাবে। আমি কপালে

ঘা মার্‌লুম ; ও দরকারও হবে না—নিতেও হবে না। আমি কর্‌ব কি ? আমার দুর্নাম দাও কেন ? তোমার কি তেমনি মেয়ে !

কেকয়। যাক, এতদিন যা হয়েছে—হয়েছে, তাতে তত এসে-যায় নি ; এবার আল্‌গা দিলেই কিন্তু সর্ব্বনাশ। আমি যতদূর দেখ্‌ছি—দশরথ রামকেই রাজা কর্‌বে। তা হ'লেই মিটে গেল আর কি ! ভরত পড়্‌ল ফাঁকে—কৈকেয়ী হ'ল দাসী—আর আমরা—

সৈন্ধব। শেয়াল-কুকুর মশা-মাছির দলে। আরামবাগের নফর সর্দ্দার, হারা মালী আর হীরে ঝাড়ুদারণী।

মন্থরা। ব'লো না গো, আর ব'লো না। আমার আত্মঘাতী হ'তে ইচ্ছে যায়। পেটের কথা বলি কাকে-শোনে কে ? সেদিন এত বল্‌লুম চোখে আঙুল দিয়ে—এই বিয়েতেই, দেখ—বড়রাণীর বৌএর কেমন ভারি ভারি গয়না, আর তোমার বৌএর—আরে ছি-ছি-ছি, ছোটলোকেও যা পরে না। তা কি কিছুতে এতটুকু ঘেন্না আছে গা ! উল্টে বাঘিনীর মত আমাকেই খেতে এল। বলে কিনা, ভরতকে দিয়ে তোর চোখ উপ্‌ড়ে ফেল্‌বে। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর ; বলুক—আমি ত নিলাজী !

কেকয়। তোকে নির্লজ্জ হ'য়েই থাক্‌তে হবে ; তুই যে মানুষ করেছিস তাকে। অপমান তিরস্কার সব মেখে নিয়ে শুদ্ধ তার মঙ্গল দেখ্‌তে হবে।

সৈন্ধব। শুদ্ধ মঙ্গল। তার শনি রবি আর কিছু দেখ্‌তে পাবি না—শুদ্ধ মঙ্গল।

মন্থরা। তাই ত আজও প'ড়ে আছি গো—এ পোড়াভিটে কাম্‌ড়ে। আর যে পারি না—আর যে চোখের ওপর এ অপচ লোকসানগুলো দেখ্‌তে পারি না। [ক্রন্দন]

কেকয়। কাঁদিস্ না, এখনও হাত আছে—চেষ্টা কর্। রামকে রাজ্য না দিয়ে ভরতকে যদি রাজা কর্তে পারিস্; সব ক্ষতি পূরণ হ'য়ে যাবে। কি বল, সৈন্ধব?

সৈন্ধব। আজ্ঞে, তার আর কথা আছে! সুদে আসলে এককালে। লেগে পড়্ মন্থরা, কোমর বেঁধে 'লাগ ভেল্কি' ব'লে। দেখা যাক্—কোথাকার ঢেউ কোথায় মরে।

মন্থরা। ঢেউ ঠিক জায়গাতেই মরে গো, যদি সে একটু মনে করে। ভরত ত ভরত—ভূত এনে অযোধ্যায় নাচাতে পারি। তা—তার হয়েছে কি? "পেটের ছেলে থাকুক প'ড়ে—আমার কোলে এস সতীন-পো।" এ রোগের ওষুধ কি?

কেকয়। এর ওষুধ—ধমককে ভয় না ক'রে দিনরাত তার পিছু লেগে থাকা। কত দিন না ফির্বে? একটা মানুষের মন ভাঙ্তে ক-দিন?

সৈন্ধব আরে, বাঘ বশ হ'য়ে যায়—হাতী পোষ মানে, ও ত মানুষ—তাও মেয়েমানুষ।

কেকয়। দেখিস্—আমি ত দেশে চল্লুম; দেখ্তে পাব না সব সময় কোথায় কি হচ্ছে-না-হচ্ছে। তুই রইলি এখানে আমাদের স্বরূপ। ভরতকে রাজা করা চাই।

সৈন্ধব। রামকে বনবাস দিয়ে—দশরথকে বোকা সাজিয়ে—

কৈকেয়ী উপস্থিত হইলেন।

কৈকেয়ী। বাবা, রথ তৈরী। আমি তোমার জিনিষপত্তর সব গুছিয়ে রথে তুলে দিইয়েছি।

কেকয়। এই—যাই মা, যাই।

কৈকেয়ী। বড়-বৌমার সঙ্গে দেখা ক'রে এস নি? সে ক্ষেপা মেয়েটা রাগ করছিল যে?

কেকয়। আর যাব না মা, আবার দেরি হ'য়ে যাবে। হয় ত টানাটানিও কর্‌তে পারে। একে ত এই আজ যাই—কাল যাই ক'রে কতদিন হ'য়ে গেল। আবার কত যাব—কত আস্‌ব—কত তোমার বৌদের জ্বালাতন কর্‌ব। মানা ক'রো মা, রাগ কর্‌তে।

কৈকেয়ী। মন্থরা, যা ত বড়-বৌমার কাছে ; বাবাকে যাবার সময়ে কি দেবে বল্‌ছিল। যা দেয় নিয়ে রথের কাছে আস্‌বি।

মন্থরা। [স্বগত] এই নাও আবার বৌগিরি ঢং। দেবে চুলোর ছাই—শুষ্টির মাথা, ক-দিন হ'তে একটা কিসের মালা গাঁথ্‌ছে, দাদামশায়ের যাবার সময় পেরণামী দেবে। আ—ম'রে যাই সোহাগ! মালা ত আর কেউ কখনও দেখে নি—

[প্রস্থান।

কৈকেয়ী। বাবা, তা হ'লে প্রণাম করি। [প্রণাম]

কেকয়। এস মা—এস, সুখে থাক—রাজমাতা হও। দেখ মা, একটা কথা ব'লে যাই—এই মন্থরাকে নিতান্ত দাসীর মত দেখো না, ও তোমাদের মায়ের মত কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছে—বড় ভালবাসে ; পাছে তোমার কোন কষ্ট হয়, তার জন্য তোমার সঙ্গে এখানে পর্য্যন্ত এসেছে। ও যা করে-না-করে কিছু ব'লো না, যা বলে—একটু মন দিয়ে শুনো।

কৈকেয়ী। আমি ত ওকে মায়ের মতনই দেখি, বাবা! কখনও ত কোন কিছু বলি না। ও যা বলে—সেই কথাই ত আমার গুরুবাক্য। তবে বাবা! ও মাঝে মাঝে বড় কটু কথা কয়।

কেকয়। কটু নয় মা, কটু নয়. তুমি বুঝ্‌তে পার না; আমি ওকে বিশেষ জানি—ও কটু কথা জানে না। ও যা বলে ঠিক মায়ের মতই। হ'তে পারে সাধারণের পক্ষে কটু, কিন্তু তোমার কল্যাণ। একটু বুঝে চ'লো মা, তোমার সতীনের ঘরকন্না—একটু বুঝে চ'লো। এস, সৈন্ধব!

[প্রস্থান।

সৈন্ধব। চলুন—চলুন। বুঝ্‌তে পেরেছিস্ ত বেটি, একটু বুঝে চলিস্। মন্থরা যা বলে—শুনিস্, একটু মন দিয়ে—একটু বিচার ক'রে—একটু উপরপানে তাকিয়ে।

কৈকেয়ী। প্রণাম করি, আচার্য্য! আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও—মন যেন এই রকম আমার বশে থাকে, বিচার যেন আমার জীবনের সাথী হয়, উপরের অদৃশ্য শক্তি আপনা হ'তে যেন আমায় উপর দিকে টেনে রাখে।

সৈন্ধব। দূর পাগলি, অত ছোট আশীর্ব্বাদ! আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি শোন্—ওপরের সে মহাশক্তি তোকে উপর দিকে টেনে না নিয়ে, নিজে উপর হ'তে নেমে এসে তোর মধ্য দিয়ে জগতের কল্যাণ করুক। বুঝেছিস্? যা বেটি—যা।

[প্রস্থান।

কৈকেয়ী। মা মহাশক্তি! ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ—আজ হ'তে আমি আধার—তুমি আধেয়; আমি কার্য্য—তুমি কারণ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

চিত্র

চিত্র। এক ছিল রাজা—তার এক রাণী। রাজা তেমন তেজীয়ান্ না হ'লেও নিতান্ত মন্দ ছিল না; দশ ঘর প্রজাও ছিল, পাঁচ জন সেনা-সামন্তও ছিল, দু-চারটে হাতী-ঘোড়াও ছিল। রাণীটী ঠিক শিশিরধোয়া পারিজাতটী না হ'লেও—পদ্ম অন্ততঃ বটে। নাকটী ছিল টিকলো, ঠোঁট দুখানি হাসি-হাসি, চোখ দুটীও ভাসা-ভাসা, রংটীও বেশ ফর্সা; এক রকম চলন-সই বল্‌তে হবে। মোটের ওপর দু'জনার কেটে যাচ্ছিল বেশ মিলে-মিশে। কিন্তু মানুষ-জাত ত—তাতে তৃপ্তি হ'ল না। কপালের গেরো—যাগ, যজ্ঞ, ঠাকুর, দেবতা—নানারকম ক'রে ডেকে নিয়ে এল—এক বংশধর পুত্র। ও পুত্রমুখ যেই দেখা—অমনি সঙ্গে-সঙ্গেই রাণী তুল্‌লে পটল, রাজার এল বৈরাগ্য। ইতি, সংসার-মাহাত্ম্যে—জীবননাটকে প্রথম অঙ্ক।

[আপন মনে উদাসবৎ কিছুক্ষণ নানাপ্রকার সুর আলাপ করিয়া] তার দিনকয়েক পরে, মন্ত্রী, সভাসদ, বয়স্য, বন্ধু, সবাই রাজার পিছু লাগ্‌ল—"আপনার এই কাঁচা বয়েস—কর্‌ছেন কি! বিবাহ করুন।" রাজার তখন ষাড়েষোলআনা বৈরাগ্য, ব'লে উঠ্‌ল —"পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা,"—সেই পুত্রই যখন বর্ত্তমান, আবার কেন? পরামর্শদাতাদের মুখ চূণ—সব চুপ-চাপ। কিছুদিন এই ভাবেই যায়; রাজার কিন্তু আর রাজকার্য্যে বেশ মন নাই—

কারণ বৈরাগ্য। এদেশ যায়—ওদেশ যায়, এখানে ছোটে—ওখানে ছোটে; বিধির বিপাক—এই উদ্‌ভ্রান্ত ছুটো-ছুটীর মাঝে হঠাৎ একদিন তার চোখে প'ড়ে গেল আবার একটা টাট্‌কা ফুল—হাওয়ায় দোলা, হাসিতে ভরা, সাজান বাগানের যত্নের ফোটান। ব্যস্, চোখ আর ফির্‌ল না। ফুলও ঠারে-ঠোরে বুঝিয়ে দিলে—পুরুষ ত ভোমরার জাত, পাঁচ ফুলে মধু খাবার জন্যই তাদের জন্ম। দেখে শুনে বৈরাগ্য বেচারী আস্তে আস্তে দিলে গা-ঢাকা, 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা'—নীতিবাক্য গেল গোল্লায়, মন্ত্রী, সভাসদ্ আর কাকেও অনুরোধ করতে হ'ল না, আপনা হ'তে ধেয়ে গিয়ে ঘরে তুলে নিয়ে এল সে সুহাসিনী গোলাপ সুন্দরী। ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

[পুনরায় পূর্ব্বভাবে নানাবিধ রাগরাগিণী আলাপ করিয়া সানন্দে]

জ'মে উঠল আবার জীবননাটক। আবার সেই হাসির খেলা—আবার সেই চার চোখে মেলা—আবার সেই পলকে প্রলয়। তবে যাবে কোথা, আবার ত সেই মানুষ-জাতই? আবার সেই অতৃপ্তি—আবার সেই ঠাকুর-দেবতা—আবার সেই পুত্রমুখ। তবে সৌভাগ্য—এবার রাণী পটল তুল্‌লে না, ঘটনাচক্র উল্টে গেল—রাজাকে দিতে হ'ল চম্পট। চম্পটের কারণ বিশেষ কিছু না; ফুলটা যে নিতান্ত মন্দ ছিল—তা কি ক'রে বলি? মধুও ছিল—বাসও ছুটত—তবে কি না—গোলাপ ফুল বড় কাঁটা, রাজা বেটা বেশী দিন সইতে পার্‌লে না; একদিন রাত্রে চুপি চুপি উঠে কাকেও কিছু না ব'লে—সটান্ বেরিয়ে একদম এইখানে। এখন সে আর রাজা নাই, বনের কিছ: বর্ত্তমানে তার নাম চিত্র। ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

গীত।

বেশ আছি—আমি বেশ আছি।
আমি পিঁজরে-পোরা পাখী নই আর—বনের ওড়া মৌমাছি।
আমার নাই পায়ে আর সোনার শিকল,
উল্টে গেছে ছাতুর বাটী,
ঘুরছি কেবল কোথায় মেলে
একটী ফোঁটা মধু খাঁটী,—
বসছি না আর খড়ো চালে,
চাক্ বেঁধেছি চাঁপার ডালে ;
আমি ভাসিয়েছি লা ক্ষীরোদ খালে
খুলে মোহের কাল কাছি।

গীতকণ্ঠে মোহ উপস্থিত হইল।

মোহ।—

গীত।

ওগো বাঁশী শোন আমার মোহন বাঁশী।
এর তাল উপভোগ, রাগিণী হাসি।
কোমলে কঠোরে মাখামাখি, এতে বর্জ্জিত নাই কোন সুর,
সাগরের ঘোর গর্জ্জন হ'তে পাবে তরুণীর মৃদু নূপুর ;
মূর্চ্ছনায় এর মূর্চ্ছিত ধরা, গমকে পাগল ত্রিদিব পুর—
এস এস রস পিপাসাতুর—
ভ'রে নাও প্রাণে সুধার রাশি।

চিত্র। কি বাবা বংশীবদন! আবার এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছ? ধন, মান, যাগ, ছেলে—এ বাজারে মিষ্টি লাড্ডু বল্‌তে যত আছে—সব ছেড়ে, ধ্রুভকে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছি—আবার

তুমি এসেছ ডাক্‌তে? মিছে এসেছ, মাণিক! আর পট্‌ছি না। আমিও গান জানি—শিখেছি; গাইব তবে ওর জবাব? শুন্‌বে—

গীত।

বাঁশী শুন্‌ব না তোমার ও বিষের বাঁশী।
ওর তাল অপঘাত রাগিণী ফাঁসি।
শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা, আমি পেলুম না ওর কোন্‌টা সুর,
কলুর ঘানি অমনি ডাকে এ বলদ তোমার বহুদূর;
আর নেব না চোখে ঠুলি আর দেব না চাকে ঘুর,
আমার অজীর্ণতে উঠ্‌ছে ঢেকুর—
থাক্‌ব এবার উপবাসী।

কেমন! এখন আর আমি রাজা নই বাবা, যে—তোমার বাজায় দেখাবে। এখন আমি চিত্র।

মোহ। বেশ ত গো, তাতেও আমি আছি। তুমি যদি চিত্র—আমিও জেনো রং।

চিত্র। রং হ'লেও তুমি ত বাবা লাল রং নও, যে—চিত্রে দপ্‌-দপিয়ে ফুট্‌বে; তুমি যে কালো রং। দোহাই বাবা, আর আমায় সং সাজিয়ো না, আমার বৈরাগ্য এসেছে।

মোহ। কই? কোথায় বৈরাগ্য? কাকেও ত দেখ্‌ছি না—এই ত মাত্র আমিই রয়েছি!

চিত্র। তুমি ত বড় বোকা হে! দেখ্‌তে পাচ্ছ না—আমি সংসার ছেড়েছি?

মোহ। কোন্‌খানে? সংসার ছেড়েছ—না সংসারকে আরও আঁকড়ে ধরেছ?

চিত্র। কি রকম ?

মোহ। আচ্ছা, সংসার যে ছেড়েছ—বল দেখি, কি জন্য ?

চিত্র। সংসারের গুঁতোয়।

মোহ। তবেই ত ; ঐ গুঁতোর পাশে চাট্‌নিও আছে, মান ত ?

চিত্র। থাক্‌লই বা—তাতে আমার কি ?

মোহ। এই—যে যত গুঁতোয় সাড়া, জেনে রেখো—সে তত চাট্‌নির লোভী।

চিত্র। [সবিস্ময়ে] এ্যঁ—

মোহ। এ্যঁ নয়। বল দেখি, সংসারটায় কিছু নাই—এই বিচার ক'রে তোমার বৈরাগ্য, না সংসারে মজা আছে—তুমি লুট্‌তে পেলে না, তাই তোমার বৈরাগ্য ?

চিত্র। [নির্ব্বাক্—হাঁ করিয়া রহিল।]

মোহ। চুপ ক'রে যে ? নাই চাট্‌নির লোভ ? আপসোসে গাল বেয়ে লাল পড়্‌ছে, উনি আবার জবাব গাইছেন—'শুন্‌ব না তোমার ও বিষের বাঁশী!'

[পূর্ব্ব গীতাবশেষ।]

শুন্‌তে হবে ;
আমার বাঁশী শুন্‌তে হবে ;
ঋষি তপস্বী যেই হও বাঁশী শুন্‌তে হবে ;
মুক্তির কোলে ব'সে থেকে বাঁশী শুন্‌তে হবে ;
শুনেছে ব্রহ্মা সন্ধ্যা সৃজনে,
শুনে গেছে শিব সুধা-বণ্টনে,
তুমি কোন্ ছার র'বে কোন্ বনে
ভুবন এ বাঁশীর সেবক দাসী।

চল হে—চল, বুড়ো হ'তে চল্‌লে, এখনও এত অভিমান! হয় বৈকি ওরকম—সংসার কর্‌তে গেলে; তুমি কখনও দুটো বল্‌লে—সংসার বা কখনও দুটো ধাক্কা দিলে—সব মেখে নিতে হয়। কাঁটার ভয়ে পালাতে আছে? ফুলের মধু খেতে গেলে পাখা ছেঁড়ে; তা ব'লে কি তুমি একেবারে ঠিক ক'রে নিয়েছ—সংসার তোমায় ভালবাসে না? আরে, এস—এস।

চিত্র। তাই ত—ছোকরা, তুমি সব গোলমাল ক'রে দিলে যে হে!

মোহ। কিছু না—কিছু না, সব গোলমাল আমি মিটিয়ে দেব এস।

চিত্র। ছোকরা—[মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল]

মোহ। আরে, এস—এস—

চিত্র। একটা কথা বল্‌ব?

মোহ। আর ছাই বল্‌বে! যা বল্‌বে, পথে শোনা যাবে—এস।

[গমনোদ্যত।

চিত্র। দাঁড়াও হে, দাঁড়াও।

মোহ। আরে, ছুটে এস—ছুটে এস।

[প্রস্থান।

চিত্র। যাই—যাই। মিথ্যে কি, সুখ নিতে হ'লে দুঃখ একটু সইতে হয় বৈকি! বর্ষায় যে বাদল হয়, সে ত গ্রীষ্মেরই তাত খেয়ে। কতদূর গেলে হে—

[পশ্চাদনুসরণ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রোহিলা-রাজ্য—প্রাসাদ-কক্ষ

কুণ্ডল দাঁড়াইয়াছিল, কবচ উপস্থিত হইল

কবচ। কুণ্ডল, তুই কার দিকে?

কুণ্ডল। [সবিস্ময়ে] কার দিকে!

কবচ। তোর মায়ের দিকে, না আমার দিকে?

কুণ্ডল। [নির্ব্বাক্, মাথা হেঁট করিল।]

কবচ। চুপ ক'রে রইলি যে? আর ছেলেমানুষ সেজে থাক্‌লে চল্‌বে না—ভাই, নিতান্ত ছোটটী আর নাই তুই। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্—কি না তোর মায়ের দৌরাত্ম্যটা আমার উপর? আমার পিতাকে রাজ্যচ্যুত বনবাসী করেছে সে। যাক, সেও আমি স'য়ে নিয়েছি; এখন আমি চাই আমার পিতৃরাজ্যে আমার ন্যায্য অধিকার; কিন্তু তোর মা চায় সবার সত্ত্ব নষ্ট ক'রে সকলকেই নিজের হাতের মুঠোয়। একটা দিক্ তোকে আজ নিতে হবে। আমি জান্‌তে চাই—তুই কোন্ দিকে।

কুণ্ডল। দাদা—

নন্দেয়ী উপস্থিত হইল।

নন্দেয়ী। বল বালক, তুমি কোন্ দিকে? একদিকে ন্যায্য অধিকার—অন্যদিকে যোগ্যাযোগ্যের বিচার; একদিকে পিতৃ-সত্ত্বে মাটী-কামড়ে প'ড়ে থাকা, অন্যদিকে মাতৃদীক্ষায় হিমাদ্রির মত মাথা তুলে

ওঠা ; একদিকে ন্যায়ের পদলেহন—অন্যদিকে কর্ত্তব্যের মুকুট ধারণ ; বল—তুমি কোন্ দিকে ?

কুণ্ডল। মা—

কবচ। কুণ্ডল, আমি তোর জ্যেষ্ঠ—সহোদর না হ'লেও এক পিতার ঔরসজাত, তোর ওপর আমার যথেষ্ট দাবী। বুঝে বল্‌বি—তুই কোন্ দিকে।

নন্দেয়ী। আমি তোমার ওপর ওরূপ দাবী করি না, পুত্র। আমি আভাসেও বল্‌তে চাই না, আমি তোমার মা—গর্ভধারিণী—স্বর্গ হ'তেও—তোমাতে আমারই ষোল আনা অধিকার—আমার দিকে হও। আমি বলি—তুমি ও মা-ভাইয়ের দ্রু-টানাটানি ছেড়ে দাও ; নিজের যে স্বতন্ত্র সত্ত্বা—তাতে ভর কর, বিচার কর—কোন্ দিক্‌টা প্রয়োজনের দিক্। ভাব্‌ছ ? ভাব—তলিয়ে। কবচ, আবার একটা ক্ষেত্র পড়েছে দেখ্‌ছি—তোমার ওপর আমার দৌরাত্ম্য কর্‌বার। অযোধ্যা হ'তে তোমার নাকি ডাক এসেছে—দশরথপুত্র রামের রাজ্যাভিষেক-উৎসবে যোগদান কর্‌বার ? তার সার্ব্বভৌম ছত্র বেশ উঁচু ক'রে ধর্‌বার ?

কবচ। [বিরক্তভাবে] এসেছে।

নন্দেয়ী। তুমি নাকি প্রস্তুতও হয়েছ যাবার জন্য, কৃতার্থ হ'য়ে—উপঢৌকন নিয়ে ?

কবচ। হয়েছি।

নন্দেয়ী। সে উপঢৌকনটাও আবার না কি রোহিলারাজ্যের প্রধান প্রিয়বস্তু সর্ব্বসুলক্ষণ শ্বেতহস্তী সুমেরু ?

কবচ। হাঁ।

নন্দেয়ী। দৌরাত্ম্য কি সাধ ক'রে কর্‌তে হয়, কবচ ! তুমি যে এত

বড় একটা দামী জিনিষ রাজ্য হ'তে বের ক'রে দেবে, কার সম্মতি নিয়েছ ?

কবচ। সম্মতি আবার নিতে হবে কার ?

নন্দেয়ী। সাধারণ প্রজার, যাদের জিনিষ।

কবচ। আমি তাদের রাজা।

নন্দেয়ী। তুমি রাজা নও। যে সাধারণের স্বরূপ হ'য়ে ব'সে সাধারণের মতামতের অপেক্ষা করে না, সে কিসের রাজা ? সম্পদের সময় নেবে না, কেবল যুদ্ধের সময়—প্রাণ দেবার সময় ডাক্‌বে, কে তোমার প্রজা ? কেউ তোমার প্রজা নয়—কারও তুমি রাজা নও ; কার জিনিষে তুমি কি স্বত্বে হাত দাও ? তুমি চোর—পরস্বাপহারী।

কবচ। নারি ! যাও—তোমার নীতি আমি মান্‌তে চাই না।

নন্দেয়ী। নীতি যদি না মান, তোমায় নাম্‌তে হবে রাজাসন হ'তে।

কবচ। আমার পিতার আসন হ'তে আমায় নামায় কার ক্ষমতা ?

নন্দেয়ী। অন্য কাকেও ক্ষমতা ধর্‌তে হবে না, তোমার নিজের অক্ষমতাই তোমার চুলের মুঠি ধ'রে নামিয়ে দেবে।

কবচ। আমার অক্ষমতা !

নন্দেয়ী। তা ছাড়া আর কি বল্‌ব ; এ তুমি কর্‌ছ কি ?

কবচ। যা কর্‌ছি—ঠিকই কর্‌ছি।

নন্দেয়ী। মুখে বল্‌লে হবে না ত, প্রমাণ কর—ঠিক কর্‌ছ।

কবচ প্রমাণ ! আচ্ছা, অযোধ্যা বর্ত্তমানে পৃথিবীর মূলরাজা—মান কি না ?

নন্দেয়ী। মানি।

কবচ। আমাদের যে রাজ্য—তার অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য, কেমন ?

নন্দেয়ী। ব'লে যাও—

কবচ। একা এ বিশাল পৃথিবী সুশাসনে রাখা দুরূহ ব'লে তাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ক'রে আমাদের এক-এক জনকে এক-এক স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ক'রে রেখেছে। আমরা যে রাজা, সে অযোধ্যা-রাজেরই প্রতিনিধি—কর্ম্মচারী, নয় কি ?

নন্দেয়ী। তার পর—

কবচ। তার পর আর কি? বুঝে নাও না তা হ'লেই, আমি তার—রাজ্য তার—রাজ্যের উৎকৃষ্ট বস্তু—যা উপঢৌকন ব'লে নিয়ে যাচ্ছি, সেও সেই তারই ; তারই জিনিষ তাকেই দিচ্ছি—আমি ঠিকই করছি, কোন্‌খানটায় দেখ্‌ছ আমার অন্যায় ?

নন্দেয়ী। অন্যায় না হ'তে পারে, কিন্তু অকর্ত্তব্য।

কবচ। অকর্ত্তব্য!

নন্দেয়ী। কবচ, এই অযোধ্যা কি সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই মূলরাজ্য হ'য়ে জন্মেছিল, না অনেক ওঠা-পড়া কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ির পর তবে আজ মূলরাজ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ?

কবচ। ওঃ—তুমি আমায় অযোধ্যার বিরুদ্ধাচরণ কর্‌তে বল ? রাজদ্রোহিতায় উত্তেজিত কর ?

নন্দেয়ী। চুপ কর, আমার ভুল হয়েছে। তুমি অন্তঃপুরে যাও দেখি, যা কর্‌তে হয়—কর্‌ছি আমি।

কবচ। তা কর্‌বে বৈকি! এই স্বেচ্ছাচারিতা কর্‌বার জন্যই বুঝি আমার পিতাকে বনবাস দিয়েছ ?

নন্দেয়ী। দিয়েছি ; বুঝে দেখেছি—তোমার পিতার বনবাসই শ্রেয়, রাজ্যবাস তাঁর জন্য নয়।

কবচ। রাক্ষসি! ওঃ—কি বল্‌ব—বিমাতা ; গর্ভধারিণী মা যদি তুমি আমার হ'তে, পিতার নির্ব্বাসন—এ অত্যাচার আমি

কিছুতেই সহ্য কর্‌তাম না। তবে—সাবধান নারি! যা করেছ—করেছ; আর বেড়ে উঠো না, আমার সীমা ছাপিয়ে যাচ্ছে।

নন্দেয়ী। আমারও ঠিক ঐ কথা, কবচ! তুমিও যদি আমার সপত্নী-পুত্র না হ'য়ে পেটের হ'তে, তুমিও এতদিন পরিত্রাণ পেয়ে আস্‌তে না। তুমিও সাবধান, যা করেছ—করেছ; আর উপঢৌকন নিয়ে অযোধ্যায় যেও না, আমি চেতনা হারিয়ে ফেল্‌ব—আমার উচ্চাশা তোমায় আর রোহিলায় ফির্‌তে দেবে না।

কবচ। সে ভয়ে কবচ স্থায়বিচ্যুত হবার ছেলে নয়, নারি! ফির্‌তে দেবে না আমায় রোহিলায়, আমার ভিক্ষা আছে—বন আছে—আত্মহত্যা আছে; এ বিমাতৃ-নিঃশ্বাসদগ্ধ রোহিলার মাটী হ'তে তারা আমার সহস্রগুণে শান্তির। তাই হবে; চল্‌লুম আমি অযোধ্যায় রামরাজ্যাভিষেকের প্রীতি-পূজায় রোহিলার আদরের শ্বেতহস্তী সুমেরু পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে—তোমার চোখের উপর দিয়ে। হারিয়ে ফেল তুমি তোমার অনুগ্রহের চেতনা—একত্র কর যাবতীয় শক্তি আমার প্রত্যাগমন প্রতিরোধের। দেখ্‌ব আমি তোমার উচ্চাশা—দেখ্‌ব আমি বিমাতা-চরিত্রের শেষ। কুণ্ডল, সপ্তাহ সময় দিয়ে চল্‌লুম তোকে, সিদ্ধান্ত কর্‌, তুই কোন্ দিকে।

[প্রস্থান।

নন্দেয়ী। যাও—পুত্র, স্থায়ের মোহে আত্মহারা হ'য়ে নিয়ে যাও রোহিলার হৃদয়-রক্ত আমার চোখের ওপর দিয়ে—অযোধ্যা-রাজলক্ষ্মীর চরণতল চিত্রিত কর্‌তে। আমি উদাস নেত্র—স্থির—নির্ব্বাক্। তবে—তবে এস তুমি কর্ত্তব্য, আমার ধূমায়িত মস্তকে—আমার সর্ব্বশূন্য হৃদয়-গহ্বরে। আমি চেতনা হারাব—

আমি স্নেহ, ঈর্ষা, নিন্দা, প্রশংসা—সব সমভূমি ক'রে ছুট্‌ব। আমারও ঐ সপ্তাহ সময়—কুণ্ডল, তোর দিক্ নির্ণয়ের।

[প্রস্থান।

কুণ্ডল। ওঃ—সংসার! কী চমৎকার স্নেহময় নিষ্ঠুর তুমি! বালক আমি—খেলে বেড়াচ্ছিলুম নিশ্চিন্ত আপন মনে—দেখে বেড়াচ্ছিলুম অসীম একটা হাসির হাট; কিন্তু তুমি এক মুহূর্ত্তে—একটী কথায় এমন একটা সুন্দর ভক্তি-সঙ্কটের ভীষণ বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিলে, আমার খেলা ভেঙে গেল—হাসি ফুরিয়ে গেল; আমি—যাদুকর, তোমায় দেখ্‌তে বাধ্য হলুম; আমি কোন্ দিকে? একদিকে মাতা—একদিকে ভ্রাতা, একদিকে ন্যায়—একদিকে কর্ত্তব্য, একদিকে অনন্ত করুণা—একদিকে অমৃত আশীর্ব্বাদ; আমি কোন্ দিকে?

[চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—রাজপথ

অযোধ্যাবাসীদ্বয় গীতকণ্ঠে নগর সাজাইতেছিল

অযোধ্যাবাসীদ্বয়।—

গীত।

সাজা ভাই মনের মত নগর সাজা।
অযোধ্যায় আজ কি আনন্দের দিন
রাত পোহালেই রাম হবে রাজা।
দে পথে ভাই কাদা ক'রে চন্দনের ছড়া,
রাখ দুয়ারে পূর্ণ কলস গঙ্গাজল ভরা—
বৌ-ঝিরা সব গন্ধ-প্রদীপ জ্বাল্ ঘরে ঘরে—
মুখে উলু ফুলের মালা গাঁথ্ থরে থরে,
তোরা ভাই বাজনদেরে রগড় ক'রে
জোর দগড় বাজা।

গীতকণ্ঠে দর্পণ উপস্থিত হইল।

দর্পণ।—

গীত।

তোরা নিজে সাজ—আগে নিজে সাজ।
শুধু নগর সাজালে সে শোভা হবে না—ভুলবে না নব মহারাজ॥
তোরা রাখ হেম ঘট জলভরা চোখ হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে,
তোরা প্রেম-চন্দন ছড়া আশা-পথে অনুরাগে ভারে ভারে;

তোরা সরল হাসির গন্ধ-প্রদীপ জ্বেলে দে—
তোরা প্রণিপাত-ফুল রাশি রাশি পায়ে ঢেলে দে ;
তোরা ব্যাকুল বাহুর মালাটী সাজা—
মরম-দামামা সজোরে বাজা,
রাম রাজা—তোদের রাম রাজা ;
ওরে সেই ত প্রকৃত নগর সাজানো
রাম প্রজার সেই সেরা কাজ।

[প্রস্থান।

অযোধ্যাবাসীদ্বয়।—

[পূর্ব্ব গীতাবশেষ।]

নাচ্ তবে ভাই ভাবে পাগল দু-বাহু তুলে,
সাজ্ সবে ভাই রামের প্রজা সব বাঁধন খুলে,—
কর্ চরণে জন্ম দান—
গা শুধু সেই দয়ার গান ;
আমাদের ধর্ম্ম নাই আর কর্ম্ম নাই আর
এতেই বুক তাজা ;
সাজা ভাই মনের মত নগর সাজা ॥

[আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কৈকেয়ীর কক্ষ

কৈকেয়ী ও মন্থরা

কৈকেয়ী। অযোধ্যায় অকস্মাৎ আজ এ কিসের উৎসব - মন্থরা, বল্‌তে পারিস্? পূজা-পার্ব্বণ ত এ সময় কিছু নাই—যুদ্ধ-বিগ্রহও ত রাজ্যে কিছু ছিল না যে, তার জয়-উৎসব, রাজপরিবারের মধ্যেও ত তেমন আনন্দজনক ঘটনা কিছু ঘটে নি—অথচ সারারাত্রি ধ'রে দেখ্‌ছি নগরের ঘরে ঘরে দীপ জ্বালান—প্রত্যেক প্রজার দুয়ারে মঙ্গল-ঘট—রাজপ্রাসাদে নানা রংএর ধ্বজা—নগরের অতি ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ পথটী পর্য্যন্ত নানাভাবে সাজানো—চারিদিকেই নাচ, গান, হাসি, তামাসা—আর তার সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি: এর কারণটা কি? আমি ত কিছুই টের পাই নি, তুই কিছু জানিস্?

মন্থরা। ও মা! কী ঘেন্না! তুমি জান না—আমি জান্‌ব? রাজ্যে আমোদ কিসের, তুমি রাজার রাণী—তাও রাণীর সেরা কৈকেয়ী রাণী, তুমি পেলে না টের, আমি চাকরাণী—তাও চাকরাণীর অধম—বুড়ী কুঁজী, আমি রাখ্‌ব ঠিকানা? কেন, তোমার রাজা কোথায়, গো? বড় যে বড়াই কর—তোমায় না জানিয়ে রাজা গণ্ডূষটী পর্য্যন্ত করে না; এটা আর বলে নি?

কৈকেয়ী। বল্‌বার হয় ত সুযোগ ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। যতদূর বুঝ্‌ছি—এ উৎসব-ব্যাপারটা নিতান্ত সামান্য নয়, মহারাজ খুবই

ব্যস্ত আছেন; সারারাত্রিটার মধ্যে একটীবার আমায় দর্শন দিতে পর্য্যন্ত অবকাশ পান নি।

মন্থরা। ব্যস্ত নাই গো—ব্যস্ত নাই। তোমার কাছে আস্‌তে পান নি কেন, জান? আস্‌বে কি—আস্‌বার কি উপায় আছে! আর কি তোমার সে রাজা আছে! রাজা ছিল কাল বড়রাণীর মহলে, কত হাসি—কত গল্প—কত রঙ্গ—কত কি! ও মা—বুড়ো-বুড়ীতে যেন ভীমরতি!

কৈকেয়ী। চুপ; তাতে কি? আমিও রাণী—বড়রাণীও রাণী; আমার কাছেই যে তাঁকে সর্ব্বদা থাক্‌তে হবে—তার মানে কি?

মন্থরা। মানে একটু আছে বৈকি. এতদিন ধ'রে সোয়ামী-সেবা, রাজকাজ দেখা—ভূত-খাটুনি যা—খেটে ম'লে তুমি, কাজ গুছিয়ে নিতে নিলে বড়রাণী।

কৈকেয়ী। সে আবার কি! ভূত-খাটুনি! কাজ গোছান!

মন্থরা। হাঁ গো হাঁ—তাই। সহর কেন সাজানো হচ্ছে—শুন্‌বে একটু কান দিয়ে? শোন না ত কোনকালেই কোন কথা আমার, কেবল জিব উপ্‌ড়ে নিতে এস। এস—বল, কর যা কর্‌বে; আমি ত কানে দিয়েছি তুলো—পিঠে বেঁধেছি কুলো। সহর সাজানো হচ্ছে—বড় রাণীর বেটার কাল অধিবাস হ'য়ে গেছে, আজ সে রাজা হবে।

কৈকেয়ী। [উল্লাসের সহিত] রাজা হবে?

মন্থরা। হাঁ।

কৈকেয়ী। রাম? আমার রাম?

মন্থরা। ও মা! আহ্লাদ যে আর ধরে না!

কৈকেয়ী। তাই এ নাচ, গান, আনন্দ-উৎসব? আমার রাম রাজা হবে?

মন্থরা। বলি, তুমিও একটু নাচ্‌বে নাকি?

কৈকেয়ী। রাম রাজা হবে—তাই অযোধ্যা সাজানো?

মন্থরা। তুমিও ঘর সাজাতে সুরু ক'রে দাও আর কি! আমিও যেমন।

কৈকেয়ী। মন্থরা, মহারাজকে ডেকে দে।

মন্থরা। কেন গো! তোমাকে সাজাতে হবে নাকি?

কৈকেয়ী। সাজানো হয় নি—অযোধ্যা সাজানো হয় নি। রাম রাজা হবে—তার সাজানো, উৎসব, ঘটা বুঝি এই! ও আলো জ্বালা, ফুল ছড়ানো, নাচ, গান, ধ্বজা ওড়ানো—ও ত সকল ক্ষেত্রেই হ'য়ে আস্‌ছে; চল্‌বে না ওসব. রামের রাজ্যাভিষেক—সব নূতন চাই। ডেকে দে তুই মহারাজকে। যদি কাজে ব্যস্ত থাকেন—হাতের কাজ কেড়ে নিবি, বল্‌বি আমার নাম ক'রে—ওসব বাজে জিনিষে বাজে আমোদ এ ক্ষেত্রের নয়, নন্দন-কানন হ'তে পারিজাত এনে অযোধ্যা সাজাতে হবে—অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর—এরা সব নাচ গান উৎসব কর্‌বে, আর আলো আবার জ্বালাবে কি—চন্দ্র, সূর্য্য, অসংখ্য নক্ষত্র, অনন্ত-কোটী দেবতা—তারা নিজে উপস্থিত হ'য়ে অযোধ্যা আলো ক'রে বস্‌বে। আমার রামের রাজ্যাভিষেক। যা—আর ধর্, এই নিয়ে যা—[হার খুলিয়া মন্থরার গলায় দিলেন] এ তোর পুরস্কার নয়, রাম রাজা হবে—সংবাদ দিয়েছিস্ তুই, এ মাত্র উপস্থিতের মত; তোর যোগ্য-পুরস্কার এর পর আমি ভেবে ঠিক কর্‌ব।

মন্থরা। [হার খুলিয়া] ও মা! ছি-ছি-ছি—লজ্জায় আমার

কান্না পাচ্ছে! আমি যেন পাওনা-থোওনার লোভে ওর দুয়োরে কুকুরের মত প'ড়ে প'ড়ে হাড় মাটি কর্‌ছি। দেখ গা, তুমি মুখে যাই বল, কাজে কিন্তু দেখি—ঠিক আমায় চাকরাণীই ভাব; নইলে আপনার লোককে আবার কে কোন্‌কালে পুরস্কার করে।

কৈকেয়ী। ও, আমার ভুল হয়েছে। [হার লইয়া] রাগ করিস্ না, যা—মহারাজকে ডেকে আন্।

মন্থরা। আমি আর পার্‌ব না গো, আমি আর তোমার ঘরেও থাক্‌ব না; মহারাজকে ডেকে তুমি ত কর্‌বে আমোদ-ঘটার পরামোশ?

কৈকেয়ী। কেন—তুই আবার কি কর্‌তে বলিস্?

মন্থরা। কে ব'লে তোমার তাড়া খেতে যাবে, বাছা? তোমার যা খুশী কর। মহারাজকে ডাক্‌তে হয় ডাক—স্বর্গ উপ্‌ড়ে আন্‌তে হয় আনাও—ভূত নাচাতে হয় নাচাও; আমি কিছুতে নেই, আমি চল্‌লুম তোমার দেশ ছেড়ে। [গমনোদ্যতা]

কৈকেয়ী। আ মর্, যাস কোথা? বল্ না, তোর মতলবটাই শুনি?

মন্থরা। শুন্‌বে? বল্‌লে শুন্‌বে? আচ্ছা—বলি, শোন-না-শোন—আমার ধর্ম্ম আমি ক'রে যাই। বলি, বড়রাণীর ছেলে যে রাজা হচ্ছে, তাতে তোমার এতটা আহ্লাদ কিসের? সে কি তোমার পেটের?

কৈকেয়ী। আবার! আবার তোর সেই কথা?

মন্থরা। তুমি আমায় মারো, চোখ রাঙাচ্ছ কি—একেবারে নিদ্দন করে মারো; আমি মর্‌ব তোমার হাতে—তবু ওকথা ছাড়া অন্য কথা আমায় কওয়াতে পার্‌বে না। তোমার বাবা আমার হাতে-হাতে স'পে দিয়ে গেছে। তুমি আমায় মারো—আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে দাও;

আমি যতক্ষণ থাকৃব, তোমার ভালই ক'রে যাব—ভাল পরামোশই দিয়ে যাব।

কৈকেয়ী। [স্বগত] আচ্ছা—এ কি! এ চিরদিনটা আমায় এ ভাবে উত্তেজিত ক'রে আসে কেন? পুরস্কারে ভোলে না—তিরস্কারে পেছোয় না, সেই এক কথা—রাম তোমার কেউ নয়, তুমি ভরতের মা। আমি ত জীবনভোর একে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখে আস্‌ছি; কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে—অবজ্ঞার বস্তু ত সংসারে কিছুই নাই। জগতের যা-কিছু সব উদ্দেশ্যময়; সাধু, দস্যু, সৎ, লম্পট—সব সেই এক মহাশক্তি মহামায়ার মহতী ইচ্ছায় চালিত মহান্ কোন উদ্দেশ্য সাধনে। যদিও চোখের ওপর দেখ্‌ছি—এর পরামর্শ কু-পরামর্শ, কিন্তু কোন কু-এর ভিতর কোন সু লুকান থাকে, কোন অমঙ্গলের ভিত্তি হ'তে কোন মহামঙ্গলের মন্দির ওঠে, কোন উপস্থিত শত্রুর ভীষণ শত্রুতা-পরিণামে কী অনির্ব্বচনীয় উপকারে দাঁড়িয়ে যায়, তা যে মনুষ্য-দৃষ্টির অগোচর। [চমকিত হইয়া] একি! এ সব আমি কি বিচার কর্‌ছি! না-না—যা মন্থরা! শুনিস্ না কেন কথা! মহারাজকে ডেকে আন্ না

মন্থরা। যা হোক বাপু! এতক্ষণ ধ'রে ভেবে ভেবে আবার সেই—'যা মন্থরা, মহারাজকে ডেকে আন্।' আমি মহারাজকে ডাকৃতে পার্‌ব না গো, তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে, তোমায় পথে বসাতে আমায় ব'লো না। হাঁ গা, একি আমার ভরত রাজা হচ্ছে, যে—আমি হাত তুলিয়ে আহ্লাদ ক'রে একে-তাকে ডেকে বেড়াব?

কৈকেয়ী। [স্বগত] আবার সেই কথা! আবার সেই রাম-বিদ্বেষ! আচ্ছা—এই মন্থরা কে? সংসার পরিচয় দেয়—অযোধ্যা-রাজ্যেশ্বরী কৈকেয়ী আমি—মন্থরা আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী পরিচারিকা;

কিন্তু বাস্তবিক ত তা নয়! অযোধ্যা-রাজ্যেশ্বরী কৈকেয়ী—তার পরিচারিকা মন্থরা, উভয়েই সেই এক বিশ্ব-রাজ্যেশ্বরী মহাশক্তির বিরাট্ খেলা-ঘরের দাসী। দু'জনেই তার জগৎ-সংসারের মঙ্গল নিয়ে ব্যস্ত। কৈকেয়ীর ইচ্ছা যার অনুমোদিত—মন্থরার মন্ত্রণাও তারই ঈপ্সিত; সে রাজ্যে কৈকেয়ীও যে—মন্থরাও সে। তবে বিচার্য্য—আমরা উভয়েই যদি এক রাজ্যের—এক কার্য্যে ব্রতী, উভয়ের মধ্যে এ বৈষম্য কেন? আমি চাই রামের কল্যাণ, মন্থরা জাগিয়ে দিতে চায় সেই আমার মধ্যে রামবিদ্বেষ; সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এর কারণ কি? কে বল্‌তে পারে, কোন্‌টা কর্ত্তব্য—কোন্‌টা অকর্ত্তব্য; কার ফল শুভ—কার পরিণাম অশুভ! [সুপ্তোত্থিতের মত] না না—আমিই ঠিক চলেছি; যতদূর দেখা যাচ্ছে—মন্থরার মন্তব্যে ধূ ধূ অন্ধকার ছাড়া আলোকের একটী ক্ষীণ রেখাও কোথাও নাই। যা—যা—মন্থরা, মহারাজকে ডেকে না আনিস, যা তুই এখান হ'তে।

মন্থরা। ও মা! আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ? বুড়ো বয়সে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ? তুমি মেরে ফেল—মেরে ফেল আমায়, আমি টিক্‌তে পার্‌ব না তোমায় ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও।

কৈকেয়ী। না না, থাক্—থাক্ [স্বগত] দূর ছাই, আবার অবজ্ঞা! এই যে সিদ্ধান্ত হ'য়ে গেল অবজ্ঞার কিছুই নাই—সব উদ্দেশ্যময়! মন্থরা যদি এত হীন—এত তুচ্ছ—অবজ্ঞারই হবে, তবে এমন ভাবে ঘোরতর প্রতিবাদী ক'রে আমার প্রত্যেক বিষয়ে প্রহরিণীর মত তাকে আমার ঠিক পাশটীতে রাখ্‌বার মহাপ্রকৃতির কি দরকার ছিল? অবশ্যই উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু—কিন্তু, মা মহাশক্তি উদ্দেশ্যময়ী মঙ্গলালয়ে! ব'লে দাও—মা, সে উদ্দেশ্যটী কি? সর্ব্বভূতে যখন তুমি—তোমা ছাড়া যখন কিছুই নাই, মন্থরারূপে তুমি—মন্থরার পরামর্শও

তোমারই ইচ্ছা। কিন্তু আমি ত অনির্দ্দিষ্ট পথে চল্‌তে পার্‌ব না, মা! ব'লে দিতে হবে—মা, এ ইচ্ছার পরিণাম জগতের কোন্ মহামঙ্গল! দেখিয়ে দিতে হবে—মা, এর অন্ধকার-ভবিষ্যতে কী অনন্ত আলোকের লহরী-লীলা! ধরিয়ে দিতে হবে—মা, আমার হাতে হাত দিয়ে আমার এই রাণী-জন্মের কর্ম্মের সূত্র!

মন্থরা। বলি, ভাব্‌ছ কি গো অত! এতে ভাব্‌বার কি আছে?

কৈকেয়ী। [স্বগত] ও—ঠিক। কী সুন্দর জ্যোতির বিকাশ—মা, তোর! পেয়েছি পথ—বুঝেছি তোর উদ্দেশ্য—ধরেছি জন্মের কর্ম্মের সূত্র। মা! দয়াময়ি! এত দয়া তোর! জগৎকে চৈতন্যের দিকে টেনে নিয়ে যেতে—নিরাকারা, এত রূপে ফির্‌ছিস তুই! তবে দেখিস—দেখালি যদি আলোক, যেন আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই—যেন আমার একটা পাদক্ষেপ তোর ঐ মহতী ইচ্ছার এক চুল বাইরে না পড়ে। আমি তলিয়ে যাই দুঃখ নাই; তোর আদরের জগৎকে শান্তির তুঙ্গে তুলে দিয়ে যেতে পারি। মন্থরা, খুব রেখেছিস আমায়, আমি স্নেহে সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছিলুম। যা, মহারাজাকে নয়—গুরুদেব বশিষ্ঠ বোধ হয় এতক্ষণ সভাস্থ হয়েছেন, তাঁকে আমার নিবেদন জানিয়ে আয়—আমি একবার তাঁকে প্রণাম কর্‌ব।

মন্থরা। তাকে আবার কেন, গো?

কৈকেয়ী। ভয় নাই—যা। মমতা রাখ্‌ব না, কঠোরই হব।

মন্থরা। ওমা, তা হবে বৈকি—তা ত হবারই কথা! এতদিন যে হও নি, জানি না কোন্ বেহ্মদত্যি তোমার ঘাড়ে ছিল। [প্রস্থান।

কৈকেয়ী। [উদ্দেশে] রাম! কৈকেয়ীর জীবনাধিক রাম! জানি তুমি অশেষ গুণে গুণবান্—জানি তুমি বাহুবলেও কম নও—তুমি জগতের আনন্দ-স্বরূপ; তবু পুত্র, জগদীশ্বরীর ইচ্ছা—আমি একবার

তোমার বিমাতা হব। [চকিত-ভাবে অদৃশ্য মহাশক্তির প্রতি] অনেক দূর আমায় আগিয়ে এনেছিস, মা! আমি সৈন্য-ব্যূহ সাজিয়ে ফেলেছি; আয়—এইবার উলঙ্গিনী অসিধরা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আমার হৃদয়ে আয়; আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি রণ-সমুদ্রে—সাঁতার কাটি শোণিত-তরঙ্গে।

বশিষ্ঠ উপস্থিত হইলেন।

আসুন—আসুন। [কৈকেয়ী বশিষ্ঠকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।]

বশিষ্ঠ। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে কি, মা?

কৈকেয়ী। আছে, প্রভু! আমি একটা তর্কে পড়েছি; যদিও তার সিদ্ধান্তও করেছি, তবু আপনার মুখ দিয়ে একবার শুনতে চাই। গুরুদেব, ন্যায় বড় কি কর্ত্তব্য বড়?

বশিষ্ঠ। কেন, মা! তোমার মধ্যে আজ আবার এ প্রশ্ন কেন? তুমি ত চিরদিনের কর্ত্তব্য-পরায়ণা, আর সেইজন্যই ত তুমি সবার উচ্চে—সকলের প্রিয়! মা, কর্ত্তব্যই বড়।

কৈকেয়ী। বুঝিয়ে দিতে হবে দাসীকে।

বশিষ্ঠ। এ বোঝা ত তেমন কঠিন নয়, মা! দেখ, কোথায় কোন্ সরোবর শুকিয়ে যাচ্ছে—কোন্ প্রান্তরে কোন্ পথিক ঘর্ম্মাক্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে, ভ্রূক্ষেপ নাই; সূর্য্য আপনার ঠিক সময়ে উঠ্‌ছে—ঠিক সময়ে প্রখর হ্‌চ্ছে—ঠিক সময়ে অস্ত যাচ্ছে। কার কোথায় শত্রু হাস্‌বে—কি স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় কাঁদবে, কোন বিচার নাই; মৃত্যু ঠিক আপনার তালে এসে মানুষের বুকে হাঁটু দিয়ে বস্‌ছে। কে ফাঁকে পড়্‌ছে—কে পেশা যাচ্ছে, কিছুতে লক্ষ্য নাই; কালের নেমি ঘর্ঘর শব্দে অবিরাম চল্‌ছে। মা, কর্ত্তব্যই শ্রেষ্ঠ। তার অভিধানে ন্যায়-অন্যায় শব্দই নাই।

কৈকেয়ী। আসুন—প্রণাম করি। [প্রণাম]

বশিষ্ঠ। আশীর্ব্বাদ করি, কর্ত্তব্য-পরায়ণা হও। [প্রস্থান।

কৈকেয়ী। মন্থরা—মন্থরা—

মন্থরা উপস্থিত হইল।

তোর অভিলাষ পূর্ণ আশাতীত ভাবে। তুই চাচ্ছিলি শুধু রামের অভিষেক বন্ধ কর্‌তে—আমি রামকে বনবাস দেব।

মন্থরা। [আনন্দে] বনবাস! এ্যা! বনবাস! বলি, তুমি কি এবার কল্পতরু হ'য়ে পড়্‌লে নাকি, গো!

কৈকেয়ী। হাঁ, তাই। তবে সমস্যা—মহারাজের ত সম্মতি চাই?

মন্থরা। মহারাজের সম্মতি! হিঃ—হিঃ—হিঃ! তোমার সম্মতিই—মহারাজের সম্মতি।

কৈকেয়ী। না মন্থরা, তুই যা ভেবেছিস—তা নয়। হ'তে পারি সবার হ'তে আমি তাঁর প্রিয়; তা ব'লে তিনি স্ত্রৈণ নন্—বিচারী। আরও যেখানে পুত্র নিয়ে কথা—যতই প্রিয় হোক, সেখানে কৈকেয়ী টিক্‌বে না।

মন্থরা। তবে এক কাজ কর না, গো; মহারাজের কাছে তোমার দুটো বর পাওনা আছে না? আজ সেই দুটো চাও না—এক বরে রামের বনবাস—এক বরে ভরতের রাজ্য-পাট—

কৈকেয়ী। মন্থরা—মন্থরা, তোর জন্ম কোন্ নক্ষত্রে? এমন আলোক তোর মধ্যে! মহারাজ আস্‌ছেন, না? চ', ঘরের মধ্যে যাই। [উদ্দেশে] মা—মা! আমার বুকে এসেছিলি উলঙ্গিনী হ'য়ে; আমি অনেক নেচেছি—অনেক যুদ্ধ করেছি—জয়-মন্দিরের চূড়াও দেখ্‌তে পেয়েছি; এইবার একবার আমার কণ্ঠে আয় দুষ্টা সরস্বতী হ'য়ে।

[মন্থরা সহ প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

ঊর্ম্মিলার কক্ষ

ঊর্ম্মিলা ও সখীগণ

ঊর্ম্মিলা। আজকের ব্যাপারটা কি, বুঝেছিস্ তোরা? আজ আর্য্য হচ্ছেন রাজা আর দেবী হচ্ছেন রাণী। সেই দেবীর ভগ্নী আমি শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী, আমার আঙিনা আজ আর একটা নিমেষেও স্থির কি চুপ থাকতে পাবে না; কেবল নাচ আর গান—হাসি আর খুশী, আমোদের অশ্বমেধ। দে তোরা আহুতি; যজ্ঞকর্ত্রী শ্রীমতীর এই আসন-গ্রহণ। [আসন গ্রহণ করিলেন]

সখীগণ—

গীত।

আজকে লো সই কেবল হাসি কেবল গান।
কেবল গায়ে উল্টে পড়া, কেবল দেখা ধরায় সরা,
কেবল ছাড়া পাগলকরা কাজল-টানা নয়ন-বাণ।
আজকে কেবল আহুতি সই কেবল ধুনি জাগিয়ে রাখা—
কেবল ওড়া উধাও হ'য়ে কেবল কোমল পরশ মাখা,
নিষেধ লো আজ কথা কওয়া,
আজকে কেবল ডুবি হওয়া;
কেবল তুমুল তুফান বওয়া কেবল ডাকা বান—
কেবল নাচা কেবল খেলা যৌবনের ঝাপান্!

ঊর্ম্মিলা। আরে ম'লো—কি ছাই আহুতি দিচ্ছিস! যজ্ঞ জম্‌ল কই? আগুন টাল মেরে উঠ্‌ছে না যে! এঃ, মন্তর ভুল হচ্ছে তোদের।

১ম সখী। আমাদের মন্তর ভুল হয় নি—গো, তোমারই মনের ঠিক নেই।

ঊর্ম্মিলা। আমার মনের ঠিক নাই! কিসে বুঝ্‌লি?

১ম সখী। ঢং এ। আড়ে আড়ে পথপানে তাকাচ্ছ, কোথাও একটু শব্দ হচ্ছে কি অমনি পায়ের শব্দ ব'লে চম্‌কে উঠ্‌ছ। নাচ-গানে ত তোমার মন নেই, তোমার মন অন্যদিকে—প্রাণনাথ আমার কখন আসে—কখন আসে।

ঊর্ম্মিলা। আচ্ছা—গান থাক্, খানিক কথাই হোক। বল্ দেখি তোরা—তোরাও ত মেয়েমানুষ, প্রাণের কথা ঠিক খুলে বল্‌বি; তোদের কি এ রকম হয় না?

১ম সখী। তা ব'লে অতদূর হয় না। পুরুষ মানুষ যতক্ষণ কাছে রইল, হাস্‌লুম—কথা কইলুম—যত্ন কর্‌লুম—কর্ত্তব্য যা কর্‌লুম, চ'লে গেল—মিটে গেল, সেও আপনার কাজ ধর্‌লে—আমিও আপনার তালে রইলুম; তা না হ'য়ে দণ্ডে দণ্ডে তারই কথা—উঠ্‌তে-বস্‌তে সেই মুখ—জেগে-জেগেও সেই স্বপন—দিনরাত বুকের ভেতর একটা দগ্‌দগানি; না ভাই, যা-ই বল তুমি—এ তোমার একটু বাড়াবাড়ি।

ঊর্ম্মিলা। তা—তোরা ভাই, যা-ই বল্, বাড়াবাড়িই বল্—আর ঠাট্টাই কর্, আমার কিন্তু ঐ রকমই হয়। আমি ভাবি—এই পুরুষ-জাতটা আমাদের এত সেবা-যত্ন ফেলে কাজ-কাজ ক'রে মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে মরে কেন? ঐ পোড়ারমুখো সূর্য্যি যদি শত্রু হ'য়ে না উঠ্‌ত, ত সংসারের কি ব'য়ে যেত?

১ম সখী। মরেছ আর কি; একেবারে অত আল্‌গা! আল্‌গা পেলেই সংসার যে তাকে চেপে ধরে! পুরুষ মানুষ যে কাজ-কাজ ক'রে মরে, বুঝ্‌তে পার না—সে কেবল মেয়েমানুষের কস্থনি পায় না ব'লে? একটু শক্ত হও দেখি।

উর্ম্মিলা। দূর—ওতে কি বাহাদুরি! ও ত পুরুষের পুরুষত্ব খেয়ে দেওয়া—চোখ রাঙিয়ে বশ করা—ওষুধ ক'রে ভালবাসান'। আমি চাই—পুরুষকে ঠিক পুরুষ রেখে পোষ মানান'; তা যদি না হয়, করুক তারা কাজ—মরি আমরা কেঁদে।

১ম সখী। এঃ, একেবারেই বিগ্‌ড়ে গেছ দেখ্‌ছি!

উর্ম্মিলা। শোধ্‌রাবার অস্ত্র কিছু আছে তোদের?

১ম সখী। আচ্ছা—আর একখানা গান শোন—

সখীগণ।—

গীত।

ওলো খিদে রেখে খেতে দে।
তবে ত পড়্‌বে গরজ—তবে ত ঘুর্‌বে পাকে,
ওলো তোর ভরা ভাঁড়ার চেয়ে চেয়ে
ভিখিরীকে যেতে দে।
আলুগা হ'য়ে একটী থালে বাড়িয়ে দিবি সবটা প্রাণ
বদহজমে উঠ্‌বে ঢেকুর—প্রাণবঁধুর
থাক্‌বে না যে তেষ্টা টান্;
নাড়ী ধ'রে নিয়ম ক'রে
একটু নরম একটু চ'ড়ে
চাবি মেরে চিড়ের ঘরে
সাবুর পাতা পেতে দে।

বনবাস-যাত্রায় সজ্জিত লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলেন।

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা—

উর্ম্মিলা। [অধীর-আনন্দে আসন হইতে উঠিয়া] নাথ—প্রাণেশ্বর! [লক্ষ্মণকে ধরিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার বেশ দেখিয়া

যুগপৎ বিস্মিত ও ভীত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন] একি ! একি বেশ তোমার !

লক্ষ্মণ। বিদায় !

উর্ম্মিলা। [ব্যাকুলকণ্ঠে] বিদায় !

লক্ষ্মণ। হাঁ উর্ম্মিলা ! উৎসব রাখ ; রামের রাজ্যাভিষেক নয়, উল্টে গেছে ; রামের বনবাস।

উর্ম্মিলা। বনবাস !

লক্ষ্মণ। জানি না মাতা কৈকেয়ীর উদ্দেশ্য ; তিনি পিতার কাছে দুটী বর চেয়েছেন ; এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস—অন্য বরে ভরতের রাজ্যাধিকার। প্রতিশ্রুত বৃদ্ধ পিতা আমার ভূ-লুণ্ঠিত, ক্ষিপ্ত, অথচ নির্ব্বাক্ উভয়-সঙ্কটে। সত্য-অবতার শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যরক্ষায় অযোধ্যার সকল কাকুতি উপেক্ষা ক'রে কাননাভিমুখী—অনুসৃতা দেবী সীতা—সেবক লক্ষ্মণ তাঁদের সহগামী।

উর্ম্মিলা। তা হ'লে আমি ?

লক্ষ্মণ। তুমি অযোধ্যাতেই থাক, উর্ম্মিলা !

উর্ম্মিলা। অযোধ্যাতে থাক্‌ব -- আমি ! কি নিয়ে আমি অযোধ্যায় থাক্‌ব, নাথ ? জীবনধারণ নিয়ে ? কেন, সীতাদেবী স্বামীর অনুগামিনী, আমিও ত সেই সীতার ভগ্নী !

লক্ষ্মণ। জানি—উর্ম্মিলা, তুমি সীতাদেবী হ'তে কম নও ; তবু তুমি তাঁর আসনে উঠ্‌তে যেয়ো না, দেবি ; তোমার স্থান ভিন্ন জগতে। তুমি যদি সীতার ভগ্নী ব'লে পরিচয় দিতে চাও, তাঁর অনুসরণ ক'রো না—অন্যদিকে যাও ; সীতাদেবী চলেছেন—স্বামীর সোহাগ বুকে ক'রে সংসারত্যাগী স্বামীর পেছু পেছু দুর্গম ন্যায়ের পথে ; তুমি চল—স্বামীর

বিচ্ছেদ সহ্য ক'রে রামসীতাহীন এই অন্ধ, পঙ্গু, কান্নাহাট রাজ-সংসারের সেবা নিয়ে বন্ধুর কর্ত্তব্যের পথে।

উর্ম্মিলা। কর্ত্তব্যের পথে! সে আবার কী দুর্ভেদ্য জটিল পথ, নাথ! আমি ত জীবনভোর একটা পথই দেখে আস্‌ছি—স্বামীর সেবা, স্বামীর সঙ্গে তরুতল; সেই ন্যায়—সেই কর্ত্তব্য—ভাবার ভিন্নাকারে নারী-জন্মের সেই সব। না—আমায় বালিকা বুঝিয়ে দিয়ো না; ও কর্ত্তব্য আমার নয়। আমি সীতার ভগ্নী ব'লে পরিচয় দিতে চাই না—আমায় স্বামীর স্ত্রী হ'তে দাও।

লক্ষ্মণ। আমিও ত তাই-ই চাচ্ছি, উর্ম্মিলা; তুমি স্বামীর স্ত্রীই হও ঠিক সহধর্ম্মিণীটা হ'য়ে। দেখ সতি, তোমার স্বামী ছুটেছে কোথায়! তোমার মত স্ত্রী- অযোধ্যার মত সংসার—ইহজীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র রামসীতার সেবায়! উর্ম্মিলা, স্বামীর স্ত্রী হও—নিজের স্বার্থ বলিদান কর—জীবনটাকে উপভোগ হ'তে টেনে নিয়ে তোমার স্বামীর দৃষ্টান্তে তার পিতামাতার শুশ্রূষায়—সংসারের প্রয়োজনে ঢেলে দাও।

উর্ম্মিলা। সংসার—সংসার! একবার তুমি মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে এসে মুক্তকণ্ঠে ব'লে যাও—উর্ম্মিলায় নিয়ে তোমার প্রয়োজন মিট্‌বে না। তুমি কর্ম্মবীর লক্ষ্মণকে নির্ব্বিবাদে ছেড়ে দিচ্ছ, ক্ষুদ্র উর্ম্মিলা তোমার কি উপকারে লাগ্‌বে?

লক্ষ্মণ। না উর্ম্মিলা, সংসার যে লক্ষ্মণকে নির্ব্বিরোধে ছেড়ে দিচ্ছে, তার সাহস—লক্ষ্মণ যাচ্ছে; কিন্তু লক্ষ্মণের মহাশক্তি উর্ম্মিলা—তুমি তার আছ। কাতর হ'য়ো না—দেবি, চতুর্দ্দশ বর্ষ।

উর্ম্মিলা। চতুর্দ্দশ বর্ষ! চতুর্দ্দশ বর্ষে কত পল, স্বামি? আমার যে একটা পল অদর্শনে কাটে না!

লক্ষ্মণ। কাটে না, কখনও কাটাবার জন্য জোর ধর নি—সেরূপ ক্ষেত্রে কখনও পড় নি। আজ তোমার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত, বিকাশ কর্‌তে হবে, সতি! দেখাতে হবে—তুমি কর্ম্মময়ী মহাশক্তি, ক্ষুদ্র লক্ষ্মণের সেবিকা স্ত্রী নও—তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ঊর্ম্মিলা, দৃঢ় হও, মনুষ্য-জন্ম—কর্ম্ম কর ; বিদায় দাও।

ঊর্ম্মিলা। দাঁড়াও ; একবার আমি মাতা কৈকেয়ীর কাছ হ'তে আসি।

লক্ষ্মণ। কেন, ঊর্ম্মিলা ?

ঊর্ম্মিলা। তাঁকে জিজ্ঞাজ্ঞা কর্‌ব—ঊর্ম্মিলা তাঁর পায়ে কি অপরাধ করেছে।

লক্ষ্মণ। ঊর্ম্মিলার অপরাধ ?

ঊর্ম্মিলা। দণ্ড দিচ্ছেন কেন ?

লক্ষ্মণ। তোমার দণ্ড !

ঊর্ম্মিলা। তবে এ আবার কার দণ্ড ? আর্য্যের বনবাস ? লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবী সঙ্গে—কিসের বনবাস ? সীতাদেবী স্বামীর ছায়ায়—তাঁরও কিছুই নাই ; ভ্রাতৃবৎসল তুমি—তুমিও পাচ্ছ ভাই ; এ দণ্ড ত সম্পূর্ণ আমার, আমার অবলম্বন কই ?

লক্ষ্মণ। তোমার অবলম্বন ঐ বিরাট্ শূন্য। অনিত্য জগতের অসার অবলম্বনে না দাঁড়িয়ে, তুমি থাক—মহিমময়ি, আপন পবিত্র আত্মার ভর দিয়ে সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত, মুক্ত। তুমি দণ্ডিতা নও—ঊর্ম্মিলা, মহাপ্রকৃতির পরম আদৃতা ; গণ্ডীর মধ্যে ছিলে—অসীমে ছড়ালে ; শান্তি ছিলে—শক্তি হ'লে ; ছিলে তুমি লক্ষ্মণের স্ত্রী—হ'লে এইবার বিশাল সংসারের মা।

ঊর্ম্মিলা। মা ! মা ! মঙ্গলময়ী মহাপ্রকৃতি ! মাথায় পাহাড়

চাপাচ্ছিস্ কেন, মা? জানি—তোর কন্যা-জন্ম দেওয়া ভবিষ্যতে মা কর্‌বার জন্যই; কিন্তু উর্ম্মিলা যে বালিকা—এখনও যে তার নিজেরই মায়ের দরকার, সে মা হওয়ার কি জানে! এ ত তোর আদর নয়—মা, আদরের আতিশয্যে এ যে কঠোর শাসন। স্বামি—স্বামি—

[রোরুদ্যমানা হইলেন]

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা, একি! তুমি আমায় টলিয়ে দিতে চাও?

উর্ম্মিলা। [হতাশ স্বরে] না যাও; থাকি আমি আজীবন এই নীরব, নির্ব্বাক্, রোদনসর্ব্বস্ব, ক্ষিপ্ত জগতের মহাশূন্য অবলম্বনেই; যাও—তুমি যেখানে ইচ্ছা।

লক্ষ্মণ। প্রতিশ্রুত হও- দেবি, আমার পিতামাতাদের প্রবোধ দেবে?

উর্ম্মিলা। দেব; ভাবার প্রবোধ ত?

লক্ষ্মণ। তা হ'লে এইবার আর একটা কথা—উর্ম্মিলা, আমায় ভুলে যাও।

উর্ম্মিলা। [বাণবিদ্ধবৎ] ভুলে যাব! তা হ'লে এইবার আমারও একটা কথা—স্বামি, ধনুর্ব্বাণ ধর, আমার স্মৃতির এই বাঁধা বেদীটা চুরমার ক'রে ভেঙে দিয়ে যাও। [নতজানু হইয়া বুক পাতিলেন।]

লক্ষ্মণ। [হাত ধরিয়া তুলিয়া] না উর্ম্মিলা, ভুলতেই হবে; তা না হ'লে তুমিও কর্ত্তব্যচ্যুত হবে, আর তোমার চিন্তা, যেখানেই থাকি আমি—শূন্যে শূন্যে গিয়ে আমার বুকে ঘা মেরে আমার হাতের কাজ কেড়ে নেবে।

উর্ম্মিলা। [হতাশ স্বরে] না—যাও, থাকুক তোমার হাতের কাজ হাতেই, আমি ভুলে যাব স্মৃতির বুক রক্তারক্তি ক'রে—নিজের মাথা নিজে কেটে ছিন্নমস্তা হ'য়ে।

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা!

উর্ম্মিলা। নাথ!

লক্ষ্মণ। জেনে রেখো, লক্ষ্মণ-উর্ম্মিলার জন্ম—শুদ্ধ সেবক-সেবিকা জন্ম।

উর্ম্মিলা। [মস্তক অবনত করিলেন]

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা!

উর্ম্মিলা। স্বামি!

লক্ষ্মণ। স্মরণ রেখো—এই সেবাব্রতই আমাদের জীবনের মহাব্রত।

উর্ম্মিলা। [মস্তক অবনত করিলেন]

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা!

উর্ম্মিলা। গুরু!

লক্ষ্মণ। লক্ষ্য রেখো—এই মহাব্রতই উর্ম্মিলা-লক্ষ্মণের মোক্ষ।

উর্ম্মিলা। [মস্তক অবনত করিলেন]

লক্ষ্মণ। আসি তা হ'লে, দেবি!

উর্ম্মিলা। এস, প্রণাম। [রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রণাম করিলেন।]

লক্ষ্মণ। এ প্রণামটা আজ আমি নিয়ে চল্‌লুম তোমার ; কিন্তু যদি ফিরে আসি, যেন দেখি—মহাদেবি, তুমি আমার প্রণম্যা।

[প্রস্থান।

উর্ম্মিলা। [ব্যাকুলভাবে] পৃথিবি—পৃথিবি! স'রে যাচ্ছ কেন, মা! আমায় দাঁড়াতে দাও। সূর্য্য! জ্যোতির্ম্ময়! নিবে যেও না, দেব ; জগতের সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা-শোনা। উর্ম্মিলা! অনাথিনি! টল্‌ছ কেন? পা ফেল্‌ছ কোথায়? স্বামীর বিরহে, না সংসারের কর্ত্তব্যে?

উন্মত্ত অব্যবস্থভাবে কৈকেয়ী উপস্থিত হইলেন।

কৈকেয়ী। হাত ধর—বালিকা, হাত ধর আমার; আমি কর্ত্তব্যে সিদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছি, তার তেজস্বী তাড়িৎ আমার হাতের রেখায় রেখায় খেলে বেড়াচ্ছে; হাত ধর আমার, জোর পাবে—টলাটলি থাক্‌বে না—পা ঠিক জায়গায় পড়্‌বে।

উর্ম্মিলা। মা! একটা প্রশ্ন কর্‌ব তোমায়; কর্ত্তব্যে সিদ্ধ তুমি—উত্তর দাও। আচ্ছা মা, স্বামী বড়, না সন্তান বড়? স্ত্রী হওয়া ধর্ম্ম, না মা হওয়া ধর্ম্ম?

কৈকেয়ী। মা হওয়াই ধর্ম্ম, সন্তানই বড়, উর্ম্মিলা! স্বামী আবার কে? আমাদের স্বামী নাই, আমরা আদিভূতা সনাতনী মূল-শক্তি জগন্মাতার স্বরূপ; সব আমাদের পুত্র—সব আমাদের প্রসব করা। তুমি যাকে স্বামী বল—তাকে হয় ত আমি প্রসব করেছি, আমার যিনি স্বামী—তিনিও আমার মত একজনের প্রসূত, তাঁরও স্বামী—তিনিও তাই। সব আমাদের এই শক্তিজাতির সৃজিত—সব আমাদের পুত্র। তবে যে, আমরা দিনকতক তাদের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ পাতাই, সে শুদ্ধ নদ-নদী-সমুদ্রের নিজেদের রস দিয়ে তৈরী মেঘের কাছ হ'তে সেই রস আবার ঘুরিয়ে টেনে নিয়ে গর্ভপুষ্ট করার মত—সৃষ্টিরক্ষায়। উর্ম্মিলা, আমরা স্বামীর স্ত্রী নই, আমরা সন্তানের মা। কে বলে আমাদের স্ত্রী-জাতি? ভুল—ব্যাকরণের বাচালতা; আমরা মাতৃ-জাতি।

উর্ম্মিলা। পায়ের ধূলো দাও—মা, পায়ের ধূলো দাও। হাত ধর্‌তে এসেছিলে তোমার টলায়মানা কন্যার; হাত ধর্‌তে হবে না আর, পায়ের ধূলো দাও—আমি সকল গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সংসারে মা হ'য়ে দাঁড়াই।

কৈকেয়ী। দাঁড়াও—উর্ম্মিলা, সংসার-বক্ষে সগৌরবে সেই অসীম-ব্যাপিনী মহাশক্তি-সাকারা হ'য়ে। আমি সীতায় আশীর্ব্বাদ করেছি—স্বামীপরায়ণা হও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—তুমি সন্তান-বৎসলা হও। শৃগাল-কুকুরের মত সংখ্যাবাচক শাবক নিয়ে খাওয়ান—আদর দেওয়া—আমার-আমার করা, সে সন্তান-বৎসলা নয় ; তুমি সন্তান-বৎসলা হও—অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড তোমার প্রসূত, তৃণ হ'তে পর্ব্বতশৃঙ্গ তোমার সমান আদরের—সেই সন্তান-বৎসলা। সীতাচরিত্র আপামর সাধারণের পাঠ্য, প্রকাশ্যে—মুখে মুখে থাকবে ; উর্ম্মিলাচরিত্র থাকবে অসাধারণ, অনাবিষ্কৃত উপনিষদের অজ্ঞাত ভাষা, অব্যক্ত, অনুভূতি-মূলে।

[প্রস্থান।

উর্ম্মিলা কে কাঁদে? মাতা কৌশল্যা, না? ও কার আর্ত্তনাদ? দেবী সুমিত্রার। ঐ আবার সমবেত হাহাকার অযোধ্যাবাসীর। সখী-সব, আয় তোরাও ; কামরসে ডুবেছিলি—প্রেম-সমুদ্রে পড়্‌বি আয়, লুকিয়ে ছিলি নারী-হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতায়—ফেটে পড়্‌বি আয় মাতৃপ্রাণের পূর্ণতায়।

[সখীগণ সহ প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রোহিলা-প্রান্তর

রক্ষিগণ সহ কবচ আসিতেছিল

কবচ। বিমাতা—বিমাতা, জগতের প্রান্ত হ'তে প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিমুহূর্ত্ত প্রতিধ্বনি উঠ্ছে—বিমাতা, পতাকা উড়্ছে বিমাতাকীর্ত্তির—সংকীর্ত্তন হচ্ছে বিমাতা-নামের। এতদিন এক বিমাতা দেখে আস্ছিলুম রোহিলায়, আজ আবার নূতন বিমাতা দেখে এলুম অযোধ্যায়। রাজ্যাভিষেক, নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ উপস্থিত—ঋষির সমষ্টি উপবিষ্ট—মাঙ্গলিক সব প্রস্তুত, অমনি এক বরে রামের বনবাস—অন্য বরে ভরতের রাজ্যাধিকার। ওঃ, এ আবার কী সাংঘাতিক বিমাতা! এ বিমাতা নিশ্চয় কালের কুষ্ঠক্ষতদেহে পারদ-অক্ষরে আপ্রলয় খোদাই থেকে যাবে। কেকয়রাজ! কন্যার বীজ বপন করেছিলে কি জগতকে কেবল পর পর বিমাতা দেখাবার জন্য? ধন্য! সুন্দর! চমৎকার তোমার সৃষ্টি!

কুণ্ডল উপস্থিত হইল।

কুণ্ডল। দাদা, আবার এসেছ তুমি! দাঁড়িয়ো না আর এখানে—ভয়ানক ষড়্যন্ত্র, মঙ্গল নাই তোমার; পালাও এখান হ'তে এই দণ্ডে।

কবচ। বাঃ—কুণ্ডল, বাঃ!

কুণ্ডল। আশ্চর্য্য হচ্ছ, দাদা!

কবচ। এর জন্য আমি আশ্চর্য্য হই নি—কুণ্ডল, আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি তোকে দেখে! কী তোর ভাইয়ের ওপর টান্! দিক্‌টা তা হ'লে নির্ণয় ক'রে ফেলেছিস?

কুণ্ডল। এর উত্তর এখন আর আমি দিতে পার্‌লুম না, দাদা; অনেক কথা—অবসর নাই। এখন তুমি পালাও—তুমি পালাও।

কবচ। কেন? কেন? ষড়্‌যন্ত্রটাই কি, শুনি না?

কুণ্ডল। আবার শুন্‌তে হবে! জান ত আমার মায়ের আক্রোশ, তার ওপর আমার মাতামহ এসে যোগ দিয়েছে; সৈন্য, সামন্ত, প্রজা, আত্মীয়, সমস্ত রাজ্যটা তাঁদের বশীভূত। তোমার স্থান নাই, তুমি পালাও।

কবচ। যদি না পালাই?

কুণ্ডল। মায়ের মুখে কিছু শুনি নি যদিও, কিন্তু আমার মাতামহের সঙ্কল্প—তা হ'লে তোমায় জগৎ হ'তে পালাতে হবে; তুমি পালাও।

কবচ। আমি পালাব না, কুণ্ডল! পালাতে হয়—জগৎ হ'তেই পালাব সিংহের মত, কুকুরের মত চাবুক খেয়ে নিজের অধিকার ছেড়ে পালাব না।

কুণ্ডল। দাদা—

কবচ। যা যা, পাঠিয়ে দে তোর মাতামহকে; আমি একবার দেখি তাকে।

কুণ্ডল। বুঝ্‌ছ না কেন—দাদা, আজ তুমি দুর্ব্বল?

কবচ। আমি যখন মর্‌তে সেজেছি, তখন আর বলের বিচার কি?

কুণ্ডল। ম'রে কোন লাভ নাই যে, দাদা!

কবচ। এরূপ বেঁচে থেকেও যে কিছু নাই, ভাই!

কুণ্ডল। তবু—

কবচ। চুপ; এর মধ্যে 'তবু' 'কিন্তু' নাই। কুণ্ডল, আমি তোর মায়ের তাড়া খেতে প্রস্তুত ছিলুম, আমার পিতার পরিণীতা—বিমাতা; কিন্তু এ কে? আমাদের গৃহ-বিবাদে জয় দিতে আসে? আমার পিতৃরাজ্যে প্রভুত্ব করে? বিনা অপরাধে আমায় জগৎ হ'তে তাড়াবার সঙ্কল্প রাখে? আমি একবার তাকে না দেখে যাব না, কুণ্ডল!

কতিপয় সৈন্যসহ সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়া কবচকে বেষ্টন করিল।

সেনাপতি, বাঃ—চমৎকার! [নিজ রক্ষিগণের প্রতি] রক্ষিগণ, অস্ত্র রাখ; জানি—তোমরা প্রভুভক্ত, জানি—আমার বিরুদ্ধে প্রক্ষিপ্ত বর্শার মুখে তোমরা অম্লানে আগে গিয়ে বুক দিতে পার; কিন্তু এ ক্ষেত্রটায় আমি তোমাদের সে ঋণ সাগ্রহে নিতে পারলুম না, পরিশোধের আমার ভবিষ্যৎ নাই। যুদ্ধ রাখ, এরা যা চায়—ঘাড় পেতে দাও—ইতস্ততঃ ক'রো না; আমার এই ইচ্ছা পূরণই আজ তোমাদের প্রভূ-পূজা।

[রক্ষিগণ অস্ত্র রাখিল, সৈন্যগণ তাহাদিগকে বন্দী করিল]

এস—সেনাপতি, আমায় বন্দী কর তুমি। [সেনাপতি সহ যুদ্ধ; সেনাপতির পরাজয়] কি! পরাজিত হ'লে যে, সেনাপতি?

সৈন্যাধ্যক্ষ। হাঁ কুমার, পরাজিত হ'তেই বাধ্য হলাম।

কবচ। বাধ্য হ'লে!

সৈন্যাধ্যক্ষ। রাণীমার ইচ্ছা—আপনাকে জীবিত রেখে জয় করা; কিন্তু দেখ্‌ছি—তা দুঃসাধ্য; আপনাকে জয় করতে গেলে হত্যা করতে হয়।

কেকয় উপস্থিত হইলেন।

কেকয়। আরে, জয় কর—জয় কর, তোমায় অত বিচার কর্‌তে হবে না ; তুমি জয় কর।

সৈন্যাধ্যক্ষ। মার্জ্জনা কর্‌বেন, আমার প্রতি সেরূপ আদেশ নাই। [গমনোদ্যত]

কবচ। সেনাপতি, একটা কথা বল্‌ব তোমায়—তোমরা আমারই পিতার নিযুক্ত ; যাক্—সে দাবী করি না। তোমরা পার সব, তবে একটা অনুরোধ—[রক্ষিগণকে দেখাইয়া] এরা নির্ব্বিবাদে আত্মসমর্পণ করেছে, এদের ওপর যেন কোন অন্যায় না হয়। প্রকৃতি তোমাদের সকল বিষয়ে বোবা-কালা হ'লেও—এটা সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না।

সৈন্যাধ্যক্ষ। ভয় কারও দেখাবেন না, কুমার ; তবে আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

[রক্ষিগণকে লইয়া সৈন্যগণসহ সৈন্যাধ্যক্ষ চলিয়া গেল।

কবচ। কুণ্ডল, [কেকয়কে দেখাইয়া] এই না ?

কেকয়। [সাশ্চর্য্যে] কুণ্ডল ! আরে, তুমি এখানে যে হে ?

কুণ্ডল। এতে ত—দাদা, চম্‌কাবার কিছু নাই ; দাদার কাছে ভাই।

নন্দেয়ী উপস্থিত হইলেন।

নন্দেয়ী। বাবা, আর কাজ নাই। কবচ, তুমি আমার বাধ্য হও।

কবচ। বাঃ নারি ! বাধ্য কর্‌বার প্রণালী বুঝি এই ?

নন্দেয়ী। ছেড়ে দাও, যা হবার হ'য়ে গেছে ; তুমি আমার বাধ্য

হও। আমি তোমার গর্ভধারিণী না হ'লেও—বিমাতা—তার খুব কাছা-কাছি, যত দূর—তত নিকট ; আমি সাধ্‌ছি—তুমি আমার বাধ্য হও।

কবচ। [স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল]

ঠিক এই সময়ে অদূরে চিত্র আসিতেছিল।

চিত্র। কই হে ছোকরা, গা-ঢাকা দিলে নাকি ? আরে, এস—এস, অত পেছুচ্ছ কেন ?

মোহ আসিতেছিল।

মোহ। যা তুমি ছুট্‌ছ ! বাড়ীমুখো পা তোমার—আর কি নাগাল্ পাবার উপায় আছে ! চল—চল—

চিত্র। এস—এস। আরে বাঃ ! বাড়ী এসে পড়্‌লুম নাকি ? স্ত্রী-রত্ন, পুত্র-রত্ন, কুটুম্ব-রত্ন শ্বশুর-মশাই পর্য্যন্ত—রত্নের হাট ! না—এটা যে মাঠ ! ও—হয়েছে। বুঝেছি—বাড়ীর সে খিঁচুড়িটা বোধ হয় মাঠ পর্য্যন্ত গড়িয়েছে। বলি, কাণ্ডটা কি গো সব ? আমি ত এলুম আবার ফিরে ; আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ ত ?

কবচ। [ব্যাকুলভাবে] পিতা—পিতা—

চিত্র। কি হয়েছে—কি হয়েছে, বল্ ? আজ আমি এককাণ্ড কর্‌ব।

কবচ। কিছু কর্‌তে হবে না, পিতা ! নূতন কিছু হয় নি ত ? সংসারে মা-বাপ না থাক্‌লে এই রকমই হয়।

চিত্র। তোর বাপ আছে—তোর বাপ আছে ; মা না থাক্‌লেও তোর এ রকম হওয়া উচিত নয়, তোর বাপ আছে। দেখ্‌বি আছে কি না ? [কবচের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া] নন্দেয়ি, কবচ তোমায় কেউ না হ'লেও—আমার পুত্র। [নন্দেয়ীকে হত্যায় উদ্যত হইলেন।]

কুণ্ডল। [নন্দেয়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া বাধা দিল] বাবা—বাবা—

চিত্র। [শিথিলভাবে] ও—কবচের না হ'লেও তুমি আবার আমার কুণ্ডলের মা!

মোহ অদূরে দাঁড়াইয়া গাহিতে লাগিল।

মোহ। সা রে গা মা পা ধা নি সা ; সা নি ধা পা মা গা রে সা।

চিত্র। দুর ছাই! মর্‌তে এলুম আবার কোথায়! [অস্ত্র ফেলিয়া দিলেন]

গীতকণ্ঠে মোহ নিকটে আসিল।

মোহ।—

গীত।

লাগ্ লাগ্ লাগ্ ভেল্কি লাগ্।
ধু ধু ধু, দাউ দাউ দাউ, জ্বল্ রে জ্বল্ কামের বাগ।
দিলুম চোখে ঘুমটা ছেড়ে স্বপন দেখ—সোণার সব,
মন্ত্র ফুঁকে দিলুম কানে শোন জগৎ বাঁশীর রব ;
জন্ম মাটী কেন কর,
উড়্‌বে কোথা বুলি ধর,
কর্ম্মভূমি—ঘোড়ায় চড়, ভোগ ক'রে নাও নিজের ভাগ,
মাথ হিঙ্গুল আশার কাগ।

চিত্র। ও—ছোক্‌রা, তুমি আমায় আবার সেই টানা-প'ড়েনের ভেতর নিয়ে এলে? বটে! না—ভুল করেছি, এ আমার পোষাল না ; আমি তোমার গানের জবাব গাইব—

গীত।

ছাড়্—ছাড়্—ছাড়্—ভেল্কি ছাড়্।
যা নিবে যা কামের আগুন, আজ্ঞা দেবী কামাখ্যার।
এ চোখে আর ঘুম ধরে না, স্বপন কোথা—ঝর্‌ছে জল,
কানে কেবল আকাশবাণী—ওরে পাগল পালিয়ে চল্ ;
মাটির জন্ম সোনা করা,
বুলি ছেড়ে উড়ে-পড়া,
কর্ম্ম ছাড়াই কর্ম্মভুমির কর্ম্ম আসল সত্য সার ,
চিত্র মোহের গণ্ডি পার।

কেমন, হয়েছে কিনা কাটান্? চিত্রের এই সটান্ পিট্‌টান।

[গমনোদ্যত]

মোহ। আরে, দাঁড়াও—দাঁড়াও, যাও কোথা? ফের চাপান্ দিচ্ছি, শোন। একটার জবাব ক'রে তুমি যে আপনাকে দিগ্বিজয়ী ঠাওরালে, হে! এখনও রাশি রাশি রয়েছে যে! আচ্ছা এইবার কাটান্ কর দেখি—

গীত।

কেন ফোটে কোমলতা মৃদুলতা কেন বয় ?
নবীনতা হাসে কেন যদি সে ভোগের নয়।
প্রকৃতি কি ক্ষেপেছিল বাসর-সাজন.কালে,
গেয়েছে প্রলাপ-গান এলোমেলো বিনা তালে ;
কার এ গাঁথনি চারু, কোথা এত রসিকতা,
কে রেখেছে এত সুধা অতিথি-শালে,
ক্ষুধা চাহিত যদি—শুধু ক্ষুধা-নিবারণ,
পাথর খেলে ত হ'ত, ক্ষীরের কি প্রয়োজন ?
জীবন ভোগের বশ, চাই আলো, চাই রস,
জনমেব অপযশ জোর করা অভিনয়।

কি ? হাঁ ক'রে রইলে যে ? পুঁজি ফুরিয়ে গেল ? কাটান্ কর—কাটান্ কর—জবাব গাও—[চিত্রের পলায়নোদ্যম] আরে, তবু যাও কোথা ?

চিত্র। দাঁড়াও, গান শিখে আসি কোথাও।

মোহ। আরে, গান শিখে আস্‌বে কি ?

চিত্র। হাঁ, সত্যি আমার পুঁজি ফুরিয়ে গেছে, আর না শিখে এলে উপায় নাই। কাউকে ধর্‌তে হ'ল আমায় দেখ্‌ছি। তোমার গানের জবাব আমি কর্‌বই কর্‌ব। দেখি, কোথা কোথা গানের আড্ডা আছে। কি গাইলে ? 'কেন ফোটে কোমলতা মৃদুলতা কেন বয়'—আচ্ছা— [প্রস্থান।

মোহ। দাঁড়াও—হে, দাঁড়াও ; আমিও যাচ্ছি সঙ্গে। সা রে গা, রে গা মা, গা মা পা—

[আলাপ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কবচ। [চিত্রের এই অবস্থা দেখিয়া পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল] নারি, আমি তোমার বাধ্য হ'তে পার্‌লুম না। মনে করেছিলুম—হই, গুছিয়েও এনেছিলুম আপনাকে অনেকটা ; কিন্তু প্রকৃতির তা ইচ্ছা নয়, সে কোথা হ'তে একটা ঘূর্ণি হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে এসে আমায় আবার এলোমেলো ক'রে দিলে, তোমার কৃতকর্ম্মের রঙিন চিত্র সামনে ধ'রে আমার নিবো-নিবো চুল্লী আবার বেশ ক'রে নেড়ে-চেড়ে দিলে ; আমি তোমার বাধ্য হব কি—নারি, তুমি আমার পিতায় বনবাসী করেছে—ক্ষেপিয়ে দিয়েছ, আমি তোমার শত্রু। তবে এখন আর পার্‌লুম না, চল্‌লুম অধিকার ছেড়েই ; কিন্তু আবার আস্‌ব—স্থির জেনো, আস্‌ব—এলুম ব'লে। কুণ্ডল, তোর কথাই থাক্‌ল—বেঁচেই রইলুম আমি। বিমাতা—বিমাতা, অগ্নিকাণ্ড—জলপ্লাবন— অরাজকতা—মহামারী একাধারে, বলিহারি !

নন্দেয়ী। বাবা, এমন বিয়েও তুমি আমার দিয়েছিলে! স্বামী ত একটা বদ্ধপাগল, সংসারের সুখ আবার তার চেয়েও—পায়ে পায়ে সতীনের কাঁটা!

কেকয়। আরে, তাতে তোর এসে-গেল কি? হ'লই বা স্বামী পাগল—থাক্‌লই বা সতীনের কাঁটা; রাজ্যটা ত হাতে এসেছে? ব্যস্—বাজি জিৎ।

নন্দেয়ী। মাথা খেয়েছে জিতের! রাজা ত তুয়ো—রাজত্বের নামে ভৃত্যগিরি। না, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি দাসীগিরি কর্‌ব তোমার ঘরে; এখানে আমি থাক্‌ব না—থাক্‌তে পার্‌ব না, আগুন লেগে যাক্ গে।

কেকয়। দূর পাগলি, খেপামি করিস্ না; তোর ছেলে রয়েছে যে?

নন্দেয়ী। [কুণ্ডলের প্রতি] ছেলে, আছিস্?

কেকয়। [আপনভাবে] ন্যাকামিটা দেখ একবার—"ছেলে, আছিস্?" পেটের ছেলেকে। তা বল্‌বে; তা নইলে ছেলে কোলে—রাজ্য হাতে, এতেও আমার বিয়ে দেওয়ার দোষ! কই, সংসারের কোন্ মেয়েটা বল্‌বে বলুক দেখি? মেয়েদের দায়ে আমি নিজের সংসার বইয়ে দিচ্ছি; খাবার অবসর নাই—ইষ্টিমন্তর কোন্‌কালে হ'য়ে গেছে ঐ মাত্র। আরে এ কালে আমি ত বাবা একখানা গোটা; এ রকম মেলে ক'টা। [প্রস্থান।

নন্দেয়ী। [কুণ্ডলের প্রতি] চুপ ক'রে রইলি যে? আছিস্? বুঝ্‌তে পারিস্ নি—থাক্‌বি আমার বশে? বিশ্বাস হয় না। তোর বাবা পারে নি—তোর দাদা পার্‌লে না, পার্‌বি তুই? কর্‌বি যা বল্‌ব? হবি ঠিক আমার? দেখ্, তা হ'লে দেখি আর একটু; রাজত্বটা হাতে এসেছে, করি দিনকতক। আছিস্? [কুণ্ডলকে নির্ব্বাক্

দেখিয়া কপালে ঘা মারিয়া] দূর! স্বামী পাগল, বিষের ছুরি সতীন-পো, পেটের ছেলে—সেও হ'ল বোবা। [প্রস্থান।

কুণ্ডল। [উচ্চকণ্ঠে] বোবা নই, মা; ভৎ'সনা ঠিক হ'ল না তোমার—আমি বোবারও অধম! বোবাদের ত তবু একটা সান্ত্বনা—তারা কালা, কানে শুন্‌তে পায় না; আমি কানে শুন্‌ছি সব—মুখে ফুট্‌ছে না উত্তর, এ বোবার কী অসহ্য যন্ত্রণা! [ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজগিরি—উদ্যান-বাটী

বিষণ্ণ ভরতকে কন্দুক বুঝাইতেছিল।

কন্দুক। আরে বাবাজি, বল্‌লে বোঝ না কেন? ছিঃ! ছেলে-মানুষ নাকি তুমি?

ভরত। না মামা, আমার মন কিছুতেই বুঝ্‌ছে না। আমি যা দেখ্‌ছি—সব নির্জীব, যা শুন্‌ছি—সব বিষাদ-গান, যা অনুভব কর্‌ছি—সব] শূলের ব্যাথার তপ্ত-করুণ দীর্ঘশ্বাস; সবাই এক-গলায় বল্‌ছে—ভরত, তুই এখানে? অযোধ্যায় আগুন লেগেছে।

কন্দুক। হয়—হয়, বাবাজি! বেশীদিন বাড়ী ছেড়ে থাক্‌তে গেলে তোমার কেন, সকলকারই একটু আই-ঢাই হয়; তা ব'লে—আরে ছিঃ! ঠাণ্ডা হও—বাবাজি, ঠাণ্ডা হও—রোখ মনটাকে। আমি বল্‌ছি—সব ভাল আছে। তোমার বাবা ভাল আছে—দিদি ভাল আছে—সব ভাল আছে, বৌমাও ভাল আছে।

ভরত। মামা, তোমাদের এখানে একজন ভাল জ্যোতিষী থাকেন না? চল না—একবার তাঁর কাছে যাই।

কন্দুক। কী বিপদ্! বল ত বাপু, তোমার কি জান্‌বার?

ভরত। আমার দাদা কেমন আছে?

কন্দুক। এই কথা? তা তত দূর যেতে হবে কেন? আমার তাঁর কাছে যাওয়া-আসা আছে, আমি অনেকগুলো সঙ্কেত তাঁর সংগ্রহ করেছি—আমি ব'লে দিচ্ছি: এসব বিষয় ত আমার ঠোঁটস্থ। "আমার দাদা কেমন আছে," ক'টা অক্ষর হ'ল? [অঙ্গুলী গণনা] আ-মা-র-দা-দা-কে-ম-ন-আ-ছে, দশটা—বেশ। [নীরবে ভঙ্গীসহকারে গণনা করিয়া] ভাল আছে, কোন ভয় নাই তোমার, একদম ভাল আছে।

ভরত। চল না—মামা, একবার তাঁরই কাছে।

কন্দুক। এঃ, বিশ্বাস হচ্ছে না? বচন শুন্‌বে?

ভরত। থাক্; শত্রুঘ্ন কোথায়, মামা? সকাল হ'তে তাকে দেখ্‌ছি না?

কন্দুক। সে তোমার মত অত আল্‌গা নয়, বাবা! সকালে উঠ্‌ল—মুখহাত ধুলে—জল-টল খেলে—পোষাক পর্‌লে—ঘোড়া নিলে—চ'লে গেল শীকারে। বেশ ছেলে! চোখে রাখ্‌লে চোখ জুড়োয়। আর তুমি বাবাজি, এই ক-দিন ধ'রে—কি যে হ'ল তোমার, খাওয়া নাই—ঘুম নাই, কেবল বাড়ী আর বাড়ী। বাড়ীর সব ত আমার ওপর খাপ্পা! তোমার মামী আবার কি বলে শুনেছ? বলে—তুমি বৌমাকে এখানে নিয়ে এস। আমি ত বাবাজি, তাকে কোন রকমে ঠেকো দিয়ে এসেছি—আজ বাবাজিকে ঠাণ্ডা কর্‌বই কর্‌ব—যাতে পারি। [নর্ত্তকীগণকে আসিতে দেখিয়া] আয়—আয়—আয়—

নর্ত্তকীগণ উপস্থিত হইল।

ভরত। [চমকিত হ'য়া] একি! এ সব কি?

কন্দুক। এই একটু নাচ-গান করবে, আর কি! মনটা তোমার উড়ো-উড়ো—বস্‌লেও বস্‌তে পারে।

ভরত। ছিঃ—মামা—

কন্দুক। আরে বাপু, এতে আর 'ছিঃ' কি? হ'লই বা মামা-ভাগ্নে সম্বন্ধ—সঙ্গীত-বিদ্যা! তার ওপর আমরা হচ্ছি এক বয়েসী; খুব চলে—খুব চলে—নাও। [নর্ত্তকীগণের প্রতি] দে—দে—জুড়ে দে।

ভরত। না মামা—আমি চল্‌লুম—[গমনোদ্যত]

কন্দুক। আরে না-না—বাবাজী, তুমি থাক—তুমি থাক, আমিই স'রে যাচ্ছি না হয়। সব বিষয়েই তোমার ছেলেমি, বাবাজি! [নিম্নস্বরে নর্ত্তকীগণের প্রতি] বাবাজীকে ঠাণ্ডা কর্, বুঝেছিস্? যাতে পারিস্।

[প্রস্থান।

নর্ত্তকীগণ।— গীত।

আর পরপারে কেন প্রিয়তম।
উষার কাতর ডাক্—এস এস কান্ত,
রাঙা রূপে এস হৃদে মম।
কোথা কোন্ উচ্ছ্বল মহানদে ডুবি তুমি,
কতই তৃষিত চাওয়া তব কর চুম্বনে
সাজায়েছ স্বপ্ন-রচিত লীলাভূমি,—
এস সখা, উঠে এস প্রস্ফুনিত উপবনে,
ভ্রান্ত ভ্রমণে তব শ্রান্ত চরণ দুটি
সেবিব নশ্বর যৌবনে;—
দেখাব প্রীতির ছবি ভুবনমোহিনী,
শোনাব শিশির-ধোয়া রাগিণী সোহিনী,
এস, যাব বাসি হ'য়ে, দুটো কথা ক'য়ে নি,
হ'য়ে নি মৃদুল মনোরম।

কন্দুক। [অন্তরাল হইতে নর্ত্তকীগণকে ইঙ্গিতে জানাইল, কি হইল ?]

১ম নর্ত্তকী। [হাবে-ভাবে তদ্রূপ ভঙ্গীতে উত্তর দিল—কিছু হইল না।]

কন্দুক। [পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে আদেশ করিল, নৃত্য-গীত চলুক।]

১ম নর্ত্তকী। [বহির্দ্দিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল—কে আসিতেছে।]

কন্দুক। [শত্রুঘ্নকে আসিতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল] আরে, পালা —পালা—পালা ; বাবাজীর চেলাজী আস্‌ছে। ও বাবাজীটী আর সব দিকে ভাল হ'লে কি হবে, এ দিকে বেজায় গোঁয়ার ?

[নর্ত্তকীগণ ছুটিয়া পলাইল।

শত্রুঘ্ন উপস্থিত হইল।

শত্রুঘ্ন। মামা, দাদা রয়েছে ?

কন্দুক। এস বাবাজী, এস—এস ; শীকার হ'ল ?

ভরত। [নিদ্রাভঙ্গের মত] শত্রুঘ্ন !

শত্রুঘ্ন। দাদা, সুমন্ত্র এসেছে।

ভরত। [আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন] সুমন্ত্র এসেছে ! কোথায় সে—কোথায় সে—

শত্রুঘ্ন। ঘোড়াগুলোকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খেতে দেওয়াচ্ছে, আস্‌ছে।

ভরত। অযোধ্যার সংবাদ কি, ভাই ? বাবা, দাদা, মায়েরা, দেবী, লক্ষ্মণ—এরা সব কেমন আছে জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

শত্রুঘ্ন। তা আর করি নি, দাদা ?

ভরত। [সাগ্রহে] কি বল্‌লে—কি বল্‌লে ?

শত্রুঘ্ন। বল্‌লে—সব ভাল আছে। তবে দাদা, তার সে বলার ভঙ্গীটা আমার কেমন-কেমন লাগ্‌ল।

ভরত। কেন—কেন, ভাই ?

শত্রুঘ্ন। সে ভাষায় বল্‌লে বটে সব ভাল আছে ; কিন্তু দাদা, তার ভাবটা আমার বুকে এসে ছেঁৎ ক'রে বাজ্‌ল—কেউ ভাল নাই। সে ঐ একটা কথা বলতে সাতাশটা ঢোক্ গিল্‌লে ; তার মুখখানায় হাসি দেখ্‌লুম যদিও, কিন্তু চোখ জলে ডব্‌ডবে।

ভরত। [শত্রুঘ্নের গলা ধরিয়া] শত্রুঘ্ন—ভাই, তা হ'লে যা ভাব্‌ছি তাই ; সোণার অযোধ্যা ছাই হ'য়ে গেছে।

কন্দুক। আরে—কি কর, বাবাজী ! পাগল বল্‌বে যে লোকে ! আগে সুমন্ত্রকেই দেখ. সে কি বলে—শোন—ও বাবাজীও আমার যেমনি !

ভরত। মামা, তুমিই একবার যাও— সুমন্ত্রকে ডাক ; বল, ঘোড়াকে খেতে দেওয়াবে এখন—

কন্দুক। এই নাও, একটু ধৈর্য্য ধর, বাবাজী ! অতটা উতলা কি ভাল ? ঘোড়া ক'টায় খেতে দেওয়াতে আর তার ক-দিন লাগ্‌বে ?

ভরত। [কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ছট্‌ফট্ করিয়া সাগ্রহে পথপানে চাহিয়া রহিল]

শত্রুঘ্ন। ঐ সুমন্ত্র আস্‌ছে !

সুমন্ত্র উপস্থিত হইল।

ভরত। [ব্যাকুল-ব্যস্ততায় ছুটিয়া গিয়া সুমন্ত্রের হাত ধরিয়া বলিল] সুমন্ত্র, ঘটনাটা কি ?

সুমন্ত্র। [ইতস্ততঃ করিতে করিতে ও ঢোক্ গিলিতে গিলিতে

বলিল] ঘটনা আর কি, কুমার! আমি আপনাদের নিতে এসেছি, এখনই যেতে হবে।

ভরত। এখনই যেতে হবে! বল—বল সুমন্ত্র, কি হয়েছে?

সুমন্ত্র। [পূর্ব্বভাবে] না, কুমার—

ভরত। আবার 'না'! দেখি—দেখি তোমার চোখদুটো! [চক্ষে জল দেখিয়া উচ্চ আর্ত্তনাদে বলিলেন] সুমন্ত্র, চাপা দিয়ো না; তুমি সারথি—বোধ হয় জান না—যতই গুরুতর হোক্—সঠিক সংবাদটা ততটা মর্ম্মচ্ছেদী নয়, যতটা জ্বালাময় সন্দেহের অন্ধকার।

সুমন্ত্র। [ব্যাকুলকণ্ঠে] কুমার, আমাদের মহারাজ নাই।

ভরত। পিতা! [শত্রুঘ্নের গলা জড়াইয়া] ভাই—ভাই—

শত্রুঘ্ন। দাদা—দাদা—

কন্দুক। আঃ—কি কর দু-ভেয়ে জড়াজড়ি ক'রে? ছাড়। তোমরা যদি এ রকম কর্‌বে, আর আর সবাই ত তা হ'লে—

ভরত। মামা, বল্‌ছিলে না—ভাব্‌ছ কেন? মানুষ সব জান্‌তে পারে, মামা! দাদা কেমন আছে, সুমন্ত্র? আমার দাদা?

সুমন্ত্র। [পূর্ব্ববৎ ইতস্ততঃ করিতে করিতে] তিনি—তিনি—

ভরত। সুমন্ত্র, এতেও তোমার ইতস্ততঃ? ব'লে ফেল—ব'লে ফেল—গেলুম নইলে—

সুমন্ত্র। তিনি—বনবাসে।

শত্রুঘ্ন। [বজ্রাহতের ন্যায়] বনবাসে!

ভরত। [উন্মত্তের মত] অযোধ্যায় আগুন লেগেছে—ও-হো-হো—অযোধ্যায় আগুন লেগেছে!

কন্দুক। [সবিস্ময়ে] ব্যাপারটা কি, সুমন্ত্র! রামের বনবাস—মহারাজের মৃত্যু—

সুমন্ত্র। মহারাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা কর্‌ছিলেন—অধিবাস পর্য্যন্তও হ'য়ে গিয়েছিল, এমন সময়ে মেজ রাণী-মা—

ভরত। মেজ রাণী-মা! বল—বল সুমন্ত্র, মেজ রাণী-মা—

সুমন্ত্র। মেজ রাণী-মা মহারাজের কাছে দুটি বর চাইলেন—এক বরে রামের বনবাস, অন্য বরে ভরতের রাজ্যাধিকার।

ভরত। [বৃশ্চিক দষ্টের মত] কোথায় লুকাই আমি—কোথায় লুকাই আমি!

সুমন্ত্র। মহারাজ প্রতিশ্রুত ছিলেন—মুখে আর কথা ফুট্‌ল না, মাটীতে লোটাতে লাগ্‌লেন ; পিতাকে উভয়-সঙ্কটে দেখে পিতার সত্য-রক্ষায় রামচন্দ্র স্বেচ্ছায় হাসিমুখে বনবাস বরণ ক'রে নিলেন। দেবী সীতা—

ভরত। দেবী সীতা!

সুমন্ত্র। দেবী সীতা—আর দেব লক্ষ্মণ তাঁর সহগামী। আমি তাঁদিগে রথে ক'রে শৃঙ্গবের দেশে রেখে ফিরে এসে সংবাদ দিতেই—মহারাজ আমাদের চোখ দুটী বুজে দিলেন। হা মহারাজ—

ভরত। শত্রুঘ্ন, আমি ভাব্‌ছিলুম অযোধ্যায় আগুন লেগেছে ; আগুনেরও পার ছিল, অযোধ্যা নরকে ডুব্‌ছে। সুমন্ত্র, তুমি একজন প্রসিদ্ধ সারথি—চির হিতৈষী সূর্য্যবংশের—বয়সও হয়েছে ঢের ; তুমি করেছ কি ? রামসীতায় বনবাস দিয়ে রথখানা আবার ফিরিয়ে আন্‌লে ? তুমি আবার ফিরে এলে ?

সুমন্ত্র। আপনি আমায় হত্যা কর্‌তে পারেন ? হত্যা কর্‌তে পারেন, কুমার ? মৃত্যুকে আমি অনেক ডেকেছিলুম ; কিন্তু কুমার, সংসারের এই বড় জটিলতা—প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না, অসময়ে সবাই এসে উদয় হয়।

ভরত। যাক্—এখন তুমি এখানে কি মনে ক'রে?

সুমন্ত্র। আপনাদিগে নিতে।

ভরত। আমরা যাব না—যাও।

সুমন্ত্র। যাবেন না!

ভরত। কোথায় যাব? নরকে? যাব না—যাও।

সুমন্ত্র। মহারাজের এখনও সৎকার হয় নি, কুমার; তাঁর মৃতদেহ তৈলের মধ্যে রাখা আছে। আপনি গেলে তবে অগ্নিক্রিয়া হবে।

ভরত। সুমন্ত্র, অযোধ্যায় সরযূ আছে? না সেও ম'জে গেছে?

সুমন্ত্র। না কুমার, নদী স্ত্রী-জাতি—সে ঠিক আছে।

ভরত। শবদেহটা তার জলে ভাসিয়ে দাও গে।

সুমন্ত্র। সে কি, কুমার!

ভরত। যেমন কর্ম্ম; স্ত্রীতে মৃত্যু—স্ত্রী-জাতিই তাঁর গতি। সুমন্ত্র, যিনি পুত্র—পিতার নয়ন-মণি—ধর্ম্মের অবতার, তিনি নিলেন না ভার—আমি কে? যাব না—যাও।

কন্দুক। বাবাজী—

ভরত। তুমি চুপ কর, মামা! তোমার সঙ্গে আর আমি বাক্যালাপ কর্‌ব না; তুমি যতই আমায় ভালবাস—তবু এই মায়ের সহোদর। যাও, সুমন্ত্র!

শত্রুঘ্ন। দাদা, আমি একটা কথা বল্‌ব?

ভরত। বল্‌বে ত অযোধ্যা চল। শত্রুঘ্ন—ভাই, অযোধ্যায় রাম নাই—

শত্রুঘ্ন। রাম নিয়েই যখন অযোধ্যা, তখন আর এসে-গেছে কি, দাদা? চল—আমরা অযোধ্যা যাই, দাদার পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে এনে অযোধ্যাকে আবার অযোধ্যা করি; সে ত আমাদের হাতে।

ভরত। সুমন্ত্র, ঘোড়া জোড়' গে চল ; এই রাক্ষসীকে আমি একবার দেখ্‌ব! [সুমন্ত্র অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।] শত্রুঘ্ন, সংসার আমাদের ঠকিয়েছে—ভাই, এই স্ত্রী-জাতিকে মা ক'রে—মাথায় তুলে।

[শত্রুঘ্নসহ প্রস্থান।

কন্দুক। আরে ম'লো—এ আবার কোথা থেকে কি হ'য়ে গেল! বড় দিদি ত আমার যেমন-তেমন দিদি নয়? তবে মন্থরা বেটী আছে কাছে, এসব তারই কীর্ত্তি—সে বেটী একটা মস্ত খেলোয়াড়। বাবাজী ত আমার গুষ্টিটার ওপর চ'টে গেছে! [উদ্দেশ্যে] সাপ মার্‌তে শিবের গায়ে বাজিয়ো না, বাবাজী!

[প্রস্থান।

সৈন্ধবসহ কেকয় উপস্থিত হইলেন।

কেকয়। সৈন্ধব, হা-হা-হা—কচে বার।

সৈন্ধব। আজ্ঞে—মহারাজ, কিস্তি।

কেকয়। কি রকম?

সৈন্ধব। কিছু না; আপনি পাশা চাল্‌ছেন—আমি সতরঞ্চ খেল্‌ছি।

কেকয়। বুঝেছি; সে চাল আর চল্‌বে না, সৈন্ধব! তোমার কিস্তির ঘর ম'রে গেছে—একেবারে বনবাস। হাঃ—হাঃ—হাঃ! সৈন্ধব, কৈকেয়ী যে এতটা কর্‌তে পার্‌বে, এ আমি একেবারে ভরসা করি নি।

সৈন্ধব। কৈকেয়ী কী করেছে, মহারাজ?

কেকয়। আবার কর্‌বে কি! রামের বনবাস—ভরতের রাজ্য!

সৈন্ধব। সে ত চৌদ্দ বৎসরের জন্য—

কেকয়। চৌদ্দ বৎসর পরে আবার তাকে ফিরে আস্‌তে হবে নাকি?

সৈন্ধব। আসুক-না-আসুক, আস্‌বার ত ঘর রেখেছে সে?

কেকয়। আরে, রাক্ষসে খেয়ে নেবে—রাক্ষসে খেয়ে নেবে।

সৈন্ধব। মায়ের দুধ খেতে খেতে যে তাড়কা মারে, তাকে রাক্ষসে অতটা টপ্‌ ক'রে খেতে পার্‌বে না, মহারাজ!

কেকয়। না পারুক্, চৌদ্দ বৎসর পরে ফিরে এসে আর কিছু কর্‌তে হবে না চাঁদকে; ততদিন সব কায়দা হ'য়ে যাবে।

সৈন্ধব। কায়দাটা কর্‌ছে কে, মহারাজ! আপনি?

কেকয়। আমায় আর হাত দিতে হবে না, সৈন্ধব! আমি চিনিয়ে দিয়েছি—ব্যস, এইবার যাদের রাজ্য—তারাই কর্‌বে, যে এতদূর করেছে—সেই কৈকেয়ী কর্‌বে।

সৈন্ধব। মহারাজ! এই কৈকেয়ী আপনার মেয়ে হ'লেও তার সম্বন্ধে আমি আপনার চেয়ে একটু বেশী জানি। সে যদি সেই কায়দাই কর্‌বে, তবে চৌদ্দ বৎসরের জন্য রামের বনবাস চেয়ে নেবে কেন দশরথের কাছে? সে ত চির-বনবাস নিতে পার্‌ত, যখন তার পাওনা বর—চাইলেই পায়; তার এ সন্দেহের অন্ধকার, আর ভবিষ্যতের জন্ত কাজ ফেলে রাখার কি দরকার ছিল? আমার ধারণা হয়—মহারাজ, সে যখন কায়দার ক্ষমতা সত্ত্বেও এমনধারা আল্‌গা রেখেছে—বোকা মেয়ে সে নয়, তখন এর ভেতর তার নিজের একটা মতলব আছে; সে আপনার আড়কাটি মন্থরার মন্তরে নাচে নি।

কেকয়। খুব বলা হয়েছে; তার আবার আলাদা মতলব কি থাক্‌বে? চৌদ্দ বৎসর বনে দিয়েছে; যুগের উর্দ্ধকাল কোন সম্পত্তি হ'তে উচ্ছেদ হ'য়ে থাক্‌লে, শাস্ত্রমতে আর তাতে তার অধিকার নাই।

সৈন্ধব। আজ্ঞে, সেটা আমার নাই—শঙ্করপুরের শোভারাম সামাধ্যায়ীর নাই—অর্থাৎ যারা দুর্ব্বল, অধিকার অনধিকারের জন্ত

বিচারের দুয়ারে ফ্যা-ফ্যা ক'রে মরে ; যাদের গায়ের জোর আছে— নিজের অধিকার নিজে দেখে নিতে পারে, তাদের ও নীতি নয়। আপনার রাজ্যটা যদি কেউ অধিকার ক'রে নেয়, চৌদ্দ বৎসর পরে আবার যদি আপনি সেটা ঘুরিয়ে নিতে পারেন, আপনি কি ছেড়ে দেবেন শাস্ত্রের মুখ চেয়ে অনধিকার ব'লে ? সুররাজ ইন্দ্র যে সৎমা দিতির চক্রান্তে স্বর্গরাজ্য দৈত্য-ভাইদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, কত সহস্র যুগ ধ'রে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে ; সুযোগ হ'য়ে উঠ্‌লে তার বৃহস্পতিটী কি তাকে বিধান দেয়—তুমি আর অধিকারী নও ? রেখে দিন্—মহারাজ, আপনার ও শাস্ত্র শিকেয় তুলে।

কেকয়। [ক্রুদ্ধস্বরে] মূর্খ !

সৈন্ধব। [ভীত হইয়া সবিনয়ে] আজ্ঞে—আজ্ঞে—

কেকয়। রাজনীতি জান ?

সৈন্ধব। আজ্ঞে, কেমন ক'রে জান্‌ব ? গরীব বামুনের ছেলে—

কেকয়। তবে অনধিকার চর্চ্চা কর্‌ছ কেন ?

সৈন্ধব। আজ্ঞে, মতিচ্ছন্ন !

কেকয়। তুমি এসব ব্যাপারের কি বুঝ্‌বে ?

সৈন্ধব। আজ্ঞে সত্যই ত ; কি বুঝ্‌ব—

কেকয়। এসব হচ্ছে রাজনীতি ! উপরটা দেখ্‌তে আল্‌গা আল্‌গা, ভিতরটা আটঘাট বাঁধা। চ'লে যাচ্ছ বেশ রাজার অনুগ্রহ নিয়ে নির্ভয় ; বাইরে গিয়ে দেখ, চারিদিক্ ঘেরাও—একটী পা ফেল্‌বার জায়গাও নাই।

সৈন্ধব। ও—বল্‌তে হয়—মহারাজ, ভেঙে ; আমরা কি ছাই অত বুঝ্‌তে পারি—গরীব বামুনের ছেলে ! এই বুঝ্‌লুম এতক্ষণে আপনার এই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানতে। বুঝেছি, কৈকেয়ী চৌদ্দ বৎসর বনবাস দিলে কেন ; প্রজারা একেবারে ক্ষেপে ওঠে কেন, তার

চেয়ে উপস্থিত তাদের কতকটা ঠাণ্ডা রাখা যাক্—তার পর—অর্থাৎ তার পর—অর্থাৎ যা কর্‌ব তা ত মনেই আছে—কেমন? ঠিক—ঠিক! রাজনীতি—রাজনীতি—বাহবা!

কেকয়। বুঝ্‌লে ত? এস।

[অগ্রসর হইলেন।

সৈন্ধব। চলুন—চলুন! খুব সাম্‌লে নিয়েছি, বাবা! সর্ব্বনাশ! গিয়েছিল এখনই অন্নটা উঠে! বাবা, সোজা কথা সব জায়গায় বল্‌বে, কিন্তু চাকরি-স্থানে—খবরদার।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কৈকেয়ীর কক্ষ

কৈকেয়ী ও উর্ম্মিলা দাঁড়াইয়াছিলেন

কৈকেয়ী। উর্ম্মিলা—মা, আমায় প্রবোধ দাও; ভার নিয়েছ!

উর্ম্মিলা। কিসের প্রবোধ, মা?

কৈকেয়ী। আমি যে বিধবা হয়েছি, মা! আমায় সান্ত্বনা দাও—বোঝাও।

উর্ম্মিলা। সে কি মা! তোমায় বোঝাব আমি? কাল যে তুমিই আমায় বুঝিয়ে এসেছ—আমরা স্বামীর স্ত্রী নই, সন্তানের মা; স্ত্রীজাতি নই, মাতৃজাতি! তোমাকে আবার আমি কি বোঝাব, মা! তুমি যে আমার গুরু।

কৈকেয়ী ! দেখ মা ! সেদিন যে আমি তোমায় বুঝিয়ে এসেছি, এখন দেখ্‌ছি—সে আমার কতকগুলো ভাষা শেখা ছিল মাত্র। তাতেই আমার গর্ব্ব ছিল—আমি কিছু বুঝেছি। কিন্তু বোঝাবুঝি বোঝা যায় না মা, নিজের ঘাড়ে বোঝা না পড়্‌লে। আমি কিছুই বুঝি নি, ঊর্ম্মিলা ; আমায় বোঝাও। তুমি বুঝেছ—তুমি জীবন্ত স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে কাটাচ্ছ—ঐহিক সুখ বর্জ্জন ক'রে অনন্তের আস্বাদ নিচ্ছ ; আমি তোমায় মুখে ব'লে এসেছি যেটা—সেটা তুমি হাতে-ক'রে দেখাচ্ছ। এ বিষয়ে তুমি আমার গুরু—তুমি আমায় বোঝাও। ঊর্ম্মিলা—মা, আমি কর্‌লুম কি ! সন্তানের মুখ চাইতে স্বামীর মাথা খেলুম—কর্‌লুম কি !

ঊর্ম্মিলা। তুমি আবার কর্‌লে কি, মা ? সন্তানের মুখও তুমি চাও নি—স্বামীর মাথাও তুমি খাও নি ; এটা তোমার ঠিক অনুতাপ নয় মা, অনুতাপের আকারে কর্ত্তৃত্বের আত্মাভিমান। তুমি কিছুই কর নি ; যদি কিছু ক'রে থাকে, করেছে সে—বিশ্বের মঙ্গলে কল্পিত স্বামী মহা-কালের বুকে উঠে নেচে আস্‌ছে যে—সেই মহাশক্তি তোমার ভিতর দিয়ে।

কৈকেয়ী। [একটু দৃঢ় হইয়া] ঊর্ম্মিলা—মা, আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম—ঢাকা গিয়েছিল সে মহাশক্তির স্মৃতি আমার আমিত্বময় মনুষ্য-হৃদয়ের মোহ-অন্ধকারে ; আমি আবার দেখ্‌তে পাচ্ছি, সে রত্ন-কিরীটের আভা। ঊর্ম্মিলা, ঝড় তোল মা, উড়িয়ে দাও মা, এ কাল মেঘ বিনা বর্ষণে ! আবার বল মা, আমি কিছুই নই—যা-কিছু মহা-শক্তির লীলা।

ঊর্ম্মিলা। মা, সেই সিন্ধুবধের ঘটনাটা তোমার মনে আছে ?

কৈকেয়ী। [চমকিত হইয়া] ঊর্ম্মিলা—

উর্ম্মিলা। তোমার স্বামীর মৃত্যুর কারণ কে? তুমি? তুমি কারণ নও—কার্য্য।

কৈকেয়ী। ঠিক; আমার স্বামীর মৃত্যুর কারণ, সেই অন্ধমুনির অভিশাপ।

উর্ম্মিলা। না—তাও নয়।

কৈকেয়ী। তবে?

উর্ম্মিলা। তোমার স্বামীর মৃত্যুর কারণ—তাঁর শব্দভেদী বাণ প্রয়োগের শক্তি—তার অপব্যবহার—তার অমর্য্যাদা।

কৈকেয়ী। [প্রকৃতিস্থ—দৃঢ়—উৎফুল্ল হইয়া] উর্ম্মিলা, আমি যে বড় একটা সমস্যায় পড়্লুম, মা! আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করি—না তোর পূজা দিই! তুই আমার পুত্রবধূ—না সে মহাশক্তি স্বয়ং! তুই আমার বুকে আয়, মা! তোর সান্ত্বনা-সুধায় আমি সঞ্জীবিত শক্তি পেয়েছি! আমার ধূমছোটা সর্ব্বাঙ্গে এইবার দে মা, তোর শীতল গাটা মাখিয়ে; আমি আবার লক্ষ্যপথে উঠি—আবার কৈকেয়ী হ'য়ে দাঁড়াই। [উর্ম্মিলাকে বক্ষে ধরিয়া] মা—মা—

উর্ম্মিলা। মা! তুমি কে? উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, নিম্নে অসীম পৃথিবী, মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—অনন্ত কোটী সৃষ্টি! এই অনন্ত দিগ্‌ব্যাপী পরিদৃশ্যমান্ অনন্ত বিরাটতার মধ্যে কতটুকু তুমি? তুমি কূল হ'তে ভেসে আসা ফুল অনন্ত মহাসমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে নাচ্‌ছ—তরঙ্গে তরঙ্গে ঘুর্‌ছ—তরঙ্গ-প্রহত হ'য়ে আবার সেই কূলে ফিরে যাচ্ছ—পার নাই। দেখ মা, ঐ দীপ্ত সূর্য্য কত বিরাট্! কিন্তু কেমন চোরের মত নিঃশব্দে উঠ্‌ছে, নীরবে ডুব্‌ছে; একটু এদিক্ ওদিকের উপায় নাই—মহা-প্রকৃতির কঠিন গণ্ডি। তুমি আমি কর্‌ব কি মা! তবে যদি পার ঐ অনন্ত মহাপ্রকৃতির অনন্ত বিরাটতায় আপনাকে মিশিয়ে দিয়ে

অনন্ত হ'তে, সাজে তোমার কর্তৃত্বাভিমান। কিন্তু সে করায় যে অনর্থ, সে অনর্থে অনুতাপ নাই—সে কর্তৃত্বে অবিচার নাই; সে আকাশে অন্ধকারও আছে—আলোকও আছে; সে জগতে লয়ও আছে—সৃষ্টিও আছে। মা, সীমার কথা আমি বল্‌তে পারি না, তবে সান্ত্বনার দুটা, এক রেণু—এক বিরাট্‌, যার যেটা ভাল লাগে। আসি মা, আর্য্য আস্‌ছেন। [প্রস্থান।

কৈকেয়ী আপনাকে গুছাইয়া দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন ;
ভরত ও শত্রুঘ্ন উপস্থিত হইলেন।

কৈকেয়ী। ভরত, এস পুত্র, আমি তোমার জন্য রাজ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। [ভরত চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া গেলেন] ওকি! থম্‌কে গেলে যে! ছুটে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ছ না! ভাব্‌ছ কি? আমি তোমার জন্য রাজ্য নিয়ে রেখেছি।

ভরত। নারী! কে তুমি আমার মায়ের মন্দিরে?

কৈকেয়ী। সে কি ভরত; আমি যে তোমার মা!

ভরত। চোখে দেখ্‌ছি বটে; কিন্তু—না—প্রমাণ দাও।

কৈকেয়ী। প্রমাণ, আমি তোমার জন্য রাজ্য নিয়ে রেখেছি।

ভরত। এতেই ত তুমি ধরা পড়্‌ছ—যাদুকরী তুমি, আমার মা নও। তুমি যদি আমার মা হ'তে, রাজ্যটা অন্য কোন রকমে আমার হাতে এসে পড়্‌লে, তুমি আমার জন্য বিষ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকৃতে। আমার মাকে আমি আমার প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে দেখ্‌তে পাই; তুমি আমার মা নও। আমার মা রামগতপ্রাণা, মহারাজ দশরথের জীবন-দায়িনী। স্বামীঘাতিনি! রামসীতার অশুভাকাঙ্ক্ষিণি! তুমি আমার মা? তুমি আমার জন্য রাজ্য নিয়ে রেখেছ—না শ্মশান নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছ? তুমি রাক্ষসী—তুমি যাদুকরী, আমার মাকে মন্ত্রবলে উড়িয়ে দিয়ে তার খোলস প'রে ব'সে আছ তার পবিত্র আসন জুড়ে। শত্রুঘ্ন, ধনুর্ব্বাণ—

শত্রুঘ্ন। দাদা, মা—

ভরত। মা! শত্রুঘ্ন, তুইও বল্‌ছিস মা! পালিয়ে চ—পালিয়ে চ, শত্রুঘ্ন! কাজ নাই আর ধনুর্ব্বাণে। থাক্‌ ও রাক্ষসী মায়েরই জায়গায়; আমি এখনই ভাই হারিয়ে ফেল্‌ব। ও মায়াবিনী বুঝি ছল-ছলিয়ে চেয়েছে তোর পানে? দিয়েছে ধূলোপড়া? পালিয়ে চ—পালিয়ে চ! [কৈকেয়ীর প্রতি] মায়াবিনি! আমায় পারিস্‌ ধূলো লাগাতে—ঐ রকম? দেখি তোর বাহাদুরিটা?

কৈকেয়ী। ভরত, শান্ত হও—রাজ্য কর।

ভরত। তুই কর্‌—তুই কর্‌, রাক্ষসি! তোর স্বামীর মৃত্যুমাখা রাজ্য তুই কর্‌, ভরতকে আর জড়াস্‌ না; আমি আর নরক ঘাট্‌তে পার্‌ব না, এই যন্ত্রণাই আমার যথেষ্ট যে, তোর গর্ভে আমার জন্ম!

শত্রুঘ্ন। দাদা, চল এখান হ'তে।

ভরত। বাহবা দিই তোর রাণীবুদ্ধিটাকে! ভরতের জন্য রাজ্য নিয়ে রাখ্‌লি, ভরতকে একবার ভাব্‌লি না? তার অন্তঃকরণটা তলালি না? তার জগৎ বড়—কি দাদা বড়, দেখে ত আস্‌ছিস্‌; বুঝেও বুঝ্‌লি না? সে যে আজ তোর মুখ পোড়াতে রামচন্দ্রকে পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে আন্‌তে যাচ্ছে!

কৈকেয়ী। সেটা তার ক্ষেপামি হচ্ছে; রাম আর ফির্‌বে না।

ভরত। রাম না ফেরে, ভরতও আর অযোধ্যা-মুখো হবে না; তোমার সুখের কল্পনাও এই পর্য্যন্ত। তোমার রাজ্য রইল আর

তুমি রইলে। তুমি মনের কোণেও স্থান দিও না—নারী, রামের রাজ্যে ভরত জুড়ে বস্‌বে।

কৈকেয়ী। আচ্ছা ভরত, দীর্ঘায়ু হও; দেখ্‌ব তোমার রাম-প্রাণতা—দেখ্‌ব তুমি কেমন ভরত।

[প্রস্থান।

ভরত। শত্রুঘ্ন, তুমি যাও ভাই, অযোধ্যাবাসীদের জানাও, যদিও তারা জেনেছে—হাহাকার কর্‌ছে দিবারাত্রি, তবু বল—এটা আর অযোধ্যা নয়, যেখানে রাম সেইখানে অযোধ্যা; চল, আমরা অযোধ্যা যাব।

বশিষ্ঠ উপস্থিত হইলেন।

বশিষ্ঠ। আগে তোমার পিতার সৎকার কর, কুমার!

ভরত। গুরুদেব! আপনি এখানে উপস্থিত ছিলেন, না এই আস্‌ছেন?

বশিষ্ঠ। না কুমার, আমি উপস্থিতই আছি।

ভরত। আপনি—বশিষ্ঠদেব উপস্থিত আছেন, অথচ এই সব!

বশিষ্ঠ। কি সব, কুমার?

ভরত। আমার পিতার মৃত্যু—

বশিষ্ঠ। তাতে আর কি কর্‌ব—কুমার, আমি থেকে? মানুষ যে মরে।

ভরত। তা ব'লে এই অন্যায়-মৃত্যু!

বশিষ্ঠ। মৃত্যুর ন্যায়-অন্যায় নাই, কুমার! একটা হেতু।

ভরত। রামচন্দ্রের বনবাস?

বশিষ্ঠ। এটার উত্তর এখন আমি দিতে পার্‌লুম না, ভরত! আমি নিজেই এখনও জান্‌তে পার্‌ছি না রামের বনবাসটা ঠিক বনবাস ব'লে।

ভরত। কেন? রামচন্দ্রে কি অপরাধ সম্ভব যে, তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বিধান?

বশিষ্ঠ। রামে যেমনি অপরাধ সম্ভব নয়, দেবী কৈকেয়ী-চরিত্রেও তেমনি অবিচার অসম্ভব; আমি বিষম সমস্যায় প'ড়ে আছি, ভরত! যাক্, সে সব সিদ্ধান্তের সময় আছে, উপস্থিত পিতার অগ্নিক্রিয়া কর; সপ্তাহ উত্তীর্ণ।

ভরত। গুরুদেব! সাত দিন গেছে আর তিনটে দিন; আমি দাদাকে নিয়ে আসি। পিতার সৎকার কর্‌ব আমি—রামচন্দ্র বর্ত্তমানে!

বশিষ্ঠ। আমি বিধান দিচ্ছি—ভরত, রামের অভাবে তুমিই অগ্নিকর্ত্তা। তুমি পিতার সৎকার কর, তার পর সেখানে যাবে—যাও। তা যদি না কর, তোমার পিতার গতি কোথায় দাঁড়াবে বল্‌তে পার্‌ছি না ভরত, ভ্রাতৃভক্তি পবিত্র বটে; কিন্তু সাবধান, তার মধ্যে যেন পিতৃ-অবহেলার কলঙ্ক না পড়ে।

ভরত। [উদ্দেশে] দাদা! পিতার সদ্গতি কর্‌তে যাচ্ছে পাপিষ্ঠ ভরত! বজ্র! পড়্‌তে পার মাথায়—পিতাপুত্রে এক চিতায় শুই? গুরুদেব আবার নূতন বিধান দিন্—আমাদের অগ্নিকর্ত্রী রাক্ষসী কৈকেয়ী—

[প্রস্থান করিলেন; শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

মন্থরা অন্তরালে ছিল উঁকি মারিতে মারিতে
তথায় উপস্থিত হইল।

মন্থরা। [শ্লেষ বিকৃতকণ্ঠে] দাদা—দাদা—দাদা! ওমা! যাব কোথা গো! ধম্ম নেই—কম্ম নেই—মাথার দাম পায়ে ফেলে খেটে মর্‌ছি

আমরা ওর দায়ে, ওর বুলি হ'ল কিনা, দাদা—দাদা! ছোঁড়ার মতিচ্ছন্ন! এত কাণ্ড ক'রে রাজত্বিটা হাতে দিলুম; তা এঁটো পাতা কি স্বর্গে যায়? নিজের মা, সোহাগ ক'রে বল্‌তে গেল—তোমার জন্যে রাজত্বি নিয়ে রেখেছি; তা বেটার রোথ্ কি—মারে আর কি! মনে কর্‌লুম, দু-কথা গিয়ে বলি, তা যাই নি—ভালই করেছি, আমার আর গতর থাক্‌ত না। আমার কি? বলি—হাঁ গা, আমার কি? আমার বেটা না নাতি না আর কেউ, আমার এ দগ্‌দগানি? আমি ওদের মানুষ করেছি—এই ত? যমের বাড়ী যাক্—অমন ছেলের মুখে আগুন লাগুক। আঃ—কৈকেয়ীটা বাঁজা হ'ল না কেন?

ক্রোধকম্পিত কন্দুক উপস্থিত হইল।

কন্দুক। তোর মৃত্যু—তোর মৃত্যু, তোর মৃত্যু আজ আমার হাতে।

মন্থরা। আ-মরণ! তুই ছোঁড়া আবার কি কর্‌তে এলি এখানে?

কন্দুক। তোর শ্রাদ্ধ করতে—তোকে যমের বাড়ী পাঠাতে।

মন্থরা। তা পাঠাবি বৈকি! আমি তোদের মানুষ করেছি, আমার ছরাদ্দ না কর্‌লে তোদের ধম্ম হবে কেন?

কন্দুক। চোপ্‌রাও বজ্জাত বুড়ী মাগী কোথাকার! আবার ধর্ম্ম দেখাচ্ছে। মানুষ করেছিস্ ত মাথাটা কিনে রেখেছিস্; সেই অব্দারের যা-ইচ্ছে তাই কর্‌বি, না?

মন্থরা। যা-ইচ্ছে তাই—ও মা কি ঘেন্না! কেন রে, আমি তোদের কি করেছি?

কন্দুক। সর্ব্বনাশ করেছিস্—বেটী বুড়ি। আমাদের বংশটায় মাটি করেছিস্। ঘর-ভাঙার ভয়ে আর আমাদের ঘর হ'তে কেউ মেয়ে নেবে না; আবার কর্‌বি কি!

মন্থরা। ও, তা যা বল্‌তে হয়, তোর বাবাকে বল্ গে; আমার কাছে কি কর্‌তে এসেছিস্?

কন্দুক। বাবাকে?

মন্থরা। হাঁ; তোর বাবা যা বলেছে—আমি তাই করেছি; ছরাদ্দ কর্‌তে হয়—তার কর্ গে, যমের বাড়ী পাঠাতে হয়—আগে তাকে পাঠা গে, তার পর আমার কাছে আসিস্।

কন্দুক। বটে! আচ্ছা, বাবার বিচার পরে হবে, তুই বেটীর ত এখন হোক। বাবা যদি লোকের ঘরে আগুন দিয়ে দিতে বলে আমায়—দেব আমি? তুই বেটী আগুন লাগাবারও বাড়া করেছিস্; তোর ওষুধ এই—[চুলের মুঠি ধরিয়া প্রহার।]

মন্থরা। [উচ্চ আর্ত্তনাদে] ওরে বাবারে—মেরে ফেল্‌লে রে! ওগো কে কোথায় আছ গো—ধর গো দুর্ম্মুখো গোঁয়ারটাকে—

কন্দুক। ডাক্—ডাক্—তোর কোন্ বাবা আছে এখানে—রক্ষে করুক। যে তোকে পরামর্শ দিয়েছে—আজ সে কোথায়? আমার কাছে বাবার খাতির নেই। বেটী ছোটলোক—[প্রহার]

মন্থরা। ওরে—মলুম রে—মলুম রে—[পতন]

কন্দুক। থাক্—আজ এই পর্য্যন্ত, একেবারে নিদম্ ক'রে মার্‌ব না তোকে; সকালে এক দফা—আর সন্ধ্যেয় এক দফা, দু'দফা এই রকম বরাদ্দ রইল তোর; আমার একটা কাজ বাড়্‌ল—আর কি।

[প্রস্থান।

মন্থরা। [গা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া] তুই আমায় খুন ক'রে যা—খুন ক'রে যা—দিব্যি থাকে তোকে; খুন না যদি করিস্, তুই তোর কচি মাগের মাথা খাস্।

[প্রস্থান।

শৃঙ্গবপুর

চণ্ডাল-চণ্ডালিনীরা নৃত্যগীতসহ আনন্দ করিতেছিল।

গীত।

চণ্ডালগণ।— রাম হামাদের মিতা আরে রাম হামাদের মিতা।

চণ্ডালিনীগণ।— সই হামাদের সোণামণি, রাম-সোহাগী সীতা।

চণ্ডালগণ।— কইবে কি আর মিতার কথা মানুষ ত না আছে সে,
তেও মিঠা হাসি বুলি মিলুবে চ না তোরই দেশে ;
রাম হামাদের মিতা আরে রাম হামাদের মিতা।

চণ্ডালিনীগণ।— সই হামাদের ভোরের হাওয়া, সাঁঝি সুর,
সই হামাদের সাদির রাতের সাতটী ঘুর ;
রাম-সোহাগী সীতা সই হামাদের রাম-সোহাগী সীতা।

চণ্ডালগণ।— চাঁড়াল হোয়ে হয় না দেওয়া চাঁদে হাত,
কে বলেক্ সে সয়তানী তার ঝুটা বাত ;
রাম হামাদের মিতা—দেখ রাম হামাদের মিতা।

চণ্ডালিনীগণ।— লছমী শুধু রয় না বাঁধা রাণীর সাথ,
ইতর হ'লেও মোদের দিল্ তার কোজাগরী চাঁদ্‌নী রাত ;
রাম-সোহাগী সীতা সই হামাদের রাম-সোহাগী সীতা।

গুহক উপস্থিত হইল।

গুহক। আরে বা! তুঁয়ারা এখনও সেই আমোদ লিয়ে আছিস্? খবর কুছু রাখিস্ না?

লুটু। খবর কিরে সর্দ্দার, খবর কি?

গুহক। দেখ্—দেখ্—পূরব তরফটা আঁখ মিলে দেখ্।

লুটু। [সাশ্চর্য্যে] আরে, কিয়া মুস্কিল! এত্তো লোকজন, হাঁতী, ঘোড়া, ফৌজ, বরকন্দাজ—কুথা সে আস্‌ছে, রে সর্দ্দার?

গুহক। আরে, সাম্‌ঝাতে লার্‌লি? হামার মালুম—অযোধ্যাসে মিতার ভাই সেই ভরতটা আস্‌ছে লোকজন সাথে।

লুটু। ও—যেটার মায়ী মিতার সব কাড়িয়ে লিয়ে জঙ্গল পাঠিয়েছে, সেই ভরতটা?

গুহক। হ—হ—সেই ভরতটা।

লুটু। ওটার মতলব ত ভাল না আছে রে সর্দ্দার! ও বরকন্দাজ লিয়ে মিতার পিছু আসে—ও দুশমন আছে। ওটার মায়ি সব কাড়িয়ে লিয়েছে, ও মিতার জান লিবে। সর্দ্দার—সর্দ্দার, হুকুম দে, সড়কি চালাই; ওটারে ঐখানেই শেষ করিয়ে দিই।

গুহক। না রে লুটু, একদম অত্তটা বাড়াবাড়ি করিস্ না। মিতার মুয়ে শুনিয়েছে—ও ছেলিয়াটা তেত্ত খারাপি না আছে; ওটা তেখন হাজির ছিল না। ও মিতারে ঠিক লিতে আস্‌ছে। আগাড়ি ওটার মতলব সাম্‌ঝাতে দে। তোরা সব তৈয়ার থাক্, মরদলোক সব ঢাল তলোয়ার সড়কি লাঠি লে—ইস্ত্রী লোক সব কাঁড়বাঁশ লিয়ে ঠিক থাক্। যদি ওটা কৈকেয়ীর সাথ সড় করিয়ে মিতার দুশমনি কর্‌তি আসে—ওটার গর্দ্দান লিবি, আর যদি মিতারে লিতে আসে- ওটারে কাঁধে নিয়ে লাচ্‌তি থাক্‌বি।

ভরত ও শত্রুঘ্ন উপস্থিত হইল।

শত্রুঘ্ন। তোমার নাম গুহক-সর্দ্দার?

গুহক। তু য়ারা কোন্ আছিস্ রে?

শত্রুঘ্ন। আমরা অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের পুত্র; আমার নাম শত্রুঘ্ন, ইনি আমার জ্যেষ্ঠ ভরত।

গুহক। হ—হ, ভরত-শত্রুঘ্ন নাম শুনিয়েছে। তুঁয়ারা কি চাস্?

শত্রুঘ্ন। তুমিই কি গুহক-সর্দার?

গুহক। হ—গুহক— ও ত হামিই আছে।

শত্রুঘ্ন। তোমার এখানে রামচন্দ্র এসেছেন? সঙ্গে অযোধ্যা রাজ-লক্ষ্মী সীতা—সেবক সৌমিত্রি লক্ষ্মণ?

গুহক। আরে, রামটা তুঁয়াদের কে আছেক রে?

শত্রুঘ্ন। রাম আমাদের ভ্রাতা—রাম আমাদের পিতা—রাম আমাদের বন্ধু—রাম আমাদের সব। বল গুহক, রামচন্দ্র এসেছেন?

গুহক। সেটারে লিয়ে তুঁয়ারা কি কর্‌বিক রে?

ভরত। [দৃঢ়স্বরে] গুহক, উত্তর দাও—রামচন্দ্র এসেছেন?

গুহক। হ—সে ত হামি দিবে; মগর ওটার সাথ আর তুঁয়াদের কি দরকার রে? দেশটা ত তুঁয়ার হাতে আসিয়ে গিয়েছে; ওটা আর তুঁয়াদের কুছু কর্‌তি লার্‌বেক। হ—তবে বাঁচিয়ে থাক্‌লে হাঙ্গামা একটা হোতি পারে, সাফ করিয়ে দিতে পার্‌লেই বালাই একদম চুকিয়ে যায়।

শত্রুঘ্ন। গুহক, চণ্ডাল হ'লেও—শোনা ছিল—তুমি অতি সরল; তুমি কি বল্‌ছ? ব'লো না—ব'লো না, গুহক, কোন দুরভিসন্ধিতে আমরা আসি নি। আমরা রাম চাই, জীবন নিতে নয়—রামচরণে জীবন দিতে।

গুহক। দেখ্, এটা ত হামি লিতে লার্‌ছে; দেশটা হাতে লিয়ে আবার সেটারে ঘুরিয়ে দিবিক? কেন দিবিক? সেটা বাপকা বেটা—তুঁও বি অহি। তুঁয়ারা হামাদের রাজা আছে, হামরা তুঁয়াদের

পর্‌জা আছে; খোলসা বোল না, হামরা তুঁয়াদের কুছু দুশমনি কর্‌বে না।

ভরত। [ব্যাকুল-কণ্ঠে] শত্রুঘ্ন—ভাই, আমি আজ চণ্ডালেরও অবিশ্বাসী! গুহক, ভল্ল নাও—আমি বুক পেতেছি। আর না—ভরতের লীলা-খেলার এইখানেই শেষ হোক। চণ্ডালিনী মায়ের গর্ভে জন্মেছি, আমি চণ্ডালের বধ্য হই। [ভূতলে জানু পাতিয়া বসিলেন]

গুহক। দেখ্ লুটু, দেখ, লড়াই কর্‌তি যাচ্ছিলি—হামি ঠিক ঠাউরেছে—কেমন ভদ্দর আছে দেখ! [ভরতের হাত ধরিয়া তুলিয়া] উঠ্—ভেইয়া, উঠ্, তুঁয়ার জান লিবে কি, তু হামার মিতার ভাই আছিস—তু হামার কলিজা আছিস; তু হামার বুকে আয়, হামি তুঁয়ার চুমা খাবে। [আলিঙ্গন]

ভরত। গুহক—দাদা, রামচন্দ্র কই? আমার দাদা কই? জনক-নন্দিনী আমার মা কই, দেখাও?

গুহক। দেখ্—কাঁদিস্ না; তুঁয়ার কান্না দেখে হামার বি কান্না আস্‌ছে, কাঁদিস্ না—দেখা হোবে; মিতা আজ সকালে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্‌রমে চলিয়ে গিয়েছে।

ভরত। ভরদ্বাজ-আশ্রমে! এখানে নাই? দাদা—

গুহক। আরে, দেখা হোবে—কাঁদিস্ কেন? এই নদীটি পার হ'লেই ভরদ্বাজ ঋষির আশ্‌রম।

ভরত। শত্রুঘ্ন, চল ভাই, আজ ঐ সূর্য্যাস্তের মধ্যে রামের সাক্ষাৎ চাই।

গুহক। আরে বাঃ! এখুনি যাবিক্ কি? গরীব মিতার ঘর আলি—মু তোদের শুকিয়ে গিয়েছে, যা ঘরে আছে কুছু খাবি চ'।

ভরত। না গুহক, এ মুখে আর জল দেব না; যদি রামচন্দ্রকে

নিয়ে ফিরে আস্‌তে পারি, তোমার অতিথি হব—তোমার প্রসাদ নেব।

শত্রুঘ্ন। গুহক, তা হ'লে আমাদের নমস্কার নাও।

গুহক। আরে, রও—রও ; তুঁয়ারা ভদ্দর আদ্‌মি—হামি ছোটা জাত চণ্ডাল আছে।

ভরত। গুহক, তুমি চণ্ডাল হও—তুমি ঘৃণ্য হও—পতিত হও, তুমি আমাদের দাদার মিতা ; তুমি আমাদের পায়ের ধূলো দাও, আশীর্ব্বাদ কর—যেন দাদার সঙ্গে দেখা হয়।

গুহক। দেখ্‌ ভরত, হামি তুঁয়ারে একটা কথা বল্‌বে—তু মনে কুছু দুঃখ্যু করিস্‌ না। তুঁয়ার মা'টা—ওটা কখনও চণ্ডালিনী না আছে ; সে যা করিয়েছে—সব জগদম্বা মায়িকা খেল্‌! হামার বি থোড়া আড়ি ছিল সেটার উপর ; লেকেন্‌ এখন দেখ্‌ছে—যে তুঁয়ার মাফিক ছেলিয়া পয়দা করিয়েছে, ও কখনও চণ্ডালিনী না আছে—ও ঠিক দেবী আছে। চল্‌—হামি তুঁয়াদের নদী পার করিয়ে দিই, হামার মাঝি-মাল্লা সব তৈয়ার।

[ভরত, শত্রুঘ্ন সহ প্রস্থান।

পূর্ব্ব গীতাবশেষ।

চণ্ডালগণ।— আর জনমের কসুর কি রে দুনিয়ার কাম খতম,
বাজা মাদল, ঢাল্‌ সরাব্‌ ছুটুক নেশা চম্‌ চম্‌ চম্‌ ;
রাম হামাদের মিতা আরে রাম হামাদের মিতা।

চণ্ডালিনীগণ।— চাইবে না আর রাঙা সাড়ী ঝরণ সুখে লাথি মারি,
রইবে মোরা এই গরবে হাস্‌বে নাচ্‌বে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌।
রাম-সোহাগী সীতা সই হামাদের রাম-সোহাগী সীতা।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

ভরদ্বাজ-আশ্রম

ভরদ্বাজ ও দেবীদাস

ভরদ্বাজ। দেখ দেবীদাস, আমি ঋষি ভরদ্বাজ; আমাকেও টলিয়ে দিয়ে গেল এই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা। এরা তিনটীতে আমার আশ্রমে এসেছিল, আমি যেন কী স্বর্গ হাতে পেয়েছিলাম; এখন যমুনা পারে চ'লে গেল, শুধু আশ্রম শূন্য নয়, দেখ্‌ছি—জীবন পর্য্যন্ত শূন্য। আমি যেন ঘোর সংসারী—মিলনানন্দে উন্মত্ত, অভাবে আত্মহারা। না—আর আমি তাদের ভাব্‌ব না; স্নেহ—ঋষি, তপস্বী, উঁচু-নীচু মানে না, জগৎকে সমভূমি ক'রে দিতে চায়। দেবী, তুমি আমায় ভুলিয়ে দাও—একটু মহামায়ার নাম গাও।

দেবীদাস।—

গীত।

আমি জনমের মত নিরাপদ্ হ'তে মা বলেছি যে তোমারে।
তবে এখনও কেন এ বিভীষিকা—মম শিহরিত তনু আঁধারে।
আমার মা বলা কি গো হয় নাই,
আমার বাসনা-জড়িত ভাসা ভাসা ডাক্
ও লুকানো হৃদয়ে নেয় নাই;
কেন দাও নাই সুধা-পিয়াসী রসনা, ভাসায়েছ কেন পাথারে?
আমার প্রাণ দিয়ে ডাকা হবে না,
আমার মরুভূ-নয়নে কভু সে প্রবাহে যমুনার ধারা ব'বে না,
ওগো তা ব'লে কি কোলে নেবে না,—
আমি ছুটে যাব জলে যদি ধর হাত,
যত ব্যাধি হোক জাগ দিনরাত,
তবে তুমি মা—নতুবা বৃথা—প্রলাপ দেখেছি বিকারে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে চিত্র উপস্থিত হইল।

চিত্র। ওহে—ওহে, আমায় একটু গান শোনাও ত! দেখ্ছি—তুমি গাইতে পার।

ভরদ্বাজ। তুমি কে?

চিত্র। আমি চিত্র। অনেক ঘুরেছি, বাবা; জায়গা পাই নি। তোমার এটা একটা গানের আড্ডা বটে! তুমি বুঝি গুরুজি? তোমার চেলাজিকে ব'লে দাও—বাবা, গরীবকে একটু গান শেখাতে। আমি দিতে-থুতে কিছু পার্‌ব্‌না—কিছু নেই আমার।

ভরদ্বাজ। তুমি গান শিখ্‌বে? কি গান শিখতে চাও?

চিত্র। "কেন ফোটে কোমলতা, মৃদুলতা কেন রয়"—ঠিক এই গান-টার জবাব। জান ত এ গানটা? জান নিশ্চয়, গানের আখ্‌ড়া যখন—অনেক গানই তোমাদের আয়ত্ত আছে। না—ব'লে যাব শেষ পর্য্যন্ত?

ভরদ্বাজ। না—আর বল্‌তে হবে না, বুঝেছি ওর ভাব। জবাব চাও?

চিত্র। হাঁ বাবা! দাঁড়িয়ে আছে বেটার ছেলে তোমার দুয়ারে; তাকে শুনিয়ে দিয়ে তবে কাজ।

ভরদ্বাজ। দাঁড়িয়ে আছে, কে?

চিত্র। ব'লো না বাবা, আর সে বিপদের কথা! মোহ ব'লে এক ছোক্‌রা থাকে—তার সঙ্গে হয় আমার গানের পাল্লা। আমি যে গান সম্বন্ধে একেবারেই গোবর-গণেশ, তা নই; সে চাপান্ দেয়—আমি জবাব করি, আমি চাপান্ দিই—সেও কাটান্ করে, কেউ কাকেও হঠাতে পারে না; দিনকতক এইরকম ঠেলাঠেলির পর সে বেটাচ্ছেলে ঠেলে দিলে ঐ উত্কট চাপান্! আমি ত হাঁ—ফুরিয়ে গেল বিদ্যে—ত দে

দৌড়্। তা পালালেও কি এড়ান্ আছে ছাই! ঐ গানের মুষল আমার পিছু পিছু। আমি অলি-গলি অনেক ঘুর্‌লুম—বাবা, মুষল কিছুতেই খস্‌ল না; শেষ তোমার এখানে ঢকে পড়্‌তেই—জানি না—কি বুঝে থম্‌কে গেল, আর এগুল না। আমায় শিখিয়ে দাও—বাবা, এর জবাবটী; নইলে আমার নিস্তার নাই। সে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে, আবার ধর্‌বে ঐ গানের আটা-কাটিতে।

ভরদ্বাজ। আচ্ছা, আর ধর্‌তে পার্‌বে না তোমায়। দেবী, গাও ত "কোমল মৃদুল নবীন যা কিছু"—শুনে যাও তুমি।

দেবীদাস।—

গীত।

কোমল মৃদুল নবীন যা কিছু—নয় তারা কভু কামুকের।
তারা নিরমল চোখে দেখিবার, তারা উপভোগ-ভোলা উদাসের।
পাতে নি প্রকৃতি বিলাস-কুঞ্জ, দেখায় মায়ের মোহন রূপ,
কাটে নি ফেনিল কামের সাগর, কেটেছে প্রেমের বিমল কূপ;
জ্বলে নি আঁখি-ঝল্‌সানো আলো, জ্বেলেছে জ্ঞানের গন্ধধূপ—
নহে সম্ভোগ আঁধার নীরস,
গরল যেমন উজল সরস;
ত্যাগের অধর পরশে অবশ সেই ত রসিক জগতের।

চিত্র। [গান শুনিয়া আনন্দে লাফ দিয়া উঠিয়া] কেয়াবাৎ! ঠিক হয়েছে! আচ্ছা জবাব! তোমাদের দণ্ডবৎ! [সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া উচ্চকণ্ঠে] ছোক্‌রা—ও ছোক্‌রা, আছ ত? [গমনোদ্যত]

জ্ঞান-মূর্ত্তিতে মোহ উপস্থিত হইল।

[সবিস্ময়ে] আরে, বাঃ ছোক্‌রা! তুমি যে ভোল্ ফিরিয়ে এলে হে!

জ্ঞান। শুধু ভোল্ ফিরিয়ে আসি নি, নাম পর্য্যন্ত পাল্‌টে এসেছি ; নইলে কি এ ঋষির আশ্রমে ঢোক্‌বার অধিকার ছিল ?

চিত্র। কি রকম ? নাম পাল্‌টেছ কি ? কাঁড়াদাস আমার করুণাময় হয়েছ নাকি ?

জ্ঞান। হাঁ—তাই বটে। আগে আমি ছিলাম মোহ, এখন আমার নাম জ্ঞান।

চিত্র। আরে! তুমিই মোহ, তুমিই জ্ঞান ?

জ্ঞান। হাঁ—আমিই মোহ, আমিই জ্ঞান। প্রয়োজন হ'লে এই জ্ঞান—আমিই আবার অন্য রকমও হ'তে পারি। দেখ, এক ছাড়া কিছু নেই, কেবল অবস্থা ভেদে রূপ-ভেদ, নাম-ভেদ, কার্য্য-ভেদ ; যেমন কাচ অনুসারে আলোর বিভিন্নতা—নীল, লাল, সাদা, কালো। ছিলে তুমি সংসারের ছু-টানাটানিতে—ছিলুম আমি মোহ ; পেলে তুমি ঋষির অনুগ্রহ—এখন আমি জ্ঞান। আরও যদি উঠ্‌তে পার উচ্চে—আরও দেখ্‌বে আমার পরিবর্ত্তন, শেষ কর ওঠা-নামার—সেখানেও দেখ্‌বে সেই আমি—অখণ্ড, অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ। এস, আর তোমায় আমার গানের জবাব কর্‌তে হবে না, এবার কেবল সুরে সুর দিয়ে যাও—

গীত।

দেখ অদ্বিতীয় এক।
অভেদ অনন্তে মোহ, জ্ঞান—মৃগতৃষিকা, পানীয় এক।
একই সূত্র—কোথাও রজ্জু কোথাও যজ্ঞ-উপবীত,
একই গোত্র—কেউ বয়স্য কেউ বা পূজার পুরোহিত ;
যে আলো জ্বলে গণিকা-ঘরে,
সেই আলোকে ঋষি বেদ পাঠ করে,
এক সুরে গায় আকাশে সাগরে—গরল, অমিয় এক।

[চিত্রের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

ভরদ্বাজ। লোকটা নামটা কি ব'লে গেল, দেবী ?

দেবী। চিত্র।

ভরদ্বাজ। বুঝ্‌তে পেরেছ ? নিতান্ত বাজে চিত্র নয়—বেশ একটু বিচিত্র, দেখ্‌বার। যাক্‌, বিরাম দিয়ো না, মাকে ডাক—আমার মহামায়া মাকে, আমি ঋষিত্ব হারাতে বসেছি—রাম-স্নেহ আমায় শিথিল ক'রে দিয়েছে ; আমার আক্রোশ আস্‌ছে এই কৈকেয়ীর উপর—দেখ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে একবার ভরতকে। মা! মহামায়া! রক্ষা কর আমায়! আমি ঋষি—সদসৎ, স্নেহ-ঈর্ষার অতীত, আমায় রক্ষা কর।

ভরত শত্রুঘ্ন উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

শত্রুঘ্ন। মহর্ষি, মার্জ্জনা কর্‌বেন, আপনার অনুমতির অপেক্ষা না ক'রেই আশ্রমে এসেছি।

ভরত। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত, আমাদের বিচার বুদ্ধি নাই ; অপরাধ নিয়ো না, ঋষি ! [এদিক্‌ ওদিক্‌ দেখিয়া] শত্রুঘ্ন—ভাই. কই—দেখ্‌ছি না ত কাকেও ?

ভরদ্বাজ। ও—তোমরাই ভরত-শত্রুঘ্ন ? তুমিই বুঝি ভরত ?

ভরত। হাঁ ঋষি ! শুনেছ বোধ হয় সব ! আমিই ভরত, রাম-সীতাকে নিতে এসেছি ; কোথায় তাঁরা ?

ভরদ্বাজ। [আগ্রহাতিশয়ে] দেবী, রাজা এসেছেন আমাদের, অভ্যর্থনা কর—অভিনন্দন গাও ; আমি এঁদের পরিচর্য্যার—কে আছে ওখানে—

শত্রুঘ্ন। না মহর্ষি, রাজা কেউ নই আমরা, আপনাদের রাজা রামচন্দ্র ; আমরা তাঁর প্রজা—তাঁর ভৃত্য। আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না আমাদের পরিচর্য্যার জন্য, আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন—রামচন্দ্র কোথায় বলুন ; আপনার আশ্রমে এসেছেন—শুনলুম।

ভরদ্বাজ। [চিন্তা করিতে লাগিলেন]

ভরত। ভাব্‌ছ কি, ঋষি? রামচন্দ্র কোথায়, বল? ঋষি তুমি—লুকোচুরি খেলো না।

ভরদ্বাজ। ভরত, রামের জন্য তোমার এতটা কৌতুহল কেন? দমন কর, আমাদের রাজ-পূজা নাও; তুমি রাজা।

শত্রুঘ্ন। ঋষিবর—

ভরদ্বাজ। শত্রুঘ্ন, বালক তুমি, রাজ্য বস্তুটা অতটা উপেক্ষার নয়—রাজা উপাধিটা যতটা দেখাচ্ছে ভরত, ততটা হেয়, অবজ্ঞার নয়। বেশী কথা কি, আমি একজন ঋষি ত? আমি যদি দেখ্‌তে পাই—আমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, হয় ত আমি দমন ক'রে নিতে পারি; কিন্তু অন্ততঃ সে মুহূর্ত্তটাও আমার অবস্থাটা কি দাঁড়ায়, বল্‌তে পারি না—এমনি জিনিষ; তোমার হাতে আসে নি, তুমি জান্‌বে না।

শত্রুঘ্ন। হাতে না এলেও—মহর্ষি, রাজ্যটা যে কি, আমি মহারাজ দশরথের পুত্র—সে বিষয়ে অতটা অনভিজ্ঞ নই; তবে মহর্ষির গবেষণা মিথ্যা নয়, রাজ্য লোভের বটে; কিন্তু ঋষি, সেটা যারা রামচন্দ্রের মত দাদা পায় নি তাদের কাছে—আমাদের কাছে নয়।

ভরদ্বাজ। শত্রুঘ্ন, ধন্যবাদ দিই তোমার রাম-প্রাণতাকে; কিন্তু বড় তরল মতি তোমার, তুমি কি জগৎটাকেই এই রকম বল্‌তে চাও?

শত্রুঘ্ন। জগৎটাকে না বল্‌তে পারি; কিন্তু আপনি যাঁর সম্বন্ধে সন্দেহ কর্‌ছেন—তিনি এ হ'তেও; এ বিষয়ে আমি তাঁর ছাত্র—শিষ্য, তিনি আমার গুরু।

ভরদ্বাজ। হ'তে পারে তোমার গুরু; কিন্তু তার যে গুরু—গর্ভধারিণী, তার যে অভীষ্ট অন্যরূপ!

ভরত। শত্রুঘ্ন, থাক্; আমি বুঝ্‌তে পেরেছি জগৎটার ব্যাপার; জন্ম

যেমন জায়গায়—কর্ম্মও তার সেইরূপ ; মা-বাপ অপরাধী—ত ছেলেও তাই ; এই বিশ্বাস—এই রীতি, বিচার নাই ! পঙ্কে পদ্ম ফোটে, হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি জন্মেছে, অন্ধকার খনিতেও মণি হয় ; কেউ একজন এদিকে উঠ্‌ছে না, সবাই ছুট্‌ছে সেই ধারাবাহিক নীচের দিকে। শত্রুঘ্ন, গুহক চণ্ডাল আমায় অবিশ্বাস করেছিল, আমার সহ্য হয়েছিল—আমি বুক পেতে দিয়েছিলুম হত্যা কর্‌তে ; কিন্তু ঋষি ভরদ্বাজ—সেও তাই ! জগতে বিচার নাই। আবার জগতের বাকী কে ? চণ্ডাল হ'তে মহর্ষি পর্য্যন্ত দেখে নিলুম। না—আর আমি মর্‌তে চাই না ; আমি এই জগতের ওপর প্রতিশোধ নেব। আমি চোর নই, সে আমায় বিনা বিচারে চোর সাব্যস্ত করেছে ; আমি দস্যু হব। কলঙ্কের ছাপ দিয়েছে কপালে, আমি নরক-কুণ্ড যতগুলো আছে—দেখ্‌ব, নাম্‌ব, ডুব্‌ব। রামের অন্বেষণ তুই করিস্, আমার কার্য্য প্রতিশোধ ; এই ঋষি ভরদ্বাজ হ'তেই আরম্ভ—

[ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়া মুষ্ট্যাঘাতে উদ্যত হইলেন।]

শত্রুঘ্ন। [ধরিয়া ফেলিলেন] দাদা—দাদা—

ভরত। ছেড়ে দে, ভয় কর্‌ছিস্ কি ? ঋষি আমায় অভিশাপ দেবে ? ওরে, অবিশ্বাস চেয়ে অভিশাপ ভাল।

শত্রুঘ্ন। অভিশাপের ভয় আমি করি নি, দাদা ! আমি ভয় কর্‌ছি, ব্রাহ্মণ-পালক রামচন্দ্র আমাদের ঘৃণা কর্‌বেন তা হ'লে। [নতজানু হইয়া] ঋষিবর ! ক্ষমার অবতার ! আমার দাদাকে ক্ষমা করুন।

ভরত। [প্রকৃতিস্থ হইয়া] ঋষি, আমি অশ্রমে আস্‌তেই বলেছি —আমরা বিচার-বুদ্ধিহীন, আমাদের অপরাধ নিয়ো না—অপরাধ নিয়ো না, ঋষি ! [নতজানু হইয়া] আমি সব সহ্য কর্‌তে পার্‌ব ; রামের ঘৃণ্য হ'তে পার্‌ব না।

ভরদ্বাজ। দীর্ঘায়ুঃ হও, ভরত! আমি তোমার অপরাধ নেব কি, তুমি আমার উপকার করেছ। আমি রাম-স্নেহে অন্ধ সকল দিক্ অন্ধকার দেখ্ছিলাম, সত্যই বিচার করি নি—পরমেশ্বরীর রাজ্য—অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই কোথাও, যেদিকে চাও—আলোকময় জ্যোতির খেলা। আমি ভরদ্বাজ—ঋষিত্ব হারাতে বসেছিলুম—অসুরনাশিনী মাকে ডাক্ছিলুম; মায়ের প্রেরিত রাজপুরুষ, অমনি তুমি ছুটে এসেছ, আমায় শাসন করেছ, আমায় ধরেছ; ঠিক করেছ। তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও। ভরত, আমার ইচ্ছা হয়েছিল—একবার তোমায় দেখ্বার; কিন্তু মায়ের অনুগ্রহে শুধু তোমার নয়—এই সঙ্গে আমি তোমার মা কৈকেয়ীকে শুদ্ধ দেখ্তে পাচ্ছি। তুমি বল্ছিলে না—পঙ্কে পদ্ম ফোটে, আঁধার খনিতে মণি হয়? তোমার ও যুক্তি আমি অগ্রাহ্য করি। এ পদ্ম পঙ্কে ফোটে না—এ মণি অন্ধকার খনিতে জন্মায় না; এ পদ্ম কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি হ'তে ওঠা, এ রত্ন নিশ্চয় উপরটা ফেনিল উচ্ছ্বাসময় রত্নাকর গর্ভের। এস ভরত, এস শত্রুঘ্ন, আমার আতিথ্য নেবে এস।

ভরত। ঋষিবর—

ভরদ্বাজ। নিশ্চিন্ত হও, ভরত! রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, নিকটেই আছে—চিত্রকূট পর্ব্বতে।

ভরত। চিত্রকূট! সে কোন্দিকে, ঋষি? কতদূর এখান হ'তে?

ভরদ্বাজ। এই নদীটি পার হ'লেই; আমি তোমাদের পাঠিয়ে দেব।

ভরত। চল ঋষি, আমি তোমার পাদোদক নেব। প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—রামের পদধূলি না নিয়ে আর জল গ্রহণ কর্ব না; কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ—যথার্থই ব্রাহ্মণ; চল—আমি তোমার পাদোদক নেব।

[ভরদ্বাজ অগ্রগামী হইলেন, সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন।]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

চিত্রকূট পর্ব্বত

ঋষি-কুমারগণ গীতকণ্ঠে পুষ্প চয়নে যাইতেছিল

ঋষিকুমারগণ।—

গীত।

উঠ্‌ছে অরুণ উঁকি মেরে, সাধ বুঝি কার মুখটি দেখা।
আল্‌গা খোঁপা আঁট্‌ছে ধরা, পড়্‌ছে মোছা সিঁদুর রেখা।
রাত-জাগা ঐ মলয় আসে পা টিপে কার কুটীর হ'তে,
অভিমানে কানন-রাণীর শিশির ধারা কাজল নেতে ;
নিঝুম জগৎ উঠ্‌ছে মেতে—দেখ্‌ছে বিধির চিত্র-লেখা।
পাখীর মুখে মন-মজানো সানাই শুনে,
হাস্‌ছে কুসুম আপন মনে—বিয়ের কনে :
দিচ্ছে উলু কুলুতানে—তটিনীর যা আছে শেখা।

[প্রস্থান।

চকিত দৃষ্টিতে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলেন।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আর দেখ্‌তে হবে না, ভীষণ জনস্রোত— সৈন্যের অস্ত্র ঝনঝনা—রথের ঘর্ঘর শব্দ ; শত্রু! আপনি দেবীকে গুহার মধ্যে রাখুন, কুটীরে যান্, অস্ত্র নিয়ে আসুন।

রাম। আর একটু দেখ, ভাই! আমার প্রতি আর শত্রুতা কর্‌বে কে? হয় ত কোন রাজপুরুষ সৈন্য নিয়ে এই পথে যাচ্ছে, না হয় কেউ শিকারে এসেছে।

লক্ষ্মণ। দেব! কোদণ্ড-চিহ্নিত আমাদের অযোধ্যার পতাকার মত দেখ্‌ছি যে!

রাম। [উৎফুল্ল হৃদয়ে] ঠিক হয়েছে—ভাই ভরত আস্‌ছে আমার!

লক্ষ্মণ। [সবিস্ময়ে] তাঁর এরূপ ভাবে আস্‌বার কারণ কি, দাদা? এই অগণিত জন-সমারোহ নিয়ে!

রাম। তা জানি না, ভাই! তবে সে আমায় নিতে আস্‌ছে; তার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভেবো না তুমি।

লক্ষ্মণ। ভাবনা একটু আস্‌ছে যে, দাদা! নিতে আসার প্রণালী কি এই! এই বিজয়-গর্ব্ব—এই সমৃদ্ধি-সম্ভার!

রাম। ভাই, ভরত ত আজ পর্য্যন্ত ভুলেও আমার অপ্রিয় কিছু করে নি।

লক্ষ্মণ। মাতা কৈকেয়ীর মনে যে এই ছিল, কে জান্‌ত, দাদা? তত আদর, তত স্নেহ, তেমন ভালবাসা—যা দেবী কৌশল্যাও দেখাতে পারেন নি! দাদা, যা'ই বলুন আপনি, আমার ধারণা—মা রাজ্য নিয়ে রেখেছে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য, পুত্র এইবার আস্‌ছে সেটায় চির-নিরাপদ কর্‌বার জন্য।

রাম। ভুল ধারণা তোমার, লক্ষ্মণ! মাতা কৈকেয়ীর প্রতি দোষারোপ ক'রো না, তাঁর উদ্দেশ্য হয় ত আমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না; ভরতকে হীন দেখো না, ভরতও তোমার ভাই; স্থির হও।

লক্ষ্মণ। আমি স্থির হ'তে পার্‌ছি না, দাদা! আমি সঙ্গে এসেছি কি জন্য? আমি যে রামচন্দ্রের সেবক—রাম-সীতার রক্ষী। হোক ভরত ভাই, রাম বিরোধী হ'লে আমার কাছে আমাদের আদিপুরুষ সূর্য্যদেবেরও অব্যাহতি নাই। সৈন্য-কটক নিকটবর্ত্তী; দাদা, অনুমতি চাই।

রাম। লক্ষ্মণ, কিসের অনুমতি, ভাই? তাই যদি হয়—সত্যই যদি ভরত আমার অনিষ্টেই আসে, আমি অনুমতি দেব—লক্ষ্মণ, ভরতকে হত্যা কর! ছি লক্ষ্মণ! আমি যে রাম—আমি যে সবার জ্যেষ্ঠ! লক্ষ্মণ, মাতা কৈকেয়ীর উদ্দেশ্য যদি অসাধুই হয়, আমি ত বিনা বিচারে—বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নিয়েছি; সেই আমি আর ভরতের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর্‌তে পার্‌ব না? সে যদি জীবন চায়—দেব, সে আর বিচিত্র কি; ভাইএর প্রতি দাদার দান।

লক্ষ্মণ। [লজ্জিতভাবে মস্তক অবনত করিলেন]

সীতা। দেবর! ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না; তুমি তোমার যোগ্য ঠিকই বলেছ। তবে আমাদের কাছে তুমিও যে বস্তু, ভরত-শত্রুঘ্নও যে তাই! প্রভু আমাদের হৃদয় দেখেন না—দেখেন শুধু ভাই; আর দেখ্‌বারও নাই কিছু, মহা প্রকৃতির যোজনা—যেমনি দাদা, তেমনি ভাই। দেখ বৎস, ঐ ভরত শত্রুঘ্ন আস্‌ছে। বেশটা দেখ ওদের—পরিধান কষায়-বস্ত্র, মস্তকে জটা, নগ্নপদ, অনাহার-ক্লিষ্ট সে ক্ষুদ্র অবয়ব! তোমরা ত তবু সুখে আছ, ওরা এক-একটী পা ফেল্‌ছে—পৃথিবীকে বল্‌ছে—বিদীর্ণ হও।

অদূরে ভরত শত্রুঘ্ন আসিতেছিলেন।

রাম। লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ—ভাই! আমি মহাসহিষ্ণু ব'লে আমার একটা দর্প ছিল; আমার সে দর্প চূর্ণ করে বুঝি আজ ভরত শত্রুঘ্ন! ওদের অবিরাম ঝরা চোখ, হাহাকার করা মুখ, ওদের উন্মাদ বিশৃঙ্খল আগমনের দিকে আমি চাইতে পার্‌ছি না।

ভরত শত্রুঘ্ন ছুটিয়া আসিলেন।

ভরত। দাদা—দাদা—[রামের পদতলে পতনোন্মুখ হইলেন]

রাম। [ভরতকে বুকে ধরিয়া লইয়া] ভাই—ভাই—[ভরতের সংজ্ঞা লোপ হইল] সংজ্ঞা নাই! লক্ষ্মণ, কুটীরে যাও, জল নিয়ে এস,

ভাই ! [লক্ষ্মণ ছুটিয়া গেলেন] [সীতার প্রতি] দেবি ! আমার ভরতকে বাঁচাও। [সীতা উপবিষ্টা হইলেন, তাঁহার জানুতে মাথা রাখিয়া ভরতকে শয়ন করাইলেন।] শত্রুঘ্ন, কি কর্‌তে এলে, ভাই ? [লক্ষ্মণ জল লইয়া আসিয়া রামের হাতে দিলেন ; ভরতের মুখে জল দিয়া] ভরত—ভরত—ভাই—

সীতা। ব্যস্ত হবেন না, প্রভু ! এখনই চৈতন্য হবে। [শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।]

রাম। শত্রুঘ্ন, অযোধ্যার সংবাদ বল, ভাই ! রাম-গত-প্রাণ পিতা আমার কেমন আছেন—আগে বল।

শত্রুঘ্ন। [উচ্চ আর্ত্তনাদে] দাদা—[আর বলিতে পারিলেন না, স্বর রুদ্ধ হইল]

রাম। [ব্যাকুল আগ্রহে] শত্রুঘ্ন—

শত্রুঘ্ন। [বক্ষ চাপিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে] পিতা—নাই—

রাম। [বজ্রাহতের ন্যায়] লক্ষ্মণ ! আমরা পিতৃহীন ! মর্ত্তের স্বর্গ —স্নেহের কৈলাস—সকল শান্তির তপোবন—পিতা আমাদের নাই। আমাদের আশীর্ব্বাদের ভাণ্ডার উঠে গেছে—সংসার আমাদের আড়াল সরিয়ে নিয়ে ফাঁকা প্রান্তরে ফেলে দিয়েছে ! ওঃ ! এ বাদ সাধ্‌লি কে ? চৌদ্দটা বৎসর আর ধৈর্য্য ধর্‌লি না ? বিদায় নিয়ে এলুম—মিলন পদ-ধূলি নিতে দিলি না ? [ক্রোধোন্মত্ত হইয়া] না—লক্ষ্মণ, দাও গাণ্ডীব, এই মৃত্যুকে আমি দেখ্‌ব [লক্ষ্মণের হাত হইতে গাণ্ডীব লইলেন]

কৃতাঞ্জলিপুটে সুমন্ত্র উপস্থিত হইল।

সুমন্ত্র। [রোরুদ্যমান অবস্থায়] মৃত্যু ততটা দোষী নয়, দেব ! আগে মৃত্যুর কারণকে দেখুন !

রাম। [সবিস্ময়ে] মৃত্যুর কারণ !

সুমন্ত্র। আমি। সেই যে আমায় বিদায় দিলেন শৃঙ্গবের দেশ হ'তে ; আমি যদি ফিরে না যেতাম—যদি পথে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ত—ওঃ—এ মৃত্যুর কারণ আমি। আমি ফিরে গিয়ে বল্‌লাম—মহারাজ, সুমন্ত্র আমি—আপনার রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলাম। মহারাজ শয্যাশায়ী ছিলেন—ঝেড়ে উঠ্‌লেন, একবার উন্মত্তের মত ডাক্‌লেন—সুমন্ত্র! একবার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন—কৈকেয়ি! একবার বুকের ভেতর হ'তে বের্ কর্‌লেন—হা রাম! শেষ—অন্ধকার—জগতে দশরথ-দীপ নির্ব্বাণ! প্রভো! আপনার পিতার মৃত্যু হয় নি. তাঁকে হত্যা করেছে পাপিষ্ঠ সুমন্ত্র ; দশরথ যেমনি শব্দভেদী বাণে সিন্ধু বধ করেছিলেন—আমিও তেমনি এই সংবাদ-বাণে দশরথ বধ করেছি। পায়ে ধরি—প্রভু, ধনুকে গুণ চড়ান্—আমায় দেখুন ; এ মৃত্যুর কারণ আমি।

রাম। [শ্লথভাবে লক্ষ্মণকে ধনুর্ব্বাণ দিয়া] এ মৃত্যুর কারণ আমি। সুমন্ত্র, তুমি অনুতাপ ক'রো না, রাম-শোকে দশরথের মৃত্যু—বিশ্বে এই ঘোষণাই থাকুল। হা—পিতা! হা—পুত্র-বৎসল! আমি পিতৃ-সত্য পালনে বনে এসেছিলুম, মনে করেছিলুম—পুত্র-জন্মের কর্ম্ম কিছু দেখাব ; কিন্তু আমার জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত ভাসিয়ে দিয়ে গেল—আপনার এই মৃত্যুতে ; এ ঋণের পরিশোধ নাই, পিতার এ আত্মত্যাগের কাছে পুত্রের আর দেখাবার কিছু নাই। যান্ স্বর্গের দেবতা, স্বর্গে যান্ ; আমরা নত শিরে প্রণাম করি। শত্রুঘ্ন—ভাই, পিতার ঔর্দ্ধ-দেহিক ক্রিয়া—শ্রাদ্ধাদি ?

শত্রুঘ্ন। দাদা করেছেন।

রাম। যাক্ ; তার পর—আমার মায়েরা কেমন আছেন, ভাই? পতি-পুত্রহারা কৌশল্যা-সুমিত্রা? দেবী কৈকেয়ী এর জন্য অনুতপ্তা—

দুঃখে নাই ত ? বধূরা সব ভাল আছেন ? গুরুদেব বশিষ্ঠের শুভ ? অযোধ্যাবাসীদের সব কুশল ত ?

শত্রুঘ্ন। কুশল! রামহীন অযোধ্যার কুশল! দাদা, অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই—সে শুধু প'ড়ে আছে একটা পোড়া মাটি, সরযূর বদলে ব'য়ে যাচ্ছে অশ্রুর বন্যা, রাম-জয়ের পরিবর্ত্তে উঠ্‌ছে হৃদয়ভেদী হাহাকার; দেব-মন্দির, রাজ-প্রাসাদ, ঋষির কুটীর, সব দাঁড়িয়ে আছে—যাদু-করা নিস্তব্ধতা—মহাকালের ভ্রুকুটি। দাদা, মাতা কৌশল্যা সুমিত্রা ধূলি-লুণ্ঠিতা—দেবী কৈকেয়ী ধারণাতীতা—বধূরা সব যূথভ্রষ্টা করিণী—আনন্দময় বশিষ্ঠদেব নির্ব্বাক্; আর ঐ দেখুন স্বচক্ষে —আপনার আদরের সেই অযোধ্যাবাসী সব অনাহারক্লিষ্ট-মৃত্যুসার—মুখে হা-রাম!

করুণ গীতকণ্ঠে অযোধ্যাবাসিগণ উপস্থিত হইল।

গীত।

পুরুষগণ।— আমরা বেঁচে আছি কেন জানি না।
স্ত্রীগণ।— হা রাম! হা রাম! কেন হ'লে বাম,
আমরা কি ভালবাসি না?
পুরুষগণ।— দেখ কি গভীর মরমের ক্ষত,
স্ত্রীগণ।— দেখ বুকফাটা কেঁদেছি গো কত,
পুরুষগণ।— নিবে গেছে দেখ জ্বলা-দীপ যত,
স্ত্রীগণ।— কালা বাঁশী হাসি মলিনা।

রাম। অযোধ্যাবাসিগণ! অযোধ্যাবাসিনী মা আমার সব! এত পথশ্রম সহ্য ক'রে এখান পর্য্যন্ত এসেছ তোমরা! কেন এত কষ্ট তোমাদের? তোমাদের দুঃখ কি? ভরতকে রাজা কর্‌লেই ত তোমাদের অযোধ্যা আবার অযোধ্যাই হ'ত।

পূর্ব্বগীতাংশ।

পুরুষগণ।— রাম চাই মোরা সেবক রামের,
স্ত্রীগণ।— রাম যে মোদের হৃদয়-ধামের,
পুরুষগণ।— দেখ বুক চিরে, ভরা কি রুধিরে
স্ত্রীগণ।— বাজে কোন্ সুরে এ বীণা।

রাম। প্রিয়তমগণ! জান না তোমরা ভরত আমা হ'তে কোন অংশে কম নয়, ভরত আমি এক-আত্মা। ভরত ঠিক আমার মতই তোমাদের সকলকে মা বল্‌তে জানে, রামের অভাব ভুলিয়ে দিতে ভরত সম্পূর্ণভাবে সমর্থ; তোমরা ভরতকে দেখ নাই। [সীতার প্রতি] দেবি—

সীতা। [ভরতের প্রতি] দেবর—বৎস!

ভরত। [চক্ষু মেলিয়া] দেবি—মা! আমি কোথায়?

সীতা। এখানকার নাম চিত্রকূট!

ভরত। [সবিস্ময়ে] চিত্রকূট! চিত্রকূটে তুমি? অযোধ্যা-রাজলক্ষ্মী —ভরতের মা!

সীতা। তোমার দাদা—

ভরত। [স্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন] ও! দাদা—কই—[উঠিয়া বসিলেন]

রাম। এই যে ভাই, আমি রয়েছি।

ভরত। বাড়ী চল।

রাম। দেহটার ক্লান্তি গেছে তোমার?

ভরত। হাঁ—বাড়ী চল।

রাম। চিত্তটা বেশ স্থির হয়েছে ত?

ভরত। চিত্ত কি দেহ কাকে বলে—আমার গর্ভধারিণী মায়ের অনুগ্রহে এ ক'দিন তা দেখ্‌তে পাই নি, দাদা!

রাম। ভরত, ছি ভাই! মাতা কৈকেয়ীর নামে কলঙ্ক দিও না।

ভরত। না—তিনি দেবী—তিনি ধন্যা—তিনি বেশ; বাড়ী চল।

রাম। ভরত, আমি যে পিতৃ-সত্য পালনে বনে এসেছি, ভাই!

ভরত। অযোধ্যা কাকে দিয়ে এসেছ, দাদা? পিতা নাই।

রাম। শুনেছি ভাই; তাঁর পারত্রিক কর্ম্মও তুমি করেছ। ভরত, তুমিই পিতার পুত্র—পিতার অযোধ্যা তুমিই দেখো, ভাই!

ভরত। আমার কর্ম্ম নয়। আমার ক্ষমতা যা করেছি—ঐ তোমার অযোধ্যাকে তুলে এনে সামনে ধ'রে দিয়েছি; রাখ্‌তে হয় রাখ, ভাসিয়ে দিতে হয় দাও; আমার কাজ শেষ—আমি চল্‌লুম।

রাম। [ভরতকে ধরিয়া] কোথা যাবে, ভাই?

ভরত। কোথা আর যাব! রামের পরিত্যক্ত হ'য়ে যাবার জায়গা ত এখানে কোথাও নাই, অন্যদিকে আছে কিনা দেখি—এই পাহাড় হ'তে ঝাঁপ দিয়ে—

সীতা। দেবর—

ভরত। এইবার আমি তোমার অবাধ্য হব, মা! কখন হই নি, এইবার হব তোমার ওপর আমার অভিমান ধোঁয়াচ্ছিল, আমার মা রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়েছেন, তোমার কি করেছেন—তুমি এখানে? সহধর্ম্মিণী দেখিয়েছ—না? আর আমরা যে সন্তান—আজ এক পক্ষ অনাহার—উদ্‌ভ্রান্ত ছুটছি—মরণ-যন্ত্রণায় মা মা ব'লে কেঁদে বুক ফাটাচ্ছি, সেটা দেখে কে? জনকনন্দিনি! স্বামী-সেবাই ধর্ম্ম, আর সন্তান-পালন পাপ? বাহবা আমাদের উর্ম্মিলা মা। যাক্—সেও আমি মেখে নিয়েছি; কিন্তু আর পার্‌ব না, এ বুকে আর অবহেলা

সইবে না। প্রতিবাদ ক'রো না, মা! আমি অবাধ্য হব—নরকে যাব।

লক্ষ্মণ। দাদা—

ভরত। চুপ! লক্ষ্মণ, তুই কথা কইতে আস্‌ছিস কি—স্বার্থপর! তুই ত আজীবনটা রামচন্দ্রের ছায়ায় ছায়ায় আছিস্, তোর বোঝাতে আসা সাজে? রাম-বিরহটা যে কি—তুই তার কিছু বুঝিস?

রাম। লক্ষ্মণ—ভাই, তোমার অনুমানই যথার্থ; সত্যই ভরত আমায় আক্রমণ করতে এসেছিল। ওঃ! কী প্রবল আক্রমণ! অস্ত্র আক্রমণের উদ্ধার ছিল; এ জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের অভিমানের আক্রমণ! [উদ্দেশে] পিতা—স্বর্গের দেবতা! আমি আপনার সত্য রক্ষায় বনে এসেছি, আপনি আমায় রক্ষা করুন—একটু শিথিল ক'রে দিন্ ভরতকে—একটীবার টেনে নিন্ তার রাম-গত হৃদয়টীকে অযোধ্যার দিকে মা বাগেদবী বাণি! দে মা আমার নির্ব্বাক্ বদনে একটী যুক্তি-পূর্ণ ভাষা ভরতকে বোঝাবার—ভরতকে ফেরাবার—ভরতের এ ভ্রাতৃত্বের আক্রমণে আত্মরক্ষার।

শত্রুঘ্ন। আর্য্য, অযোধ্যা চলুন; আমি শুদ্ধ এই আশাতেই দাদাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি, নিজেও বেঁচে আছি; নইলে যে মুহূর্ত্তে কানে উঠেছিল—রামের নির্ব্বাসন—ওঃ প্রভু! জীবন রাখুন—অযোধ্যা চলুন।

সুমন্ত্র। [করযোড়ে] চলুন প্রভু, অযোধ্যা; আর পিতৃ-সত্য পালনে কাজ নাই—খুব হয়েছে। পিতার সত্যরক্ষায় পিতাই গেল—আর ও পাপ-সত্যে ভাইদের, সেবকদের জীবন নেবেন না; ওটা এই পর্য্যন্ত—এইখানেই থাক; অযোধ্যা চলুন।

দর্পণ।—

গীত।

চল প্রভু চল ফিরে চল, দেহ দেহ-মাঝে প্রাণ।
চল আঁধারে ধ্রুবতারা—
চল অনলে বারিধারা,
চল ভাষা সে নীরবতায়—রাম জয় ধরি গান।
পাথারে প্রভু পড়েছি মোরা, বেঁধেছি তবু আশা-ভেলা,
সয়েছি মাথে অশনিপাত, সবে না তব অবহেলা;
মোহনমালা দিয়ো না ছিঁড়ে—
রেখো না চির রোদন-নীরে,
ভেঙো না সুখ-স্বপনখানি
যতনে গড়া জলযান।

রাম। ভরত—ভাই, দেখ্‌ছি তোমা' ভিন্ন আমার গতি নাই, এ পলকের সহস্র বাণবৃষ্টি হ'তে আমায় রক্ষা কর্‌তে—তুমি। তোমার কথাই থাকুল— ভাই, তোমার অযোধ্যা আমি নিলুম; তবে আমার একটা কথা— আমি জানি, আমার একটা ইঙ্গিতে অম্লানে তুমি জ্বলন্ত অঙ্গারের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে পার; তবু জান্‌তে চাই— ভাই, আমার আদেশ-পালনে তোমার কোন কথা আছে?

ভরত। [চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল, তাঁহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না, তিনি কাঁপিতে লাগিলেন।]

রাম। ওকি ভাই! তোমার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল যে! কাঁপ্‌ছ কেন? বল, আমার আদেশ-পালনে তোমার কোন কথা আছে?

ভরত। [বৃশ্চিক দষ্টবৎ] ওগো, কে তুমি ভাষার দেবতা! ন্যায় হোক—অন্যায় হোক, দাদার আদেশ-পালনে কখনও কোন কথা কই নি— কইতে পার্‌ব না; অথচ রাজ্যের বোঝা ঘাড়ে না পড়ে—এমন কোন

কথা আছে কি তোমার ভাষার ভাণ্ডারে? আমি বড় বিপন্ন—আমার সকল কান্না বিফলে যায়—

রাম। ভরত, একি! আমার আদেশ-পালনে এত বিচার করতে ত তোমায় কখনও দেখি নি, ভাই!

ভরত। [রুদ্ধশ্বাসে] দাদা—

রাম। আদেশ পালন কর, ভাই! শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নাও—অযোধ্যায় যাও—আমার প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্য পালন কর।

ভরত। শত্রুঘ্ন, তুই যে আমায় বুঝিয়ে নিয়ে এলি—রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে আবার অযোধ্যাকে অযোধ্যা করব; ব'সে ব'সে মাটি খুঁটছিস্ যে মাথায় হাত দিয়ে? কথা নাই কেন? শুধু আমি নই—তুইও যাচ্ছিস্—

শত্রুঘ্ন। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] যেতেই হবে—দাদা, নরকে হ'লেও; "আদেশ পালন" আর কথা নাই।

ভরত। বা-বা-বা, তুইও সুর বদ্‌লালি! পারবি এ আদেশ পালন করতে? মরা নয়—বেঁচে ম'রে থাকতে হবে।

শত্রুঘ্ন। সেই মরাই রামানুজদের কৃতিত্ব, দাদা! অন্তর ভেঙে যাক্, বুক বাঁধ; হোক জীবন ঘুণে জারা, কাজ কর। রামের আদেশ—বরণ ক'রে নাও মাথা পেতে রামের বিরহ!

রাম। ভরত, ভার নাও—

ভরত। [দৃঢ় অথচ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে] দাও—

রাম। [ভরতের হস্ত ধরিয়া] অযোধ্যাবাসিগণ—প্রাণাধিক প্রজাগণ, তোমরা আমার ভরতকে দেখো; আমি তোমাদের সকল ভার ভরতকে অর্পণ করলাম।

ভরত। চৌদ্দ বৎসরের জন্য। আমি প্রতি মুহূর্ত্ত গণনা ক'রে

যাব ; একটা পল যদি এদিক্-ওদিক্ হয়—আর তোমার ভরতকে পাবে না।

রাম। চিন্তা ক'রো না, ভাই! আমি সত্য পালন ক'রেই অযোধ্যায় যাব। যাও ভাই, আর বিলম্ব ক'রো না, শত্রু সকলেরই আছে—অরাজকতা আস্‌তে পারে ; সিংহাসন শূন্য।

ভরত। [ক্ষিপ্তপ্রায়] সিংহাসন শূন্য! সিংহাসন পূর্ণ কর্‌তে হবে নাকি আমায়? শত্রুঘ্ন, আর বুঝি তোর রামানুজ হওয়া হ'ল না।

রাম। আচ্ছা ভাই, সিংহাসনে না ব'স, পিতার মুকুট রেখো সিংহাসনে?

ভরত। পিতার প্রতিনিধি ত আমি নই? পিতা স্বর্গগত—এখন রাম-রাজত্ব ; আমি রাম-প্রতিনিধি—রামের নিদর্শন চাই।

রাম। [ইতস্ততঃ করিতে করিতে] আমার কাছে ত এখন দেবার মত কিছু নাই, ভাই!

সুমন্ত্র। [করযোড়ে] আছে।

রাম। কি?

সুমন্ত্র। প্রভুর পাদুকা।

ভরত। [আনন্দগর্ব্বে] সুমন্ত্র, তুমি সারথি? তুমি শাপ-ভ্রষ্ট। [রামের পাদুকা ধরিয়া] এস—এস রাম-পাদুকা—এস অযোধ্যার মুকুট-মণি, এস তুমি রাম-প্রতিনিধির মাথায়। [পাদুকা মস্তকে লইলেন, শত্রুঘ্ন ছত্র ধরিলেন]

রাম। ভরত—ভাই, আলিঙ্গন দাও। [ভরতকে আলিঙ্গন] শত্রুঘ্ন, বুকে এস, ভাই! [শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন, ভরত ও শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন] আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পার্‌লুম না,

ভাই! আমার নিজেরই কামনা আস্‌ছে—আমি যেন জন্মান্তরেও দেবী কৈকেয়ীকে বিমাতা পাই, এই রকম বনবাসী হই, তোমাদের মত ভাইএর প্রণাম নিই।

[ভরত ও শত্রুঘ্ন সীতাকে প্রণাম করিলেন]

ভরত। দেবি—মা! বিদায়।

সীতা। আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—দেবর, তোমরা জগতে আদর্শ ভাই হও, তোমাদের এ মর্ত্তের ভ্রাতৃত্ব স্বর্গের দেবতাদেরও সাধনার হোক।

সুমন্ত্র। [সীতাদেবীকে বার বার প্রণাম করিয়া] আমাকেও একটা আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হবে মা, এই সঙ্গে, আমি যখন মরিনি—যেন আর চৌদ্দটা বছর বেঁচে থাকি; তোমাদের যে রথে ক'রে এখানে দিয়ে গেছি, সেই রথে ক'রে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে অযোধ্যায় পৌঁছে দিয়ে—তবে মরি।

সীতা। দীর্ঘায়ু হও, সুমন্ত্র! চিরজীবী হও কীর্ত্তিমান্ হ'য়ে।

রাম। ভরত, ভাই—

ভরত। লক্ষ্মণ, দাদা রইল—

লক্ষ্মণ। [ভরতের পদে ধরিয়া] আমায় মার্জ্জনা ক'রে যাও—দাদা, আমি তোমায় সন্দেহ করেছিলুম।

ভরত। ঠিক করেছিলি; তুই-ই ঠিক দাদার ভাই। আমি তোকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি—লক্ষ্মণ, দাদার কুটীর-পার্শ্বে ধনুর্ব্বাণ হাতে দাঁড়িয়ে এই রকম সন্দেহ তুই দেবর্ষি নারদকে পর্য্যন্ত ক'রে যা।

লক্ষ্মণ। শত্রুঘ্ন, ও দাদার ভার তোর; আমি রামের দাস—তুই ভরতের; আমরা যমজ ভাই।

শত্রুঘ্ন। [নীরবে লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন]

অযোধ্যাবাসিগণ।—

গীত।

পুরুষগণ।— বিদায় রাজীব চরণে।

স্ত্রীগণ।— বিদায় কমল-আঁখি—নয়নের পথে,
থাকি যেন প্রভু স্মরণে।

পুরুষগণ।— চলিলাম মোরা
র'ব পথ চেয়ে নিরবধি.

স্ত্রীগণ।— রহিলাম বেঁচে
অন্তঃশীলা ফল্গুনদী,

পুরুষগণ।— পাই যেন আবার দেবতার বর—

স্ত্রীগণ।— হাসে যেন মোদের ভাঙা কুঁড়েঘর,

পুরুষগণ।— ভাসে যেন আবার শুকানো সাগর;

স্ত্রীগণ।— দেখি রাম রাজাভরণে।

[হতাশ-করুণ-দৃষ্টিতে, নীরব পদসঞ্চারে, ধীরে ধীরে সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নন্দীগ্রাম—শূন্য অযোধ্যা-রাজসিংহাসন

পাদুকা মস্তকে ভরত আসিতেছিলেন, শত্রুঘ্ন ছত্র ধরিয়াছিলেন, দর্পণ ও প্রজাদ্বয় আবাহন-গীতি গাহিতেছিল।

গীত

দর্পণ।— এস প্রভু এস পরমারাধ্য, এস অযোধ্যা-মণি।
প্রজাদ্বয়।— এস প্রজা-রঞ্জন পবিত্রোজ্জ্বল সর্ব্ব রত্ন-খনি।
দর্পণ।— এস দক্ষিণ-বায়ু-চুম্বিত চারু রাত্রি,
প্রজাদ্বয়।— এস শান্ত শীতল সুধা-ধবলিত চন্দ্র কিরণ ভাতি ;
দর্পণ।— এস জাহ্নবী-জল-ধারা,
প্রজাদ্বয়।— এস এস ধরণীর সিন্দুর-রেখা কজ্জল আঁখি-তারা ;—
দর্পণ।— এস শিশুর হাসা—পুষ্প গন্ধ—এস মুরলী ধ্বনি,
প্রজাদ্বয়।— ওহে উপমাতীত! এস হে—কর মুক্ত এ অবনী।

[সিংহাসনে পাদুকা স্থাপন করিয়া ভরত প্রণাম করিলেন, শত্রুঘ্ন ছত্র রাখিয়া প্রণাম করিলেন, প্রজাগণ প্রণাম করিল।]

কবচ উপস্থিত হইল।

কবচ। মহারাজ —

ভরত। কবচ, আমি মহারাজ নই—[সিংহাসনস্থ পাদুকা দেখাইলেন] আমি প্রতিনিধি।

কবচ। [সিংহাসনস্থ পাদুকাকে প্রণাম করিয়া] অভিযোগ—

ভরত। কিসের অভিযোগ, কবচ? তোমার রাজ্যের কুশল ত?

কবচ। জানি না।

ভরত। [সবিস্ময়ে] জান না!

কবচ। আমি রাজ্যচ্যুত, বিতাড়িত।

ভরত। সে কি! কে তোমায় রাজ্যচ্যুত করলে?

কবচ। আমার পূজনীয়া বিমাতা—শ্রীশ্রীমতী নন্দেয়ী দেবী—রাজ-প্রতিনিধির মাতৃস্বসা।

ভরত। [স্তব্ধ হইলেন]

শত্রুঘ্ন। তুমি অপরাধ করেছ সম্ভব?

কবচ। করেছি; পূর্ব্বের অপরাধ—তিনি আমার পিতাকে বন-বাসী করেছেন, আমার স্বভাবগত একটা অভিমান ছিল তাঁর ওপর; বর্ত্তমানে আমার রোহিলার দ্বার রুদ্ধ হওয়ার অপরাধ—আমি রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-উৎসবে রাজ-পূজা নিয়ে এসেছিলাম।

ভরত। [স্বগত] বাঃ—মাতৃস্বসা! আমার মায়ের ভগ্নী বট তুমি! মা-ও সপত্নী-পুত্রকে বনবাসে দিয়েছেন—স্বামীর মাথা খেয়েছেন, তুমিও সপত্নী-পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করেছ—স্বামীকে জীবন্তে মেরে রেখেছ; এক ছাঁচের ঢালাই।

কবচ। বিচার করুন, রাজ-প্রতিনিধি! আমি রাজ্যচ্যুত আপনা-দেরই দিয়ে রাখা রাজ্য হ'তে—রাজ-পূজা অপরাধে।

কেকয় উপস্থিত হইলেন।

শত্রুঘ্ন। আসুন—আসুন—দাদামহাশয়, আসুন। [আসনে বসাইয়া] সব কুশল ত?

কেকয়। হাঁ ভাই, তোমাদের কুশলেই আমার কুশল। এই এলুম, বলি—সব রাজ্যভার পেয়েছ, দেখি—শাসনটা কি রকম কর্‌ছ; আমরা রাজ্য ক'রে ক'রে বৃদ্ধ হ'য়ে গেছি—এ সময়ে আমাদের একটু সাহায্য, পরামর্শ, তোমাদের পাওয়া উচিত। বিচার আরম্ভ কর—ভরত, কবচের অভিযোগের; অভিযুক্তা তোমার মাতৃস্বসা—কৈকেয়ীর ভগ্নী—আমার কন্যা।

ভরত। [স্বগত, কৃতাঞ্জলিপুটে পাদুকার প্রতি] আজ এই প্রথম রাজসভাতেই অপরাধীর বিচার—না ভরতের পরীক্ষা? তুমি যেন আমার প্রাণের মধ্যে থেকো—রেখো আমায় তোমার যন্ত্র-পুত্তলিকা। কবচ, তোমায় যে রাজ্যচ্যুত করেছে তোমার বিমাতা—তার প্রমাণ?

কেকয়। এই, দাও ত চাঁদ প্রমাণ? অভিযোগ এমনি কর্‌লেই ত হ'ল না! আমি বল্‌ছি—সে তোমায় রাজ্য হ'তে তাড়ায় নি, তুমি অকর্ম্মণ্য, ভীরু, কেবল বিলাসিতা নিয়ে ব্যস্ত, প্রজাদের সর্ব্বনাশ কর; তোমাকে বাধ্য হ'য়ে রাজ্য ছেড়ে পালাতে হয়েছে। তোমার কিছু প্রমাণ আছে? কেউ সাক্ষ্য দেবে তোমার—তুমি নির্দ্দোষ, যত দোষী নন্দেয়ী দেবী?

কুণ্ডল উপস্থিত হইল।

কুণ্ডল। দেবে।

কেকয়। [চমকিত হইয়া] কে?

কুণ্ডল। সেই নন্দেয়ী দেবীর গর্ভজ পুত্র—কুণ্ডল নিজে।

কেকয়। [ততোধিক বিস্ময়ে] আরে—

কুণ্ডল। [কবচের প্রতি] দাদা, আমি তোমার দিকে।

কবচ। [ব্যাকুল আনন্দে] কুণ্ডল, ভাই—

কুণ্ডল। আমি এতদিন একটা মহা উভয়-সঙ্কটে পড়েছিলুম—দাদা, আমার একটা হাত ধ'রে তুমি—আর একটা হাত ধ'রে মা, এই দু'দিকের দু'টানাটানিতে। আমি এই বালক-জীবনের যতটুকু চিন্তা সম্ভব, সব দিয়েও অন্ধকার; ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারি নি, আমার কোন্ দিক্। শেষ আত্মঘাতী হওয়ার সঙ্কল্প করেছিলুম, দাদা; কিন্তু সুস্নিগ্ধ, শান্তিময় একটা স্বর্গীয় আলোক আজ অকস্মাৎ আমার চোখে প'ড়ে গেল—মাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতার পাদুকা এনে সিংহাসনে রেখে প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্য রক্ষা; আর যায় কোথা! আমাদের রাজা, আমাদের আদর্শ, কর্ত্তব্য, নীতি, সমাজ-শিক্ষকের যখন এই দিক্, তখন আর আমার দিক্-নির্ণয়ের বাকী কি? আমি তোমারই দিকে। [ভরতের প্রতি] রাজপুরুষ! সাক্ষ্য নিন্; অপরাধিনী নন্দেয়ী দেবী।

কেকয়। আরে, তুমি কাল্‌কের ছেলে—

ভরত। আপনি স্থির হ'ন্; এটা রামচন্দ্রের রাজসভা।

নন্দেয়ী উপস্থিত হইলেন।

নন্দেয়ী। চুপ কর, বাবা! [কবচের হাত ধরিয়া] পুত্র, রাজ্যে চল।

ভরত। [দৃঢ়স্বরে] তুমি অভিযুক্তা।

নন্দেয়ী। তুমিও চুপ কর, ভরত! আমাদের ঘরের ঝগড়া আমরা ঘরে ঘরে মিটিয়ে নিচ্ছি। পুত্র, আমি যত অপরাধই ক'রে থাকি, আমি তোমার মাতৃস্থানীয়া—সম্মানের; আমি প্রকাশ্য রাজসভায় দশের সমক্ষে দাঁড়িয়ে তোমার হাতে ধর্‌ছি, আমাদের মায়ে-পোয়ে বিবাদ—এ নিয়ে আর অপরের কাছে প'ড়ে কাজ নাই; তুমি যা ইচ্ছা কর্‌বে চল।

ভরত। তা হবে না, দেবি! তোমাদের অন্তর্বিদ্রোহের শাস্তি

হ'লেও আমি তোমায় ছাড়্‌ব না; তুমি রাজদ্রোহী, আমি বিচার কর্‌ব—তুমি রাম-অভিষেকের রাজ-পূজার প্রতিবাদ করেছ।

নন্দেয়ী। তুমি তার কিছু প্রমাণ পেয়েছ?

ভরত। এই কবচকে তুমি রাজ্যচ্যুত কর্‌লে কেন?

নন্দেয়ী। কবচ আমার সপত্নী পুত্র।

ভরত। [ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন]

নন্দেয়ী। [ক্রূর কটাক্ষে] বুঝ্‌তে পেরেছ, ভরত? না পেরে থাক—তোমার মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস।

ভরত। [চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল]

নন্দেয়ী। বিচার কর—ভরত, আমার অপরাধটা কি? হ'য়ে থাকে অপরাধ—তুমি তার বিচার কর্‌বে কি? বিচার কর, তোমার মায়ের বিচারটা আগে কর তা হ'লে।

ভরত। [মৃত্যুবৎ—মাথা হেঁট করিলেন]

কৈকেয়ী উপস্থিত হইলন।

কৈকেয়ী। তাই কর—রাজ-প্রতিনিধি, তোমার মায়ের বিচারই আগে কর; মাথা হেঁট কর্‌ছ কি! তোমার মা অকর্ত্তব্য করে নি। নন্দেয়ি, আমার দৃষ্টান্তে সপত্নী-পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করেছ—এই আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে তুমি এড়িয়ে যাবে এখান হ'তে? কে বলে আমি সপত্নী-পুত্রকে বনবাস দিয়েছি? বিদ্যালয়ে দিয়েছি।

নন্দেয়ী। বিদ্যালয়ে দিয়েছ!

কৈকেয়ী। শুধু তাই নয়, দোষ করেছিল—দণ্ডও দিয়েছি অপরাধের।

নন্দেয়ী। অপরাধের দণ্ড!

কৈকেয়ী। হাঁ; বিদ্যালয়ে দিয়েছি রাজনীতি শেখাতে, রাম রাজনীতি শেখে নি; আর দণ্ড দিয়েছি—রাজনীতি শেখে নি—সেই অযোগ্য অবস্থায় সে রাজা হ'তে আস্‌ছিল; অজ্ঞানে অগম্যা-আলিঙ্গন-উদ্যোগ-অপরাধের দণ্ড।

নন্দেয়ী। বুঝ্‌লুম না।

কৈকেয়ী। মিলিয়ে নে না: রাম যখন রাজনীতি শেখে নি—রাজ্যলক্ষ্মী তার পক্ষে অগম্যা নয় কি? সে তাকে আলিঙ্গনের উদ্যোগ কর্‌ছিল—ধর্‌তে আস্‌ছিল অজ্ঞানে বৃদ্ধ পিতার আগ্রহাতিশয়ে? দেখ্, কর্‌ছে কি না তাতে অজ্ঞানে অগম্যা-আলিঙ্গন-উদ্যোগের পাপস্পর্শ। তার প্রায়শ্চিত্ত কি, জানিস্? যুগোর্দ্ধ কাল বনবাস। নন্দেয়ি, আমি পুত্রকে রাজা কর্‌বার জন্য সপত্নী-পুত্রকে বনে দিই নি. তা'হলে চতুর্দ্দশ বর্ষ দিতে গেলুম কেন? চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য পুত্রকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে কি লাভ? কি চরিতার্থতা? আমার যদি সেই ইচ্ছাই থাক্‌ত, আমি যে মহারাজ দশরথের কাছে রামের চির-বনবাস, আর ভরতের চির-রাজ্যপদ চেয়ে নিতে পার্‌তাম—যখন আমার প্রাপ্য বর, কথাটী কইবার উপায় ছিল না? এটা কেউ ভাবলি না? আমি এই এক বনবাসে রামের অপরাধেরও দণ্ড দিয়েছি, অথচ তার নীতি-শিক্ষারও প্রসার ক'রে দিয়েছি; আমি বিমাতা নই—সৎ-মা। তোর তর্ক থাকে—বল্।

নন্দেয়ী। রাম রাজনীতি শেখে নি—অথচ জ্ঞানী, বৃদ্ধ রাজা দশরথ শুধু স্নেহে অন্ধ হ'য়ে তাকে রাজা কর্‌তে যাচ্ছিল?

কৈকেয়ী। সে নীতি রাম শিখেছিল বৈকি। যতটুকু নীতি নিয়ে সাধারণে রাজা হয়—পুঁথির মধ্যে যতটা নীতি দেওয়া আছে, তা রামের যথেষ্টই আয়ত্ত হয়েছিল; তবে আমি তাকে কি আশীর্ব্বাদ

করেছি, জানিস্? "রাম, তুমি রাজা হও; ম'রে গেল ফুরিয়ে গেল—সে রাজা নয়, যুগ যাবে—কল্প যাবে—কালের গদায় রাজা, প্রজা, রাজ্য, রাজনীতি—সব শব্দ চুরমার, চুপ হ'য়ে যাবে—শূন্যের নিস্তব্ধতায়, স্মৃতির ধূম্র ধ্বজায় শান্তির স্বহস্তে লেখা বিজ্ঞাপন উড়্‌বে—'রামরাজ্য'; সেই রাজা।" সে রাজা এ পুঁথির পড়া নীতিতে হয় না, নন্দেয়ি; প্রকৃতির শিক্ষকতা চাই। পুঁথি শুদ্ধ ব'লে দিয়ে খালাস, অনাহারীকে অন্ন দাও—গৃহহীনকে আশ্রয় দাও—দুষ্টের দণ্ড কর—শিষ্টের সম্মান রাখ, তার ক্ষমতা ঐ পর্য্যন্ত; নিরন্নের যে কি অন্তর্দাহ—নিরাশ্রয়ের যে কতদূর অশান্তি—অত্যাচারীর আঘাতটা যে কি ভয়ঙ্কর অসহ্য—শিষ্টের সৌহৃদ্যে কি পর্য্যন্ত জগৎ উপকৃত, সে বিষয়ে পুথি নীরব। যদি কেউ কিছু ব'লে থাকে, সে মাত্র ভাষার গাঁথনি—ভাসা ভাসা– তার ভিত্তি নাই; সেটা—নিজে হ'য়ে, স'য়ে, ভুগে, সঙ্গ ক'রে—তবে শিখ্‌তে হয়। নন্দেয়ি, আমি একটা রাজা গড়্‌তে বসেছি দেশের জন্য আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে। রাজার ছেলে রাজা—রাজভোগ হ'তে রাজভোগে, সে রাজা অনেক হ'ল—গেল; এ রাজা হবে, নিজে নিরন্ন হওয়া—নিরাশ্রয়ের অশান্তি পাওয়া—অত্যাচারীর আঘাত সওয়া আর সাধুর উপকার বোঝা। এ রাজা থাক্‌বে আপ্রলয় অমর; এ রাজাকে স্মরণ হবে দেশের ওপর ভবিষ্যতের প্রত্যেক ধাক্কায়।

নন্দেয়ী। আচ্ছা দিদি, রাজা গড়্‌তে বসেছ দেশের জন্য সপত্নী-পুত্রকে বনবাস দিয়ে; কিন্তু চৌদ্দ বৎসরের জন্যই হোক আর চৌদ্দ দিনের জন্যই হোক, লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন ত ছিল—নিজের ছেলে ভরতটীর জন্য রাজ্যভার চাইলে কেন?

কৈকেয়ী। ভরতের জন্য রাজ্যভার নিয়ে রেখেছি কেন, জানিস্? ভরত রাজ্য ভোগ কর্‌বে ব'লে নয়—রাজ্য নেবে না ব'লে। নন্দেয়ি,

রাজ্য জিনিষটা কি, রাজার মেয়ে—রাজার রাণী, বুঝিস্ ত? চৌদ্দ বৎসর ত অনেক দূর, চৌদ্দটা পল হাতে পড়্লে ঋষির রক্ত অন্য করম হ'য়ে যায়, কিন্তু ভরতকে দেখ্, দেখ্ ওর আসন—ওর পাদুকা-পূজা, অযোধ্যা না ঢুকে এই নন্দীগ্রামে রাজধানী স্থাপনা; আমি লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নকে সামান্য বল্‌ছি না, তবে ভোগের মাঝে ব'সে থেকে এ ত্যাগ—রাজত্ব হাতে নিয়েও প্রতিমুহূর্ত্ত রামের আশা-পথ চেয়ে থাকা, এ রাজর্ষিত্ব আর কোথাও ছিল না এক ভরত ভিন্ন। ভরতকে আমি চিন্‌তুম, ভরত আমার পুত্র—আমারই রক্তে তৈরী সে; তা নইলে—নন্দেয়ি, আমি ভরতকে জান্‌লুম না—শুন্‌লুম না, মন্থরা—একটা দাসীর কথায় নেচে উঠে তার জন্য রাজ্য নিয়ে রাখ্‌লুম, সে এসে আমায় তিরস্কার, অপমান কর্‌তে লাগ্‌ল—আমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে ভাই-এর কাছে ছুটে গেল; আমি কি একটা যে-সে! আমি সত্য-প্রাণ মহারাজ দশরথের আদরের মহারাণী—

শত্রুঘ্ন। [ভরতের প্রতি] দাদা, সেই মা।

ভরত। [ব্যাকুলভাবে] মা! মা আমার—

কৈকেয়ী। স্থির হও, পুত্র! রাজসভা—বিচার কর—কোন্‌খানটায় আমি অকর্ত্তব্য করেছি।

বশিষ্ঠ উপস্থিত হইলেন।

বশিষ্ঠ। তুমি ঠিক করেছ, মা! এতদিন আমি বড় বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলাম তোমায় নিয়ে, গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে উঠেছিলাম জগৎকে তোমার পরিচয় দিতে; আজ আমি সুস্থির। আজ আমি বুঝিয়ে দিতে পার্‌ব মা, তুমি সামান্যা কৈকেয়ী নও, তুমি মহাশক্তির মহতী করুণা—মূর্ত্তিমতী; তুমি একটা কথায় যা করেছ জগতের—তার

জন্য জগৎকে হয় ত যুগ-যুগান্তর ধ'রে মাথা ঠুক্‌তে হ'ত—তাও হ'ত কি না!

কৈকেয়ী। প্রভো—সর্ব্বজ্ঞ! রামচন্দ্র এখন কোথায়, দেব?

বশিষ্ঠ। পঞ্চবটীতে, দেবি!

কৈকেয়ী। পঞ্চবটীতে! সে স্থানে যে শুনেছি রাক্ষস বিচরণ করে, প্রভু!

বশিষ্ঠ। সেইজন্যই ত বল্‌ছি মা, তুমি ঠিক করেছ; তুমি মহা-শক্তির প্রেরণা। বর্ত্তমানে রামচন্দ্রের রাক্ষসের দেশ দিয়ে যাওয়াই একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল, মা! মায়াবী রক্ষকুল বলদর্পে জগতের শিখরে উঠেছে, সত্য-অবতার শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র সে গর্ব্বের খর্ব্বকারী; তুমি তার সুন্দর পথ ক'রে দিয়েছ। তুমি না থাক্‌লে হ'ত না; তার মহাবাধা ছিল মহারাজ দশরথ—যিনি একদিন মহাঋষি বিশ্বামিত্রকেও প্রতারণা ক'রে রাম-লক্ষ্মণ ব'লে রাক্ষস-নিধনে ভরত-শত্রুঘ্নকে পাঠিয়ে-ছিলেন। সে বাধা আর কিছুতেই খণ্ডন হ'ত না; তুমি ভীম প্রতিঘাত নিজের মধ্যে নিয়ে মুষ্ট্যাঘাতে সে বাধা চূরমার, জগতের পরপারে পাঠিয়ে দিয়ে শান্তির রুদ্ধ প্রবাহ অনন্ত মুখে ছুটিয়ে দিয়েছ। তুমি অজ্ঞেয়া, অবাঙ্‌মনোগোচরীভূতা; তুমি অতীত বর্ত্তমানের কাতর ডাকে ভীষণ-ভাবে নেমে আসা—ভবিষ্যতের হাস্য। তোমায় আর আমি কি ব'লে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব, মা! জগৎ! তুমি আমার আশীর্ব্বাদ নাও—তুমি বোঝ আর না বোঝ—তুষ্টই হও আর রুষ্টই হও, আমার আশীর্ব্বাদ—এ রকম কৈকেয়ী তোমার যুগে যুগে জন্মাক্‌।

[প্রস্থান।

দর্পণ।—

গীত।

ওমা! চিনেছি তোমারে এত দিনে।
মোরা চলেছিনু কলুষিত সর্পিল পথ বাঁকে
আঁখি বিনে।
তুমি কণ্টকে বেড়া মৃত-সঞ্জীবনী লতা—
মহারণে ভরা তুমি মধুময়ী স্বাধীনতা,
তুমি স্বর্ণ-শুদ্ধ-করা অগ্নিশিখা—
তুমি দেবভূমি বেষ্টিয়া মহা পরিখা,
তুমি অচিন্ত্যময়ী মহামায়া;
তব শত বন্ধন মাঝে,
মুক্তি তোমারই পদছায়া;
তুমি জননী কুশলালয়া
পদাঘাতে রাখিলে মা জগতে কিনে।

কৈকেয়ী। [নন্দেয়ীর প্রতি] কি ভগ্নি, নীরব কেন? তোমার আর কোন কথা আছে?

নন্দেয়ী। [নীরবে তীব্র ভ্রূকুটী করিলেন]

কৈকেয়ী। তুমি অকর্ত্তব্য করেছ, নন্দেয়ি! তোমার লক্ষ্য কিছু নাই, তুমি রাজ্যের জন্য সপত্নী-পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করেছ। আর তুমিও ভাল কর নি, কবচ! তুমি জগৎটার একটা দিকই দেখে গেছ—দু-দিকে চাও নি, বিমাতাটাই ধ'রে গেছ—রামের অনুসরণ কর নি; এই জন্য আবার অভিযোগ আনে। আর কুণ্ডল, তুমি মহত্ত্ব দেখিয়েছ বটে ভরতের দৃষ্টান্তে ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে; কিন্তু ভরত পাদুকা পূজা করছে কোন্ ভাইয়ের? রামের মত ভাইয়ের, মা তাড়িয়ে দেয়, মুখে কথাটী

নাই—সুড়্‌সুড়্‌ চ'লে যায়—সেই ভাইয়ের। এ ভাইয়ের জন্য তোমার মাকে ভাসিয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি। যেমনি রাজ্য-পিপাসু মা—তেমনি অভিযোগ-আনা ভাই, তোমার দুই-ই সমান; এ] হ'তে তোমার আত্মহত্যায় মহত্ত্ব বেশী ছিল।

কুণ্ডল। [নন্দেয়ীর প্রতি] মা! আমায় ক্ষমা কর।

কবচ। [নন্দেয়ীর প্রতি] দেবি! আমি অপরাধী, তুমি আমার মাতৃস্থানীয়া নও—মা হ'তেও; চল মা রোহিলায়, আজ হ'তে আমি তোমার রাম।

নন্দেয়ী। [পুত্রদ্বয়কে দুই পার্শ্বে লইয়া] রাজপুরুষ! আমায় দণ্ড দেবে কি?

ভরত। আবার তোমায় কি দণ্ড দেব, হতভাগিনি? রাম-রাজত্ব, এখানে শূল নাই—বন্ধন নাই—কারাগার নাই; দণ্ডের উদ্দেশ্য—শিক্ষা, চৈতন্য, শাস্তি; তোমার দণ্ড হ'য়ে গেছে।

[নন্দেয়ী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুত্রদ্বয়ের হস্ত ধরিয়া ভ্রূকুটীভঙ্গে চলিয়া গেলেন।]

কৈকেয়ী। আর বাবা—[সঙ্কুচিতা হইলেন, আর বলিতে পারিলেন না।]

কেকয়। কেন? আমারও ঠিক হয় নি নাকি?

কৈকেয়ী। তা—না থাক্—

কেকয়। আর থাক্ কেন? থাক্‌লেও—বুঝ্‌তে ত বাকী রইল না? আচ্ছা, আমারও থাক্—[গাত্রোত্থান করিলেন]

কৈকেয়ী। যাচ্ছ? তোমার মন্থরাটাকে নিয়ে যাও, বাবা!

কেকয়। তারও ঠিক হয় নি?

কৈকেয়ী। তার এখানকার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে, আর থাক্‌বার দরকার নাই তার।

কেকয়। বেশ।

কৈকেয়ী। ভরত, মন্থরার বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে দাও।

কেকয়। তাকে খেতে দিতে আমি পারব—[গমনোদ্যত]

কৈকেয়ী। তা হ'লে আর চেপে রাখি কেন; আমার কথাটা শুনেই যাও, বাবা! এখন আর আমরা সবটা তোমার কন্যা, দৌহিত্র নই—এখন আমরা কতকটা রামের মা আর রামের ভাই।

[প্রস্থান।

কেকয়। আচ্ছা, দেখা যাবে—রামের মা, রামের ভাই—

[সক্রোধে প্রস্থান।

ভরত। শত্রুঘ্ন, সভা ভঙ্গ হোক্?

শত্রুঘ্ন। [মস্তক অবনত করিয়া সম্মতি জানাইলেন]

ভরত, শত্রুঘ্ন। জয় রাম! [প্রণাম করিলেন]

প্রজাগণ। [প্রণাম করিয়া]

গীত।

প্রভু দৈনন্দিন কার্য্য শেষ।
বিশ্রাম কর প্রভু, খোল বর্ম্মাঙ্গ ও রাজবেশ।
স্নান কর প্রভু, প্রীতি-তটিনীর ধীরস্রোতে অবগাহি,
ধর প্রভু ধর প্রণতি-ভোগ কৃপা-দরশনে চাহি;
চল গো নিদ্রা-মন্দিরে সুখ-শয়নে—
সেবিকা তথায় ভক্তি মোদের আছে উৎসুক নয়নে,
বিদায় তবে—দাও অনুমতি—
বিদায় প্রভু—যথা আদেশ।

[ভরত পাদুকা মাথায় করিলেন, শত্রুঘ্ন ছত্র ধরিলেন, প্রজাগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

নর্ত্তকীগণ সহ কন্দুক উপস্থিত হইল।

কন্দুক। একটু স্ফূর্ত্তি কর্ দেখি তোরা; মাথাটা আমার বন্‌বন্ ক'রে ঘুর্‌ছে, দেখি ঠাণ্ডা হয় নাকি।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ওলো সই সুখ চেয়ে সুখের স্বপ্ন ভালো।
মধু হ'তে মধুর তেষ্টা আরও রঙিন্ আরও ঘোরালো।
মিলনের চেয়ে মিলনের বাধা মিষ্টি—
ওলো বঁধু হ'তে বহু আদরের
বঁধুর আশা-পথ চাওয়া দৃষ্টি,
মাথায় থাক্ সে মাতাল ফাগুন,
আসল রসিক জ্বলির আগুন
গায় সে নিকট-বৃষ্টি;
ওলো মিটে যাওয়া হ'তে প্রয়োজনে সুখ,
ফুটে বলা চেয়ে ফেটে যাক্ বুক;
নিবুক হাসির সাজানো বাতি—
থাক্ মিট্‌মিটে স্মৃতির আলো।

কন্দুক। বাঃ, বেশ হচ্ছে—বেশ হচ্ছে; আর একখানা গা।

১ম নর্ত্তকী। সেই ঠাকুর আস্‌ছে যে!

কন্দুক। ঠাকুর আস্‌ছে? ডেকেছি আমি তাকে। আচ্ছা, এখন যা তোরা। [নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল।]

কন্দুককে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে

সৈন্ধব উপস্থিত হইল।

বলি—এ ঠাকুর, তুমি ত বাবার সঙ্গে থাক; বাবার আমাদের কাণ্ডগুলো কি, বল দেখি?

সৈন্ধব। কাণ্ড?

কন্দুক। এই লোকের ঘর ভেঙে বেড়ান'?

সৈন্ধব। তা—তা—

কন্দুক। তা-তা নয়; এই অযোধ্যাটায় যা ক'রে এসেছে, মানুষে কেউ পারে না।

সৈন্ধব। তোমার বাবা কি তা হ'লে শেয়াল-কুকুরের দলে, বাবাজী?

কন্দুক। দেখ ঠাকুর, বেশী চালাকি ক'রো না; ঘর ভাঙা—বড় যা-তা নয়, তাও অযোধ্যার মত ঘর।

সৈন্ধব। ও ঘর এক রকম মোচ্‌ড়ানই ছিল, বাবাজী!

কন্দুক। বটে! মোচ্‌ড়ান' ছিল, তাকে জোড়া দেবার চেষ্টা না ক'রে দু'খানা ক'রে দিতে হবে! বুঝেছি—তুমিও ঐ রঙ্গের। তোমায় আমি ভাল ব'লে জান্‌তাম। তোমার অন্ন উঠ্‌ল, ঠাকুর!

সৈন্ধব। দোহাই বাবাজী! আমি ভালই আছি। কোন্‌ অব্রাহ্মণ মন্দ হয়েছে। আমি তিন-সন্ধ্যেই গায়ত্রী জপি, একবেলা দুটো নিরিমিষ্যি খাই, আমার উপসর্গ ব্রাহ্মণীটী পর্য্যন্ত নাই। এই দেখ বাবা, আমার পৈতে কেমন ধব্‌ধবে—চৈতন কত লম্বা, আমি ভালই আছি; তুমি যদি কিছু মন্দ দেখে থাক—আপত্তি নাই, আমায় অন্য সাজা দাও—অন্নটাতে হাত দিয়ো না।

মন্থরা সহ কেকয় উপস্থিত হইলেন।

আসুন—আসুন, মহারাজ! আমি রাহুগ্রস্ত।

কেকয়। রাহুগ্রস্ত!

সৈন্ধব। কুমার আমার ওপর ঝুঁকেছেন।

কেকয়। কেন—কেন?

সৈন্ধব। আজ্ঞে, আমি মন্দ হয়েছি।

কন্দুক। [মন্থরার প্রতি] এই, তুই মাগী যে আবার এখানে বড়?

সৈন্ধব। ওরে বাপ্ রে—আজ একধার হ'তে—

কন্দুক। কথা কচ্ছিস না যে?

মন্থরা। কেন, তার হয়েছে কি? আস্‌ব না এখানে? তোর একার কি, এ আমারও বাপের ঘর। এতটুকু বেলা থেকে আমি আছি এখানে; তুই তার কি জান্‌বি, রে ছোঁড়া? কাল তোকে আমি আঁতুড় ঘরে থেকে বের্ ক'রে এনেছি, তুই কি-না আজ মেরে আমার গতর ভেঙে দিস! কই—দে দেখি এইবার গায়ে হাত?

কন্দুক। ওঃ! বেটী যেন আমার গড়ের ভেতর বসেছে! আস্পর্দ্ধাটা দেখ একবার! গায়ে হাত দিলে ওকে রাখ্‌বে যমে। দেখ বাবা, তুমি যা করেছ—সব শুনেছি; সে-সব এখন থাক্, এখন তুমি ও বাস্ত-মনসাটীকে এখানে নিয়ে এলে কেন?

মন্থরা। ও-মাগো! আমি বাস্ত-মনসা! [দন্তে দন্তে চাপিয়া আঙুল মট্‌কাইতে লাগিল।]

কন্দুক। এটি যেখানকার—সেইখানে রেখে এস।

কেকয়। সেখানে আর ও থাক্‌বে না, কৈকেয়ী ওর অপমান করেছে।

সৈন্ধব। [সাগ্রহে] অপমান করেছে মানে? তাড়িয়ে দিয়েছে?

কেকয়। হাঁ তাই; শুধু ওকে নয়, আমাকেও।

সৈন্ধব। [অতর্কিতে মৃদুহাস্য]

কন্দুক। তা বেশ করেছে; বড় দিদিই না হয় তাড়িয়ে দিয়েছে— তোমার ত বাবা, আরও মেয়ে রয়েছে? দোহাই বাবা, উটীকে এইবার তার কুলুঙ্গিতে তুলে দিয়ে এস, উটীকে আর আমার ভিটেয় বসিয়ো না।

কেকয়। কেন, ও কি করবে তোমার?

কন্দুক। ঘুঘু চরাবে—আর করবে কি? এই অযোধ্যাটায় ক'রে এল কি? দোহাই বাবা, কথা রাখ; আমার ভাই নাই, সৎমা নাই, কামড়াবার কোথাও একটা পিঁপড়ে পর্য্যন্ত নাই; তবু দেখো—ও বেটী এখানে থাকলে, তোমায় আমায়—বাপ-বেটাতেই ভিন্ন হাঁড়ি ক'রে ছাড়বে।

কেকয়। বুঝেছি, মন্থরা যে বলছিল—তুমি তাকে প্রহার করেছ —তা হ'লে সে সব সত্য।

কন্দুক। আমিও বুঝেছি, ও বেটী ভিন্ন হাঁড়ির বীজ-পত্তন না ক'রে আর এখানে পা বাড়ায় নি। দেখ বাবা, আমি বেশী কথা বলি না, যা বলি সোজাসুজি—মুখের ওপর—যেই হোক্! ও বেটীকে তুমি যদি এখানে জায়গা দাও, আমি একবার দেখে নেব—ও বেটীই থাকে কি আমিই থাকি। হয় হোক বাপ-বেটায়—তাতেই বা কে পিছ্‌পাও।

[প্রস্থান।

মন্থরা। বা-বা-বা, জারি দেখে বাঁচিনে! তুই পিছ্‌পাও নোস, লোকেই বা কে তোকে ডরিয়ে? বলি দেখ্‌লে? ছেলের গুণ দেখ্‌লে?

মেরে আমায় রাখে নি গো! ওগো. সে কী মার গো—এই চাপড় ত এই চাপড়, এই ঘুষি ত এই ঘুষি; একটী কথা কইবার ফাঁক নাই গো! সে কী বেতালা বেসুরো মার গো! আমি বেঁচে আছি শুধু তোমার মুখ চেয়ে গো! তুমি থাক্‌তে আমার এ দুর্গ্যতি! ওগো —আমি কোথা যাই গো—

কেকয়। চুপ কর্, আমি আজই এর চূড়ান্ত ক'রে দিচ্ছি। ছেলে—সে মুখের ওপর বলে কিনা—হয় হোক বাপ-বেটায়!

সৈন্ধব। [গম্ভীরভাবে] আজ্ঞে মহারাজ, উপযুক্ত ছেলে!

কেকয়। কি বল তুমি, সৈন্ধব! এ রাজ্য এখনও আমার কি না?

সৈন্ধব। হ'লেও—মহারাজ, ছেলে উপযুক্ত—সম্‌ঝে।

মন্থরা। ওগো, তুমি কারও, কথা শুনো না। তুমি বেঁচে থাক্‌তেই এত—পথে ত দাঁড়িয়েই আছ, ম'রে গেলে—বালাই ষাট্—না জানি আরও হবে কত! তুমি যা কর আর না কর, আমার একটা কিনারা তুমি আগে কর।

সৈন্ধব। আরে, তুই মাগী থাম্, আমরা আগে নিজেদের কিনারা দেখি। মহারাজ, কৈকেয়ীর ব্যাপারটা কি শুনি?

কেকয়। সে আর শুন্‌তে হবে না, সৈন্ধব! সে আমার মেয়ে নয়।

সৈন্ধব। কেন! কেন মহারাজ—এতদূর! হ'ল কি?

কেকয়। হবে আর কি, আমি তার জন্য যা-কিছু করেছি —সে আমার ঠিক হয় নি। তুমি যা বলেছিলে তাই, সে রামকে আমাদের পরামর্শ মত বনবাস দেয় নি—মায়ের মত বিদ্যালয়ে দিয়েছে নীতি শেখাতে, তাকে একটা রাজা তৈরী করবে—যা কোন যুগে হয় নি। আর তার বেটাটাও ঠিক তাই, রামের পাদুকা এনে কুকুরের মত প'ড়ে প'ড়ে রাজ্য আগ্‌লাচ্ছে। তারা এখন আর আমার

কন্যা, দৌহিত্র নয়, তারা এখন রামের মা—রামের ভাই। গেলুম—তা একটু অভ্যর্থনা নাই, এলুম—তা মা-বেটা কারও মুখে একটা কথা নাই।

মন্থরা। কথা! দূর-ছেই; কুকুরকেও কেউ সে রকম ক'রে তাড়ায় না। বলি, ধর্ম্ম কি নেই গা! আমি না হয় ঝি-চাকরাণী—মানুষ করেছি—এই ত? বড় হয়েছে, মিটে গেছে; কিন্তু বাপ—জন্ম দিয়েছে, তার সঙ্গেও কাটান্-ছিড়েন্!

সৈন্ধব। তা—তাতে মহারাজের কি ক্ষতি হয়েছে? কৈকেয়ী রামের মা—আর ভরত রামের ভাই, এ ত মহারাজেরই গৌরব।

কেকয়। গৌরব! আচ্ছা ভাই; তবে মুখে বল্লে হবে না ত? আমি দেখ্তে চাই চোখে—রামের মা, রামের ভাই। আমি অযোধ্যাটা এবার লণ্ড-ভণ্ড ক'রে দেব, সৈন্ধব! দেখি, কেমন ক'রে তারা রাজ্য আগ্লায়, কোন্ চুলোয় রামকে এনে বসায় আর কি ক'রে দেখায়—রামের মা, রামের ভাই।

সৈন্ধব। মহারাজ, ছাড়ান্ দিন্; ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বিবাদ কর্‌বেন না!

কেকয়। ছেলের সঙ্গে উপস্থিত না হ'লেও মেয়ের সঙ্গে না হ'য়ে আর উপায় নাই, সৈন্ধব! আমি সব এঁচে ঠিক ক'রে ফেলেছি; আমায় এখনই রোহিলায় যেতে হবে। আমি নন্দেশ্বীর অনেকটা আভাস পেয়েছি—সে স্বাধীন হ'তে চায়; শুধু তাকে নয়, এই অযোধ্যার অধীনে যতগুলো করদ-রাজ্য আছে, আমি একধার হ'তে ক্ষেপিয়ে দেব; দেখি তারা ক'দিক্ সাম্‌লায়, কি ক'রে হয়—রামের মা, রামের ভাই। গোঁয়ার ছোঁড়াটাকে তুমি নিষেধ কর্‌ছ—এখন আর আমি ঘাটাচ্ছি না; তবে তুমি ওকে ঠাণ্ডা ক'রো, বুঝিয়ে দিয়ো—

পথে বসিয়ে যাব তা হ'লে। মন্থরা এখন না-হয় দিনকতক তোমার ঐখানেই—

সৈন্ধব। [স্বগত] এই রে! গুরু, রক্ষে কর!

কেকয়। [চিন্তা করিয়া] না, আমার সঙ্গেই চলুক; ছোঁড়াটা টের পেলে—একে ত খাপ্পাই আছে—তোমার কথা আর মোটেই নেবে না তা হ'লে।

সৈন্ধব। শুধু কথা নেবে না—আমাকেও ঐ মন্থরার দাওয়াই দিয়ে দেবে; ও ছেলে আপনার বামুন-বৈষ্টম মানে না।

কেকয়। আয়—মন্থরা, আমার সঙ্গে।

মন্থরা। ওমা! সে কি গো! কোথা যাব গো? তা হ'লে আমায় মার্‌বে সে আর বেশী কথা কি? তুমিও যে ছেলের ধমকে ভড়্‌কে গেলে, গো!

কেকয়। আয়—আয়, যেখানেই থাকিস্—তোর সুখে থাক্‌লেই ত হ'ল? [স্বগত] রামের মা, রামের ভাই।

[প্রস্থান।

মন্থরা। ওগো, তুমি যে আমায় নিয়ে বেড়াল-ছানা বওয়া-বয় কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে গো!

[প্রস্থান।

সৈন্ধব। আরে যা মাগি, যা; আজকের মারটাই এড়িয়ে গেছিস— এই তোর বাবার ভাগ্যি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

নন্দেয়ী উপবিষ্টা ছিলেন, কুণ্ডল উপস্থিত হইল।

নন্দেয়ী। কুণ্ডল, কবচকে ডেকেছ ?

কুণ্ডল। হাঁ মা, ঐ দাদা আস্‌ছেন।

কবচ উপস্থিত হইল।

কবচ। একটু বিলম্ব হ'য়ে গেছে, মা! অযোধ্যা হ'তে দূত এসেছে রাজকরের জন্য—তার বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে আস্‌তে হ'ল।

নন্দেয়ী। বেশ সময়েই আমি তোমাদের সমবেত করেছি তা হ'লে! সেদিন আমি অযোধ্যার রাজসভায় বড় অপদস্থ হ'য়ে এসেছি, পুত্র! কথা ফুরিয়ে যায়—বুঝি আমি পরাজিত; কিন্তু আমার কথা থাক্‌তে আমি বল্‌তে পাই নি। অযোধ্যার অধীশ্বরী আপনার মহত্ত্বের বেশ দীর্ঘ-পরিচয় দিয়ে আমায় ব'লে উঠ্‌ল—তোমার লক্ষ্য কিছু নাই, তুমি রাজ্যের জন্য সপত্নী-পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করেছ। আমি যদিও নির্ব্বাক্—মাথা নীচু ক'রেই এলাম; কিন্তু তা নয়, আমি রাজ্যের জন্য তোমার পিতাকে বা তোমাকে রাজ্যচ্যুত করি নি; আমারও তাঁরই মত একটা বৃহৎ লক্ষ্যই ছিল; তবে সেটা সেখানে বল্‌বার নয়। শোন পুত্র, আমার সে লক্ষ্যটা—

কবচ। বুঝেছি মা, আর বল্‌তে হবে না। আমরা ভ্রান্ত—অপরাধী, এতদিন চিনে উঠ্‌তে পারি নি তোমায়; তোমার লক্ষ্যই উচ্চ—লক্ষ্য তোমার স্বাধীনতা।

• নন্দেয়ী। তবু শোন—পুত্র, আমার দুঃখের গল্পটা। আমার যখন

বিবাহ হয় তোমার পিতার সঙ্গে, আমি নিতান্ত বালিকাটী না হ'লেও —বৈষয়িক ব্যাপারে বালিকা। বেশ এলুম এখানে হেসে-হেসেই—বেশ ঘর কর্‌তে লাগ্‌লুম সুখে-স্বচ্ছন্দেই। কিছুদিন এই রকম কাটার পর অর্থাৎ কুণ্ডল ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঠিক পরেই একদিন হঠাৎ আমার চোখে প'ড়ে গেল—আমি কেকয়রাজকন্যা নন্দেয়ী দেবী—রোহিলায়—এক ক্ষুদ্র, হীন করদ-রাজ্যে—তাও অযোধ্যার অধীনস্থ, যেখানকার সম্রাজ্ঞী আমারই সহোদরা বড় দিদি ; হিংসাই বল আর যাই বল, আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়্‌ল, পুত্র! আমার অভিমান এল পিতার উপর, আমি ঘৃণায় লজ্জায় দুঃখে আপনাতে আপনি ম'রে রইলুম। কিন্তু তার জন্য যে তোমার পিতাকে আমি অভক্তি করেছি, তা করি নি ; বরং সেইদিন হ'তে আরও জীবন দিয়ে যত্ন কর্‌তে লাগ্‌লুম ; তবে— তাতে একটু উত্তেজনা মিশিয়ে—মাথা তোল্‌বার। কিন্তু পুত্র, সে বংশগত হিমরক্ত কিছুতেই তাত্‌ল না। আমারও দৃঢ়সঙ্কল্প—জোর ধর্‌লুম ; ভাল কর্‌লুম না—বেশী টানাটানিতে ছিঁড়ে গেল ; তোমার পিতা শেষটায় উল্টো বুঝ্‌লেন—পালিয়ে গেলেন।

কবচ। থাক্‌—আর ব'লো না মা, আর ব'লো না।

নন্দেয়ী। আর একটা কথা—তাতেও আমি নিরস্ত হলুম না, পুত্র! তোমায় ধর্‌লুম ; কিন্তু দেখ্‌লুম, তোমারও সেই রক্ত—তুমিও বুঝ্‌লে সেই উল্টো! পুত্র, আমি যদিও অনেক দৌরাত্ম্য করেছি তোমার উপর, স্মরণ হয় বোধ হয়—অনেক সেধেওছি?

কবচ। মা—মা! অপরাধ ক্ষমা কর—মা, অজ্ঞান পুত্রের। বল মা, এখন তুমি কি চাও?

নন্দেয়ী। কিছু না ; যদি পার—আমার লক্ষ্যটা অযোধ্যার অধীশ্বরীকে জানিয়ে দাও।

কুণ্ডল। [সচকিতে] মা!

নন্দেয়ী। বল, পুত্র!

কুণ্ডল। কাঁদ্‌তে পার্‌বে ত?

নন্দেয়ী। পুত্র, আগুনের জ্যোতিঃ দেখে পতঙ্গ তাতে ঝাঁপ দিয়ে শুদ্ধ মরে—এই দৃষ্টান্তই কি সংসারের ঘরে ঘরে এমন ভাবে জুড়ে বসেছে যে, উঁকি মেরেও কারও দেখ্‌বার অবসর নাই? রত্ন নিতে হ'লে সমুদ্রে ডুব দিতে হয়। কাঁদ্‌তে হয়—কাঁদ্‌ব; হাসি, কান্না দুই-ই ত প্রাকৃতিক নিয়ম। পুত্র অধীনতার নরক সেবায়, ভিতরে কান্নায় বোঝাই—উপরে হাসির ভ্রুকুটী, তার চেয়ে স্বাধীনতার অনন্ত পূজায়, সর্ব্বহারার সে অশ্রু সহস্র গুণে শান্তির—লক্ষ গুণ তৃপ্তির। তোমরা আমার লক্ষ্য জানাও।

কুণ্ডল। মা—

কবচ। চুপ, কথা ক'স না। অধীনতার অন্তর্দাহ তুই এখনও বুঝিস নি, আমিও বুঝি নি এতদিন; সেদিন বেশ হাড়ে-হাড়ে বুঝে এসেছি—আমায় পাদুকাকে প্রণাম কর্‌তে হয়েছে।

কুণ্ডল। পাদুকা হ'লেও—সে ত রাম-পাদুকা, দাদা, তোমারই গুরুর! যাঁর অনুষ্ঠিত নীতি নিয়ে তুমি আজ বিমাতাকে মা বল্‌তে শিখেছ! মা, বুঝ্‌লুম—তুমি রাজ্যের জন্য স্বামী-পুত্রকে রাজ্যচ্যুত কর নি, তোমার লক্ষ্য ছিল—সে লক্ষ্যও উচ্চ—স্বাধীনতা; কিন্তু এ স্বাধীনতাটার উদ্দেশ্য কি, মা? কি এমন ত্রুটী ঘটেছে অযোধ্যার শাসনে জগতের—যার সংশোধনে তোমার মাথা তুলে ওঠার একান্ত দরকার? এখানে বোধ হয়, আর তোমার কথা নাই? এ স্বাধীনতা—বোধ হয় স্বাধীনতার জন্যই?

নন্দেয়ী। হাঁ—তাই। পুত্র, পাখী যে অনন্ত আকাশে আপনার

মনে উড়ে বেড়ায়, সে কি উদ্দেশ্যে ? তাকে কেউ স্বর্ণ-পিঞ্জরেই রাখুক্—আর অমৃত-ফল এনেই খাওয়াক্, তার সে শান্তি হয় না কেন? স্বাধীনতার কারণ নাই, কুণ্ডল ! যদি থাকে—সে ঈশ্বর-সঙ্গ-সুখ-লাভের মত অব্যক্ত।

কুণ্ডল। আর আমার কথা নাই, মা ! স্বাধীনতা যখন তোমার ধারণায় ঈশ্বর-সঙ্গ-সুখের সমতুল্য, তুমি মা—আমি ছেলে, তোমায় ঈশ্বর-সঙ্গ করান' আমার ধর্ম্ম; আমি তোমার স্বাধীনতার জন্য জীবন দেব।

কবচ। দেবি, তা হ'লে ত এই উপযুক্ত সুযোগ ; অযোধ্যার দূত রাজকরের জন্য এসেছে—আমি প্রত্যাখ্যান ক'রে পত্র লিখি গে ?

নন্দেয়ী। আমি লিখ্‌ব, কবচ ! ও পত্র আমি লিখ্‌ব নিজের হাতে, তুমি পার্‌বে না ; আমার এই প্রাণটার ভেতর অনেক কথা টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুট্‌ছে, তারা প্রকাশ হ'তে না পেলে পোকা-ধরা গাছের মত আমায় ভেতরে ভেতরে জেরে দেবে ; আমি তার কতকগুলোকে হাল্কা ক'রে দিই।

কেকয় উপস্থিত হইলেন।

কেকয়। আমারও গোটাকতক কথা দে—নন্দেয়ি, ঐ সঙ্গে—ঐ পত্রটার ছত্র-কতক বাড়িয়ে, আমিও একটু হাল্কা হই ; আমার প্রাণটাও ঠিক ঐ রকমই ফুটন্ত, মা ! আমিও সেদিন কথা থাক্‌তে চ'লে এসেছি—থাক্ ব'লে।

নন্দেয়ী। [অভিমানে] বাবা, যাও—সেই তুমি, জেষ্ঠা কন্যাকে সম্রাজ্ঞী ক'রে আমায় তার অধীনস্থ করদ-রাণী করেছ।

কেকয়। অন্যায় করেছি, মা ! অভিমান করিস নে ; সেই ত্রুটী সংশোধনের জন্যই আজ আমি এসেছি। নন্দেয়ি, আগুন জ্বালা, আমি

তোর ইন্ধন জুগিয়ে দিই ; অযোধ্যা ছারখারে যাক্, কৈকেয়ীকে যেন ছেলের হাত ধ'রে আমার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। মন্থরা—

মন্থরা উপস্থিত হইল।

মন্থরা। ওগো, তুমি আমাকেও নাও গো! আমারও পেটের ভেতর ঐ সব কথাই বদ্‌হজমে হাবুডুবু খেল্‌ছে, আমিও তার কতকগুলো উগ্‌রে দিই। হাঁগা! একি কম কথা গা! মানুষ হ'লি আমার হাতে—পাটরাণী হ'লি আমার ওষুধে—ছেলের মা হলি আমার দেখ্‌তা, আজ হ'ল কিনা, আমার সেখানকার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে—আর থাক্‌বার দরকার নাই আমার! ওগো, আমি তোমার—কৈকেয়ীর মন্থরা আজ তোমার।

নন্দেয়ী। বাবা, আমি যদি আগুন জ্বালাই—ইন্ধনটা তুমি কি রকমে দেবে?

কেকয়। সব রকমে। শক্তি, অর্থ, মন্ত্রণা—তোর যা দরকার, যে রকমে চাস তুই। অযোধ্যার অধীনস্থ যাবতীয় করদ-রাজা—তারা সব তৈরী, কেবল মুখ চাওয়া-চায়ি কর্‌ছে—আগে কে সাম্‌নে দাঁড়ায় ; তাদের সকলকে তোর স্বপক্ষে এনে দেব ; তার পর প্রয়োজন হয়—নিজে, প্রকাশ্যে অস্ত্র ধ'রে সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়াব। আর কি চাস?

নন্দেয়ী। [উদ্দেশে] দিদি, আমি তোমার অনুসরণ ক'রে সপত্নী-পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করেছি বল্‌তেই—অমনি তুমি মাথা গলিয়ে নিয়ে অন্য মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়ালে ; আজ আমি আবার তোমার নীতিই নিয়েছি—সেই সপত্নী-পুত্রের সঙ্গে মিলেছি তার উন্নতি, স্বাধীনতা, মঙ্গল-কামনায়—ঠিক তোমার মতই ছুটেছি ; দেখি, এবার তুমি কোন্‌দিকে যাও। আমি তোমার নীতিতেই তোমায় দ'ণ্ডে মারব, দিদি! বাবা, তা

হ'লে আর দাঁড়িয়ে কাজ নাই, তুমি ইন্ধন সংগ্রহে যাও। কবচ, তুমি কুণ্ডলকে নিয়ে সৈন্ত-বিভাগ দেখ গে। মন্থরা, তুই আমার সঙ্গে আয়—মন্ত্র বল্‌বি, আমি আগুন জ্বাল্‌ব।

[প্রস্থান।

মন্থরা। চল—চল, ও সব মন্ত্র আমার ঠোঁটস্থ। তোমার ভাল হোক—তুমি বৌ-বেটা নিয়ে ঘর কর—তোমার হারানো হাতের নোয়া হাতে আসুক।

[প্রস্থান।

কেকয়। কৈকেয়ি! চাকা উল্টে গেল। রাম-রাজ্য স্থাপনা কর্‌ছিলি—তুই নিজে কোথা দাঁড়াস—দেখ্‌।

[প্রস্থান।

কবচ। কুণ্ডল, ভাব্‌ছিস কি? দুর্গে আয়; আমাদের জয় নিশ্চিত; সমস্ত করদ-রাজার সংযোগ—প্রবল আগুন—একযোগে সহস্র শিখা।

[প্রস্থান।

কুণ্ডল। নির্ব্বাণের দিন বোধ হয় নিকটবর্ত্তী।

[প্রস্থান।

উপাসনা-গৃহ

উর্ম্মিলা সখীগণসহ আসন রচনা, ধূপ-দীপাদি স্থাপনা করিতেছিলেন।

সখীগণ।— **গীত।**

ভিখারিণী হ'য়ে এ হৃদয়-দ্বারে যদি এসে তুমি দাঁড়ালে মা।
এই মিনতিটী নাও হাত পেতে—যেয়ো না আর আঁখির আড়ালে মা!
চাও অনিমেষ, খেলো না দামিনী
গাও শুনি তোমার অজানা-কাহিনী,
সরায়ে নিয়ো না ধরা-পা দু'খানি, ভুল ক'রে যদি বাড়ালে মা।
দিশেহারা আমি রোদন-হরষে,
দেখ মা জনম ঘুমাসু অলসে,
ভুলায়ে দিয়ো না আর কামরসে মা-বুলি যদি ধরালে মা।
সে যে কি যাতনা, কি আকুল চাওয়া—হাতে পাওয়া নিধি হারালে মা।

সদ্যস্নাতা কৈকেয়ী উপস্থিত হইলেন।

কৈকেয়ী। হয়েছে মা?

উর্ম্মিলা। হাঁ মা।

[কৈকেয়ী উপবিষ্ট হইয়া গঙ্গাজলে আচমনাদি করিয়া ধ্যানস্থ]

উর্ম্মিলা। অরণ্য যতই ভীষণ হোক—পথ আছে; প্রান্তর যতই ধূ ধূময় হোক—রস আছে; নদী দিগন্তব্যাপিনী হোক না—পার আছে; প্রমাণ তার উর্ম্মিলা। কে জানৃত—তার সংসার-পরিভ্রমণের

ত্বরিতপদ ধীর নম্রতায় এখানে এসে উঠ্‌বে! তার প্রণয়-পিপাসু অধর-পুট এভাবে সরস হবে! সে লক্ষ্মণের স্মৃতি-সমুদ্র অতিক্রম ক'রে জগতে আবার দাঁড়াবার মাটি পাবে! বেশ আছি; দেবী কৌশল্যা কাঁদ্‌ছে—সান্ত্বনা দিচ্ছি, মাতা সুমিত্রা ডাক্‌ছে—ছুটে যাচ্ছি, দেবী কৈকেয়ীর সন্ধ্যা হচ্ছে—উপাসনার আসন ক'রে দিচ্ছি, আপনার মধ্যে যুদ্ধ উঠ্‌ছে—মা মহাশক্তির আড়ালে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি; বেশ আছি।

কৈকেয়ী। [ধ্যানভঙ্গে] মা মহাশক্তি! আমার প্রণাম নাও। প্রার্থনা কর্‌বার কিছু নাই, মা! তোমার যা ইচ্ছা হয়েছে—করেছ; যা ইচ্ছা হচ্ছে—কর্‌ছ; যা ইচ্ছা হবে—কর্‌বে; আমাদের এই পরম সান্ত্বনা—তুমি শুধু ইচ্ছাময়ী নও—মঙ্গলময়ী; আমি তোমায় প্রণাম করি। [গাত্রোত্থান করিয়া] ঊর্ম্মিলা, দেবী কৌশল্যা আজ আবার কাঁদ্‌ছিলেন কেন, মা? তুমি কি কাছে থাক নি?

ঊর্ম্মিলা। ছিলাম বৈকি, মা; তবে কি জান মা, পুত্রশোক—যার জন্য অন্ধঋষি প্রাণত্যাগ করেছে, দশরথ ক্ষত্রবীর জগৎ ছেড়েছে, দেবী মহেশ্বরী ভগবতী পর্য্যন্ত ক্ষিপ্তা—ত্রিশূল ধরেছে, সে শোক কি এই দু'দিনের শাস্ত্র-দৃষ্টান্তে জল হ'য়ে যায়, মা?

কৈকেয়ী ঊর্ম্মিলা, আমি ভাল করি নি, মা! এদিকে ত দেবী কৌশল্যা-সুমিত্রার এই দশা, ওদিকে আবার সহোদরা নন্দেয়ীর কাণ্ড দেখে আমি অবাক্; সে আমার দৃষ্টান্তে তার সপত্নী-পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করেছিল! আমি জগৎকে তুল্‌তে গিয়ে উল্‌টে বিগ্‌ড়ে দিয়েছি, মা! জগতের হৃদয় বড় সঙ্কীর্ণ, তার দৃষ্টি বড় কম, গতি বড় নীচের দিকে, সে শুধু ওপর দেখেই স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে চ'লে যায়—ভিতরে ডুব দেয় না; সমুদ্রে নক্র কুম্ভীর আছে—ঐ পর্য্যন্তই তার গবেষণা, রত্নের সন্ধান নেয় না; আমার কোন দিকেই শ্রেয়ঃ হয় নি, মা! আমি ভাল করি নি।

উর্ম্মিলা। আবার মা, তোমার ভাল-মন্দের বিচার! আবার সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান! আচ্ছা মা, বল্‌তে পার—বালুকণা যে দিনের উত্তাপে তাতে, আর রাত্রের হিমে শীতল হয়, সে কোন্‌টা ভাল্ করে—কোন্‌টা মন্দ করে? সংসার-প্রান্তরের বালুকণা তুমি—মহাশক্তির রুদ্র চক্ষুটা পড়েছে তোমার উপর; ভাল-মন্দ নাই। তুমি কর্ম্মের দীর্ঘরশ্মি অসংযত, প্রবল বেগে ছেড়ে দিয়েছ; তুমি ঠিক করেছ।

কৈকেয়ী। উর্ম্মিলা—মা, তোমার সান্ত্বনা, তার ওপর ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বশিষ্ঠের অভিমত; আর আমি কিছু মান্‌তে চাই না। কাঁদুক্ দেবী কৌশল্যা—যাক্ জগৎ উল্টে; আমি কৈকেয়ী হ'য়ে জন্মেছি—কৈকেয়ী হ'য়েই চল্‌ব।

শত্রুঘ্ন উপস্থিত হইলেন।

শত্রুঘ্ন। দেবি! [প্রণাম করিয়া একখানি পত্র দিলেন]

কৈকেয়ী। [পত্র পাঠ করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন]

উর্ম্মিলা। কি, মা?

কৈকেয়ী। নন্দেয়ী আমার অনুসরণ করেছে, উর্ম্মিলা! আমি আমার রামকে নূতন রাজা গড়্‌ছি, সে-ও তার সপত্নী-পুত্রকে স্বাধীন রাজা কর্‌বে।

শত্রুঘ্ন। শুধু এইটুকু নয়—মা, আরও সংবাদ আছে; আমাদের মাতামহ কেকয়রাজ নিজে ঐ পক্ষে যোগ দিয়েছেন, আর সমস্ত করদ-রাজাদের উত্তেজিত ক'রে টান্‌ছেন।

কৈকেয়ী। [বিস্ময় উত্তেজিত ভাবে] বাবা! বেশ, ভরত কোথায়, শত্রুঘ্ন?

শত্রুঘ্ন। তিনি সভা ভঙ্গ ক'রে আস্‌ছেন, পত্রখানা আমায় দিয়ে আগে পাঠালেন।

উর্ম্মিলা। আসি মা! মাতা কৌশল্যা অনেকক্ষণ একা আছেন—

[সঙ্গিনীগণ সহ প্রস্থান করিলেন।

কৈকেয়ী। শত্রুঘ্ন, এ পত্রখানা নিয়ে আমার কাছে তোমাদের জোট্ বেঁধে আসার উদ্দেশ্য ?

শত্রুঘ্ন। তোমার সম্মতি—

ভরত উপস্থিত হইলেন।

ভরত। তোমার পরামর্শ। বল—রাজমাতা, এ পত্রের উত্তর কি ?

কৈকেয়ী। বল রাজ-প্রতিনিধি, তোমাদের কর্ত্তব্য কি ?

ভরত। আমাদের কর্ত্তব্য—একটী মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না ক'রে সঙ্গে-সঙ্গেই রোহিলায় পড়া, তার রাম-শাসন অবমাননার উচিত শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত রাম-ভৃত্য নাম ধরা।

কৈকেয়ী। তবে আর আমার কাছে কি জন্য এসেছ, রাজ-প্রতিনিধি! উত্তর ত তোমাদের স্থিরই হ'য়ে গেছে।

ভরত। হ'য়ে গেছে বটে; কিন্তু মা, তোমারই কনিষ্ঠা ভগ্নী, তোমার পিতা—

কৈকেয়ী। পাছে আমি দুঃখিতা হই ? তাই যদি হই—তা হ'লে, তোমরা কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হবে ত ? ধর আমি তাই হব।

শত্রুঘ্ন। আমাদের বিষ দাও—মা, তা হ'লে; সুধা দিয়ে আস্‌ছ এতদিন—বিষ দাও এবার, কর্ত্তব্য সাম্‌না-সাম্‌নি হ'তে-না-হ'তেই আমরা স'রে যাই; তোমার রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা তুমি কর।

কৈকেয়ী। নির্ভয় পুত্রদ্বয়! সুধা কি বিষ—জানি না, আমার কাছে চিরদিন যা পেয়ে আস্‌ছ—আজও তাই পাবে। ভরত, আমার কাছে ছুটে এসেছ এই রোহিলার রাণী আমার ভগ্নী ব'লে ? তার পৃষ্ঠপোষক আমার পিতা—তাই ? পুত্র, তোমাদের পিতা মহারাজ দশরথ এদের হ'তে আমার কম ছিলেন না! আমি কিরূপ সেবা-যত্ন তাঁর ক'রে এসেছি, জান ? কৌশল্যা-সুমিত্রা হেরে গেছে, নিজের জীবন

উপেক্ষা ক'রে; যার বিনিময়ে—আমি চাই নি—তিনি নিজের দিকে না চেয়ে বিনা বিচারে, অযাচিতভাবে আমায় ইচ্ছামত বর দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন; এমন প্রিয় আমার যিনি—তাঁকেই আজ কোথায় পাঠিয়েছি, দেখ্‌ছ ত? এই কর্ত্তব্যের জন্ম; সেই কৈকেয়ী আমি। তোমরা আমার পুত্র হও— আশীর্ব্বাদ নাও— কর্ত্তব্য কর।

সৈন্ধব উপস্থিত হইল।

সৈন্ধব। রক্ষে কর্—বেটি, রক্ষে কর্; আর ও কর্ত্তব্যে আঙুল বাড়িয়ে ও ক্ষেপা-ছুটোকে লেলিয়ে দিস্ না। স্বামীর বুকে নাচা না হয় সতীর ধর্ম্ম—শাস্ত্রে দৃষ্টান্ত পাই; কিন্তু এ কর্ত্তব্যটায় আর কিছু হবে না ত—কেবল বুড়ো বাপটার গলায় পা দিবি তুই; এটা যে নূতন হবে—মা, তোর! এ দৃষ্টান্ত যে কোথাও পাই না!

কৈকেয়ী। আচার্য্য, তুমি বাবাকে ফেরাও।

সৈন্ধব। আমি ফেরাব! এ বেটী বলে কি রে! বাবা হ'ল তোর, তাড়িয়ে দিলি তুই; আমি ফেরালে ফেরে?

কৈকেয়ী। চল আচার্য্য, কোথায় বাবা—আমায় নিয়ে চল, আমি বাবার হাতে ধর্‌ছি।

কন্দুক উপস্থিত হইল।

কন্দুক। আরে, সে—সে বাবা নয়—সে বাবা নয়; তুমিও যেমন দিদি, হাতে ধর্‌তে যাচ্ছ! ও হাতে-ধরা—পায়ে-পড়ায় হবে না কিছু; বাবা যা বল্‌বে, পার্‌বে কর্‌তে?

কৈকেয়ী। কর্‌তে পারি—সেই মত বিচার ক'রে বলাই কি বাবার উচিত নয়, কন্দুক?

কন্দুক। বাবার আবার বিচার-অবিচার, উচিত-অনুচিত! সেখানে সে-সবের গন্ধ নাই, দিদি! সাফ্ কথা—বাবার মেয়ে হচ্ছ তুমি, কর্ত্তব্য

হোক্—অকর্ত্তব্য হোক্, স্বর্গ হোক্—নরক হোক্, বাবার যা মত হবে—তাই তোমায় কর্‌তে হবে ; পার্‌বে ?

কৈকেয়ী। তা কেমন ক'রে পারি, ভাই ! এখন ত শুধু আমি সে পিতার কন্যা নই, আজ যে আমি সন্তানেরও মা।

কন্দুক। ব্যস্ ; এ ঠাকুর, পথ দেখ। দিদি, কর্ত্তব্যের চূড়ান্তই হোক্ ; ভরত-শত্রুঘ্ন রোহিলায় লাফিয়ে পড়ুক ; আর বাবা যে-সব করদ-রাজাদের ডেকে নিয়ে আস্‌ছে—কোন ভাবনা নাই, সে ভার আমার ; তাদের সামনে যাব আমি নিজে। [ভরতের প্রতি] আমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর, বাবাজী ! আমাদের বংশটা খারাপ নয়।

কৈকেয়ী। ব্রাহ্মণ, উপায় নাই, রামায়ণ-মহাকাব্যের বড় জটিল অংশে আমি : দোষ হোক্—গুণ হোক্, শান্তির ঢেউ খেলুক্—বীভৎসের বন্যা ছুটুক্, এ চরিত্রের উৎকর্ষ, পুষ্টিসাধন ক'রে যাবই। ব্রাহ্মণ, তোমারই ত আশীর্ব্বাদ—মহাশক্তির আধার হও ? আমি তাই হয়েছি ; আমি আর আমার নই, আমি সেই তোমার আশীর্ব্বাদ-মাখা মহাশক্তির ক্রীড়নক। যাও ব্রাহ্মণ, পিতাকে আমার প্রণাম জানিয়ো, আর যদিও তিনি জানেন, তবু আবার ব'লো—কৈকেয়ী আর দশরথের স্ত্রী নয়—কেকয়রাজের কন্যা নয়, কৈকেয়ী রামচন্দ্রের মা। এস ভরত-শত্রুঘ্ন, এস কন্দুক, মা মঙ্গলচণ্ডীর নির্ম্মাল্য নেবে এস। প্রস্থান

ভরত, শত্রুঘ্ন ও কন্দুক। জয় মা মঙ্গলচণ্ডি ! জয় মা মঙ্গলচণ্ডি !

[প্রস্থান।

সৈন্ধব। [বাহু তুলিয়া] তবে আমারও জয় মা মঙ্গলচণ্ডি ! এ জয়-ধ্বনি শুধু জয়োন্মাদী যোদ্ধাদের উৎসাহের জন্য নয় এ—প্রত্যাখ্যাত, নৈরাশ্যভরা আমারও প্রবোধ ; জয় মা মঙ্গলচণ্ডি !

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা

অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত দর্পণ ও অযোধ্যাবাসিগণ।

দর্পণ নেতা হইয়া অগ্রে অগ্রে গাহিতেছিল, অযোধ্যাবাসিগণ
তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছিল।

গীত।

বল—অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রকি জয়।
বল—জীবনের স্বাদ যত হয়েছে ত উপভোগ
মরণের আহ্বান মোদের সুখের বিষয়॥
দেখ—আসিছে রোহিলা-রাণী রাহুর মত,
গ্রাসিতে গরিমা-জ্যোতিঃ প্রভুর যত ;
বল—সাবধান জ্ঞানহীনা! ভুলো না ও নতশির,
রাম নাই—আছি মোরা, নয় হিম এ রুধির,
দেখ নারী চোখ মেলে আমরা রামের দাস—
নয়নে উল্কা মোদের চরণে প্রলয়॥
ধর—ভল্ল করে খোল তীক্ষ্ণ কৃপাণ—
তোল—কোদণ্ড-চিহ্নিত বিজয়-নিশান,
বল—কোথা রাম গুণমণি নমি প্রভু শ্রীচরণে,
তোমার সেবক মোরা চলিনু রোহিলা-রণে ;
বাঁচি যদি রব উঁচু, মরণে ত অমরতা,
পাব সে পরমপদ তোমারই অভয়॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রোহিলা

রুধির ও রোহিলা-বালকগণ যুদ্ধ-সজ্জিত হইয়া গাহিতেছিল ।

রুধির অগ্রে অগ্রে গাহিতেছিল, রোহিলা-বালকগণ
পশ্চাদনুসরণ করিতেছিল।

গীত।

জয় জন্মভূমি—জয় জন্মভূমি।
চির-বিষাদিনী হও আজ ভীষণা তুমি।
জগৎ তুলেছে মাথা তুমি কেন নতশির,
সবার বিজলী-হাসি তোমার কপোলে নীর ?
দেখ জাগরিত সবে—
শিশু ডাকে মা মা র'বে,
আর কেন প'ড়ে র'বে—চরণ চুমি।
চলিনু মা ছিঁড়ে দিতে অধীনতা-বন্ধন,
রুধিরের বিনিময়ে আনিতে মা চন্দন,
না পারি ফিরাতে দিন—
র'ব না এ উদাসীন,
ঘুমাই যেন গো কোলে শেষের ঘুমই।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রোহিলা সান্নিধ্য

চিত্রের হস্ত ধরিয়া গীতকণ্ঠে জ্ঞান।

গীত।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
সূর্য্যো যথা সর্ব্ব লোকস্য চক্ষু র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ॥
একোবশী সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

জ্ঞান। কি হে, কি রকম লাগ্‌ছে?

চিত্র। মন্দ কি—বেশই লাগ্‌ছে। আনন্দ—গান, শান্তি—রাগিণী, ব্রহ্ম—তাল, জমাটীর কথা আর বল্‌তে! বালক, এ আমরা কোথায়?

জ্ঞান। রোহিলা-প্রান্তরে।

চিত্র। [সবিস্ময়ে] রোহিলা-প্রান্তরে!

জ্ঞান। আজ তোমার পরীক্ষা।

নেপথ্যে অযোধ্যাবাসিগণ। জয়—অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের জয়!

নেপথ্যে রোহিলাবালকগণ। জয়—রোহিলা-রাজ্যেশ্বরী নন্দেয়ী দেবীর জয়!

চিত্র। ওকি! ও সব কি, বালক?

জ্ঞান। ঐ—পরীক্ষা। একদিন মোহ তোমায় এইখানে এনেছিল—ঠিক এইরকম ক্ষেত্রে, তুমি পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলে; আজ আবার আমি তোমায় সেই জায়গায়, সেই ঘটনায় এনে ফেলেছি; দেখি এবার তুমি কি কর।

চিত্র। এবার আমি আর পালাচ্ছি না, বালক! সেবার যে পালিয়েছিলাম—পূঁজি ছিল না জবাব গাইবার; আর কি পালাই! এখন ঋষি ভরদ্বাজ আমার গুরু, অলক্ষ্য দিয়ে আমার এক-একটী পরাজয়ের হাজার হাজার কাটান্ যুগিয়ে দিচ্ছে। কেন পালাব? এই যুদ্ধে আমার স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় বল্‌তে সব ধ্বংস হবে—এই ত? সে মরুভূমি আমি টপ্‌কেছি।

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
> নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

জ্ঞান। মুখে বল্‌লে হবে না—চোখে দেখ্‌তে চাই।

চিত্র। চল দেখাই। [নেপথ্যে যুদ্ধ-বাদ্য] ঐ যুদ্ধের বাজনা বাজ্‌ল; ঐ ছুট্‌ল সৈন্য নিয়ে প্রিয়পুত্র কবচ; ঐ মুক্ত অসি-হস্তে মৃত্যুর টীকা কপালে কুণ্ডল। বাহবা পরীক্ষা! বাহবা পরীক্ষক তুমি জ্ঞান! বাহবা পরীক্ষার্থী—আমি চিত্র!

> অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়া-
> নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
> তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
> ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।

[প্রস্থান।

জ্ঞান।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

> উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

গীতকণ্ঠে অস্ত্রকরে দর্পণ উপস্থিত হইল ।

গীত ।

দর্পণ ।— অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রকি জয় ।

গীতকণ্ঠে অস্ত্রহস্তে রুধির উপস্থিত হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল ।

রুধির ।— জন্মভূমি জয়—রোহিলার জয় ॥

দর্পণ ।— কে ওরে শিশু তুই মাখা বিস্ময় ।

রুধির ।— তরবারি-মুখে তার নাও পরিচয় ॥

দর্পণ ।— ফিরে যা মায়ের বুকে নিধি তুই নয়নের,
এ নয় সে খেলাঘর, লীলাভূমি মরণের ;

রুধির ।— এও যে মায়ের কোল—এও যে মায়ের ডাক্,
জননী, জন্মভূমি সমভাবে মাথে থাক্ ;

দর্পণ ।— অসি রাখ্—চুমো খাই ও চাঁদমুখে,
দিস-না কালিমা মোর বিজয়-সুখে ;

রুধির ।— কীর্ত্তি রহিবে যদি পার জিনিতে,
শিশু নয় এ নাগশিশু নার চিনিতে ;

দর্পণ ।— মৃত্যু দেখ নি কাছে তাই ও গরিমা আছে,

রুধির ।— জনম হয়েছে যবে জানি গো মরণ হবে ;

দর্পণ ।— ডোব তবে কাল-তলে মূঢ় দুরাশয় । [অস্ত্র তুলিল]

রুধির ।— ক্ষত্রির শিশু তার তিল মাত্র ভীত নয় । [অস্ত্রে বাধা দিল]

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান ।

রণোন্মুখ ভরত ও কবচ উপস্থিত হইল।

ভরত। কবচ, কর দাও।

কবচ। রক্ত নাও ; পূরণ না হয় জীবন দিচ্ছি।

ভরত। এ মৃগতৃষ্ণিকায় তোমাদের জলাশয় বুঝিয়ে দিলে কে ?

কবচ। প্রকৃতি। তার জগতে তোমাদেরও যে অধিকার—আমাদেরও তাই।

ভরত। ভুল বুঝেছ তোমরা, কবচ! প্রকৃতির উদ্দেশ্য তা নয় ; তার জগৎ বৈষম্যময়। এক নৈশাকাশে জ্বলে—তা ব'লে তাতে চন্দ্রের যে অধিকার—একটা নক্ষত্রেরও সেই অধিকার ? এক সরোবরে ফুট্‌লেও পদ্মের সঙ্গে অন্তের যোগ্যতা ? বৃক্ষ নানা জাতীয়, কিন্তু দেবতার পায়ে পড়্‌বার একমাত্র অধিকার তুলসীর। প্রকৃতি তোমাদের বোঝায় নি, কবচ ; তোমাদের বুঝিয়েছে—প্রকৃতিকে উল্টে দিয়ে কোন অপ্রকৃতিস্থা।

নন্দেয়ী উপস্থিত হইলেন।

নন্দেয়ী। তা হ'লে সে অপ্রকৃতিস্থা আমি—নন্দেয়ী দেবী—কৈকেয়ীর কনিষ্ঠা—ভরতের মাতৃস্বসা।

ভরত। মাতৃস্বসার চরণে আমার শতকোটী প্রণাম ; কিন্তু তা ব'লে তাঁর ঔদ্ধত্যটা আমি আশীর্ব্বাদ ব'লে মেনে নিতে পার্‌ব না।

নন্দেয়ী। তা যদি না পার, তোমার ও প্রণামটাও ফিরিয়ে নাও, ভরত! প্রণাম যদি কর—প্রণম্য ক'রেই রাখ্‌তে হবে, ঔদ্ধত্য—ঔদার্য্য, কিছু বাছ্‌তে পাবে না ; প্রণামও কর্‌বে—আর মাথায় পা-ও তুলে থাক্‌বে! প্রণাম ফিরিয়ে নাও, তোমার ও প্রণাম আমি নেব না।

ভরত। প্রণাম না নাও, আমায় মার্জ্জনা ক'রে যাও; আমি আজ রাম-প্রতিনিধি—কর্ত্তব্যের সেবক।

নন্দেয়ী। বাঃ রাম-প্রতিনিধি! বাঃ কর্ত্তব্য-সেবক! তোমার রামের কর্ত্তব্য-সংহিতায় বুঝি মাতৃস্বসার প্রণাম নাই? কবচ, যুদ্ধ কর। আমি এখনও খুঁজতে এসেছিলাম আমার ত্রুটী; আর আমি নিঃসন্দেহ, স্থির; ভ্রাতৃসেবায় মাতৃস্বসার অশ্রুজল—এ প্রাণহীন, নীরস কর্ত্তব্যের নীচে আমি মাথা নুয়িয়ে থাক্‌তে পারি না; যুদ্ধ কর।

[প্রস্থান।

ভরত। এ কর্ত্তব্য নীরস, প্রাণহীন নয়, দেবি! তা যদি হ'ত, তা হ'লে পিতৃ-ইচ্ছায় পরশুরামের মাতৃ-শিরশ্ছেদ—সে আবার আরও নীরস, আরও প্রাণহীন, আরও কলঙ্কের হ'য়ে যেত। কবচ, কর দিচ্ছ না তা হ'লে?

কবচ। না।

ভরত। প্রস্তুত? [অস্ত্র ধরিলেন]

কবচ। একটা কথা—এ যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয়, কুণ্ডল রইল—তাকে দেখো। [অস্ত্রধারণ]

ভরত। তুমি মর্‌বে না কবচ, এযুদ্ধে আমার হাতে; নির্ভয়।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

সামন্ত রাজগণ সশস্ত্র উপস্থিত হইল।

রাজাগণ। জয়—রোহিলা-রাজ্যেশ্বরী নন্দেয়ী দেবীর জয়!

মুক্ত অসিহস্তে কন্দুক উপস্থিত হইল।

কন্দুক। সাবধান; আর একটা পা বাড়ালে কারও কাঁধে

মাথা থাক্‌বে না, একটী হুঙ্কার ছাড়্‌লে জন্মের মত চুপ হ'য়ে যেতে হবে।

কেকয় উপস্থিত হইলেন।

কেকয়। তুমি আগে আমায় চুপ করিয়ে দাও ত, কন্দুক! আমার মাথাটা আগে নাও ত—তার পর অন্যের কথা! দেখি, তুমি কত বড় বীর কতদূর তোমার স্থৈর্য্য, কতখানি তোমার কর্ত্তব্য বোধ?

কন্দুক। [নির্ব্বাক্, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, অস্থির—ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল]

সৈন্ধব উপস্থিত হইল।

সৈন্ধব। আরে, মার—মার বুড়োকে; আবার ইতস্ততঃ কিসের? ভাব্‌ছ কি? বাবা? কিসের বাবা! উড়্‌তে পেরেছ—খুঁটে খেতে শিখেছ, মিটে গেছে; মার—

কন্দুক। [শ্লথ হইয়া] বাবা, এই পর্য্যন্তই থাক্, আর কাজ নাই; আমাদের রাজগিরি চল।

কেকয়। তুমি যাও, কন্দুক! তোমায় আমি এইখানে দাঁড়িয়েই অভিষেক কর্‌ছি এই রাজাদের সমক্ষে, আজ হ'তে রাজগিরির রাজা তুমি। আমি আর সে মুখো হব না, পুত্র! আমি এই কৈকেয়ী আর ভরতকে দেখ্‌ব—কেমন তারা রামের মা, রামের ভাই!

কন্দুক। আর কাজ নাই, বাবা! আমি দেখ্‌ছি—আমাদের কোন দিকেই মঙ্গল নাই, শুদ্ধ কলঙ্ক মাথা; রাজগিরি চল—আমরা পিতা-পুত্রে পবিত্র থাকি!

কেকয়। কন্দুক, মাথা নিতে পার্‌লি না—আমায় মন্ত্রমুগ্ধ কর্‌তে আস্‌ছিস? আমি সে পবিত্রতা চাই না, পুত্র! আমার কন্যা, দৌহিত্রের

একজন যথার্থ মা—একজন আদর্শ ভাই, একটা নির্ম্মলা গঙ্গা—একটা সচন্দন বিল্বপত্র—এ যদি দেখ্‌তে পাই, আমি সেই পবিত্রতাতেই ভ'রে থাক্‌ব।

সৈন্ধব। [সোল্লাসে] জয় মা মঙ্গলচণ্ডি!

কেকয়। রাজগণ! কবচ নিরস্ত্র, পরাজিত; সাহায্য কর, ভরতকে আক্রমণ কর একযোগে। রামের ভাইটাই দেখি আগে।

রাজাগণ। জয়—রোহিলা-রাজ্যেশ্বরী নন্দেয়ী দেবীর জয়!

[কেকয়সহ প্রস্থান।

সৈন্ধব। জয় মা মঙ্গলচণ্ডি! আমি কিন্তু কাকেও ফেরাতে-টেরাতে আসি নি, বাবাজী; আমার ওপর আড়ি ক'রো না যেন। তোমার খুশী হয়, তুমি এখনও বুড়োর পিছু নিতে পার। আমি স্রোতে গা ভাসান্ দিয়েছি; জয় মা মঙ্গলচণ্ডি!

[প্রস্থান।

কন্দুক। [উদ্দেশে] ভরত! আমি হেরে গেছি, বাবা! রাজাদের আটক্ হ'ল না। তোমার মায়ের দেওয়া সে মঙ্গলচণ্ডীর নির্ম্মাল্য আমায় পিতার বিরুদ্ধে এনে—পিতারই পূজা করিয়ে দিলে। আমি হেরে গেছি—তুমি আত্মরক্ষা কর।

[প্রস্থান।

যুধ্যমান্ কুণ্ডল ও শত্রুঘ্ন উপস্থিত হইলেন।

শত্রুঘ্ন। বালক, বিশ্রাম নাও—তুমি শ্রান্ত—আমি অবসর দিচ্ছি।

কুণ্ডল। রেখে দাও তোমার ও অনুগ্রহ অন্তস্থলের জন্য; এ যুদ্ধ অবিশ্রান্ত।

শত্রুঘ্ন। তোমার বীরত্ব, নির্ভীকতা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার আমি যাবজ্জীবন প্রশংসা ক'রে যাব, বালক; যুদ্ধ রাখ।

কুণ্ডল। আমার কাপুরুষত্ব, ভীরুতা, সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের কুৎসা গেয়ে যেয়ো তুমি যত পার ; যুদ্ধ কর।

শত্রুঘ্ন। এ তোমার জীবনের ওপর অবজ্ঞা করা হচ্ছে, বালক !

কুণ্ডল। জীবনের ওপর অবজ্ঞা হ'লেও—জান্‌বে না তুমি, জননীর মুখোজ্জ্বল।

শত্রুঘ্ন। বালক, ক্ষান্ত হও, আমায় কলঙ্কিত ক'রো না।

কুণ্ডল। কলঙ্ক ছাড়া আজ আর তোমার পথ নাই। হয় নিজের পরাজয়—নয় আমায় হত্যা ; আমায় বাঁচিয়ে রেখে যে জয়-কেতন উড়িয়ে দেবে—সেটা তোমার আকাশ-কুসুম।

শত্রুঘ্ন। তোমার হস্ত শিথিল—

কুণ্ডল। হৃদয় কিন্তু দৃঢ়—

শত্রুঘ্ন বিব্রত হইয়া উঠিলেন, সুমন্ত্র উপস্থিত হইল।

সুমন্ত্র। কুমার, বড় দুঃসংবাদ, তোমার দাদা বন্দী।

শত্রুঘ্ন। বন্দী ! দাদা ! যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ?

সুমন্ত্র। না কুমার, মাতামহ কেকয়রাজের মমতায় শিথিল হ'য়ে। তিনি কবচকে পরাজিত করেছিলেন, করদ-রাজারা যোগ দিয়েছিল—তাদেরও ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে এনেছিলেন ; কিন্তু কুমার, কেকয়রাজ ছুটে গিয়ে তাঁর অস্ত্রমুখে বুক দিয়ে দাঁড়ালেন—তাঁর হাত আর চল্‌ল না, তিনি পরাজিত, বন্দী ; উপায় করুন।

[প্রস্থান।

শত্রুঘ্ন। বালক, একটু বিশ্রাম কর। [গমনোদ্যত]

কুণ্ডল। [বাধা দিয়া] কোথা যাও ?

শত্রুঘ্ন। সাবধান শিশু, আর আমার গতি রোধ ক'রো না।

কুণ্ডল। হত্যা কর—চ'লে যাও।

শত্রুঘ্ন। হত্যাই কর্‌তে হ'ল তোমায়, ভাব্‌বার অবসর নাই—উপায়ও নাই। বালক, আমি নিরপরাধ, মৃত্যু তোমার কেশাকর্ষণ করেছে—[আঘাতে উদ্যত]

সামন্ত রাজাগণ উপস্থিত হইয়া শত্রুঘ্নকে বেষ্টন করিল।

আয়—আয়, রাজদ্রোহিগণ ! [যুদ্ধ]

রাজাগণ। জয়—রোহিলা-রাজ্যেশ্বরী নন্দেয়ী দেবীর জয়।

অযোধ্যাবাসিগণ সহ দর্পণ উপস্থিত হইল।

অযোধ্যাবাসিগণ। জয়—অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের জয় !

শত্রুঘ্ন। দর্পণ, এই বালকের গতিরোধ কর, দর্পণ ! আমার দাদা বন্দী।

[প্রস্থান।

[দর্পণ কুণ্ডলের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল, অযোধ্যাবাসিগণ ভীমবিক্রমে সামন্ত-রাজগণকে আক্রমণ করিল, রাজগণ রণে ভঙ্গ দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।]

কুণ্ডল। নির্ভয় রাজগণ ! রণে ভঙ্গ দিয়ো না, ফিরে দাঁড়াও, দৃঢ়-মুষ্টিতে তরবারি ধর—বিজয়লক্ষ্মী আমাদেরই। [দর্পণ কর্ত্তৃক কুণ্ডল ভল্লাহত হইল, রাজগণ পলায়ন করিল, দর্পণ-চালিত অযোধ্যাবাসিগণ জয়নাদে পশ্চাদ্ধাবন করিল]

অযোধ্যাবাসিগণ। জয়—রামচন্দ্রকি জয় !

কুণ্ডল। [অবসন্ন ভাবে] মা ! স্বাধীনতা দিতে পার্‌লাম না, তোমার স্বাধীনতা-পূজায় জীবন দিলাম—[পতনোন্মুখ]

চিত্র উপস্থিত হইয়া তুলিয়া লইল।

চিত্র। পরীক্ষা—পরীক্ষা! বুক দেখ—একটী কাঁপুনি নাই, চোখ দেখ—এক ফোঁটা জল নাই, আওয়াজ দেখ—এতটুকু বেসুরো কি ধরা নাই।

সুরে।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।

উত্তীর্ণ—হো-হো-হো—চিত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

অদূরে নন্দেয়ী সহ কবচ আসিতেছিল।

কবচ। মা—মা, এইদিকে—ঐখানে জল্লাদরা কুণ্ডলকে আক্রমণ করেছিল, ঐ একজন এখনও দাঁড়িয়ে, ঐ যে ওর কাঁধেই আমাদের কুণ্ডলের মৃতদেহ; জল্লাদ—জল্লাদ—[হত্যা করিতে উদ্যত হইল ও চিত্রকে চিনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল]

নন্দেয়ী। [অস্ত্র ধরিয়া] কই—কই, দেখি কেমন জল্লাদ—

চিত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—দেখ, দেখ—কেমন জল্লাদ আমি; কাঁধে মরা-ছেলে, মুখে হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—[হাস্য]

নন্দেয়ী। [চিত্রকে চিনিয়া শিথিলভাবে] ও! না, আমাদের ভুল হয়েছে; তুমি জল্লাদ নও—তুমি জল্লাদ হ'তেও। আমি পুত্রঘাতী জল্লাদদের দেখ্‌তে এসেছিলাম অগ্নি-প্রখর দৃষ্টি নিয়ে; কিন্তু তোমায় দেখে আমার তাদের ওপর ভক্তি আস্‌ছে। তারা পরের ছেলে মারে—তুমি

আপনার মরা-ছেলে কাঁধে নিয়ে হাস, নাচ, আনন্দ কর ; তুমি জল্লাদ হ'তেও ; তোমায় আমি কি চোখে দেখি—

চিত্র। তোমার আবার অন্য রকম চোখ আছে নাকি ? আমি ত বরাবর দেখে আস্‌ছি—তোমার ঐ এক অগ্নি-প্রখর দৃষ্টি ! বাহবা—আজ যে দেখ্‌ছি ব্রহ্মাণ্ডের পরীক্ষা ! দেখ, দেখ—নন্দেয়ি, তোমার অন্য চোখ থাকে ত, যা'ই হোক্—একটা পাল্‌টে দিয়ে দেখ আমায় ; আমিও দেখি, সু হোক্ কু হোক্—তোমার চোখ রকমারি আছে।

কবচ। পিতা—

চিত্র। চুপ—চুপ ! পিতা ? হা-হা-হা—বাহবা পরীক্ষা ! একটার উত্তর দিতে-না দিতেই দ্বিতীয় প্রশ্ন ; যেমনি কাটান্—অমনি সঙ্গে-সঙ্গেই চাপান্। জয় গুরু ভরদ্বাজ ! কবচ, আমি আর পিতা-পুত্রের গাঁথা-গাঁথিতে নাই ; আমি—আমি।

সুরে।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রে
স্তং গচ্ছন্তি নাম রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নাম রূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

কি নন্দেয়ী দেবি, চুপ ক'রে যে ? হাঁপিয়ে গেলে ? এইটুকু ছুটেই ! ছোট'—ছোট', তোমায় অনেক দূর যেতে হবে—স্বাধীনতার দেশ ! [অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া] ও—না, দেখা যায় না এদিকে ; সব ধোঁয়া-ধোঁয়া !

নন্দেয়ী। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া] কবচ, শিবিরে চল।

চিত্র। শিবিরে যাবে ! কই, আমায় দেখে গেলে না, নন্দেয়ি ?

নন্দেয়ী। দেখ্‌ব না—দেখ্‌ব না, যাও ; তোমায় আমি চোখ দিয়ে দেখ্‌ব না—চিন্তা দিয়ে দেখ্‌ব।

চিত্র। আছে—আছে, দেখার রকমারি আছে। বাহবা! শুধু আমি উত্তীর্ণ নই, এই সঙ্গে সবাই পার্! "স যো হ বৈতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।" তাই দেখো, নন্দেয়ি; শুধু আমাকে নয়, তোমার ঐ উপর-ছাওয়া—ভিতর-জারা স্বাধীনতাটাকেও ঐ দৃষ্টি দিয়ে।

[কুণ্ডল-স্কন্ধে প্রস্থান।

নন্দেয়ী। [কবচকে] শিবিরে চল।

কবচ। তুমি যাও, মা! আমি একবার মাতামহের শিবিরে যাব।

নন্দেয়ী। শিবিরে চল।

কবচ। আমার ভ্রাতৃ-বিরহের পূরণ, বদল, সান্ত্বনা আছে মা, সেই শিবিরে।

নন্দেয়ী। কবচ, তুমি না আমার রাম?

[কবচ নীরবে নন্দেয়ীর অনুসরণ করিল।

নবম গর্ভাঙ্ক

শিবির

ভরত ও কেকয় মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিলেন।

কেকয়। ভরত, তুমি এখনও রামের ভাই?

ভরত। [নীরব]

কেকয়। চুপ ক'রে যে? উত্তর দাও—তুমি এখনও রামের ভাই?

ভরত। রামের ভাই ত আমি কোনকালেই নই, মাতামহ; আপনি অন্যায় বলছেন, আমি রামের দাস।

কেকয়। জান—তুমি বন্দী?

ভরত। জানি; আপনিও বোধ হয় জানেন, আমি যে বন্দী—সে শুধু মাতামহের রক্ষায়?

কেকয়। খুব রক্ষা মাতামহকে ক'রে যাচ্ছ, ভরত! জীবনটা নাও নি—এই তোমার রক্ষা করা? সে ত ভাল ছিল; অপমানের জীবন্মৃত্যু—সে কি রকম জান? মাথার ওপর অস্ত্র চালানই আঘাত—আর হৃদয়ে ঘা মারাটা বুঝি পূজা?

ভরত। মাতামহ, আপনার হৃদয় আছে?

কেকয়। ছিল, তোমরা মাতা-পুত্রে তাকে দ'লে, পিষে, পুড়িয়ে উড়িয়ে দিয়েছ।

ভরত। আমরা মাতা-পুত্রে যেটায় দ'লে চলেছি—সেটা আপনার হৃদয় নয়, রাম-বিদ্বেষের অগ্নিকুণ্ড—আপনা-আপনি দগ্ধ হবার।

কেকয়। তা হ'লে সেটা যা-তা অগ্নিকুণ্ড নয়, ভরত! পবিত্র হোমের পরম অগ্নিকুণ্ড—যাতে হবিঃ আপনি দগ্ধ হ'য়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটায় আমোদিত, উপকৃত, বিশুদ্ধ ক'রে তোলে।

ভরত। [সবিস্ময়ে] মাতামহ—

কেকয়। ভরত—

ভরত। না, ও আপনার সে পবিত্র হোমকুণ্ড নয়; সর্ব্বধ্বংসী চিতানল—শবদেহের দুর্গন্ধে বিশ্বের নাসারন্ধ্র রুদ্ধ।

কেকয়। তুমি আমায় হত্যা কর—হত্যা কর, ভরত! রক্ষার নামে আর আমায় ভাসিয়ে দিয়ো না; রক্ষা কর—আমায় হত্যা কর।

ভরত। আপনাকে আমি হত্যা করব কি, মাতামহ; আমি যে আপনার বন্দী!

কেকয়। তোমার হাতে শৃঙ্খল নাই, তোমার পাশে প্রহরী নাই; তোমার কটিবন্ধে অস্ত্র বর্ত্তমান।

ভরত। এ অস্ত্র থাকায়-না-থাকা, মাতামহ! আপনার মোহিনী-মন্ত্রে এর ধার উড়ে গেছে। প্রহরী নাই; আপনার উপর-দীপ্ত ভিতর-সজল চক্ষু আমার ন্যায়, কর্ত্তব্য সকল দিক্ আট্‌কে বসেছে। লৌহ-শৃঙ্খলের কতটুকু শক্তি? আপনি স্নেহের সমুদ্র সেই মাতামহ—এই স্মৃতির বন্ধন আমায় নাগপাশ হ'য়ে জড়িয়ে ধরেছে; আপনাকে হত্যার উপায় নাই।

কেকয়। হত্যা কর, ভরত; নচেৎ তোমার রামের ভাই হওয়া এইখানেই ইতি। রাম তোমায় অযোধ্যার ভার দিয়ে রেখেছে; ফিরে এসে দেখ্‌বে, অযোধ্যা ছাই—তুমি খুব প্রতিনিধি, খুব ভাই!

শত্রুঘ্ন আসিতেছিলেন, তাঁহাকে বাধা দেওয়ার অভিনয় করিতে করিতে সৈন্ধব আসিতেছিল।

সৈন্ধব। আরে আরে, তুমি যে আটক্ মান না হে! আজ আমি শিবিরের প্রহরী, জান না? নিতান্ত যে-সে ঠাউরেছ?

শত্রুঘ্ন। মাতামহ—

কেকয়। শত্রুঘ্ন, দাদার উদ্ধার কর্‌তে এসেছ?

শত্রুঘ্ন। না; আপনার বন্দী হ'তে এসেছি।

কেকয়। [সবিস্ময়ে] বন্দী হ'তে এসেছ!

শত্রুঘ্ন। হাঁ, দাদার সঙ্গে—এক শৃঙ্খলে—এক কারাগারে। মাতামহ, এ যুদ্ধে বন্দী হওয়া ভিন্ন উপায় আছে? অভিমান যেখান-কার শৌর্য্য—অশ্রু যেখানকার অস্ত্র—আশীর্ব্বাদ, প্রণামে যেখানে যুদ্ধ, সেখানে যে, সকল ক্ষমতা নতশির, নির্ব্বাক্, নিশ্চল? দাদার উদ্ধার

করব—মাতামহ, দাদা বন্দী কেন? এই ক্ষুদ্র সংগ্রামে ইন্দ্র-বিজয়ী দশরথের পুত্র? ভার্গব-বিজেতা রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ? উপায় নাই—আমিও ঐ দাদার ভাই, দাদার যে গতি—আমারও তাই; উদ্ধার চাই না—আমি আপনার বন্দী।

[পদতলে নতজানু হইলেন।

কেকয়। শত্রুঘ্ন—[সানন্দে সস্নেহে শত্রুঘ্নকে তুলিলেন]

ভরত। [কেকয়রাজকে স্নেহপূর্ণ শিথিল—গদ্গদ দেখিয়া] মাতামহ, আমি আপনাকে হত্যা করব; মনে পড়েছে আপনার মৃত্যুবাণ। বলুন, আপনি কি চান্? আমি করব—যত অসাধ্য হোক্। আমি রামের ভাই নই, আমি আজ আপনার দৌহিত্র—আপনার আদেশবাহী—আপনারই সন্তোষ-বিধানে বদ্ধপরিকর।

কেকয়। [বিস্মিত আনন্দে] ভরত, করছ কি? তোমার রাম-প্রাণতা কোথায় থাক্‌ছে? আমায় মার্‌বার আগে যে তুমি নিজে মরছ!

ভরত। মর্‌ছি; নিজে ম'রে অপরকে মারার বিধিও জগতে আছে; দধীচি বৃত্রাসুরকে মেরেছিলেন নিজের বুকের হাড় তুলে দিয়ে; আমার বুকের হাড় রাম-প্রাণতা—আমিও তুলে দিচ্ছি অকাতরে আপনার নিধনে, অযোধ্যার শান্তি-স্থাপনে। বলুন—কি চান্ আপনি? অযোধ্যা?

কেকয়। [নির্ব্বাক্ বিস্মিত উৎফুল্ল নেত্রে ভরতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন]

ভরত। কি দেখ্‌ছেন, মাতামহ? কি ভাব্‌ছেন? আমি রাম-প্রতিনিধি, রাম ফিরে এসে আমার কাছে অযোধ্যা চাইবেন—কোথায় দাঁড়াব আমি? চাইবেন না; জগতের কোন কিছু চাইবার জন্য রামের

জন্ম নয়, রামের জন্ম—যা-কিছু জগৎকে বিলিয়ে যাবার জন্য। রাম যে আমায় নিজের প্রতিনিধি ক'রে অযোধ্যায় রেখেছেন—সে অযোধ্যার মাটি আগ্‌লাবার জন্য নয়, রামকেই অক্ষরে অক্ষরে চিনিয়ে রাখ্‌বার জন্য। মাতামহ, যে রাম বিমাতার একটী প্রার্থনায় অযোধ্যাকে পূজার মত পায়ে ঢেলে চ'লে যান্, ভুল করেছিলাম আমি সে রামের প্রতিনিধি হ'য়ে; সে রামকে চিনিয়ে রাখ্‌তে—সে অযোধ্যা নিয়ে এ রক্তারক্তি চলে না। আপনি আবার সেই রামের বিমাতার পিতা, রামের শতকোটী প্রণাম দিয়ে পূজার; বলুন আপনি কি চান্? আমি আজ রাজকার্য্যে রাম-প্রাণতাকেই বলিদান ক'রে যাচ্ছি। [নতজানু হইলেন]

গীতকণ্ঠে দর্পণ উপস্থিত হইল।

গীত।

দেখ দাদা, দেখ রামের ভাই।
দেখ যতদূর দৃষ্টি তোমার—
বাসনার ঈষৎ রেখাটী নাই।
কেবল করুণ বিজয়-বাদ্য, কেবল ওঁকার সামগান,
কেবল সাধনা মনুষ্যত্ব, কেবল স্বার্থ বলিদান,
কেবল নীরব-নয়ন-গলা—
কেবল উদাস কোথায় চলা,
কেবল তুলসী-তলার মাটি,
কেবল নেবানো হোমের ছাই।

[প্রস্থান।

[উন্মত্ত আবেগে কেকয়রাজ ভরতকে তুলিয়া বক্ষে লইলেন]

সৈন্ধব। জয় মা মঙ্গলচণ্ডি—জয় মা মঙ্গলচণ্ডি!

কেকয়। [অধীর-আনন্দে] সৈন্ধব—সৈন্ধব, তুমি ছুট্‌তে পার?

সৈন্ধব। আজ্ঞে, খুব—ঘোড়ার মত।

কেকয়। একবার অযোধ্যায় যাও—এক ছুটে ; কৈকেয়ীকে বল, রামের ভাইয়ে যা দেখ্‌বার—আমার দেখা হ'য়ে গেছে, এইবার রামের মায়ের কিছু দেখাবার থাকে ত—এই সময়।

চিত্রপট হস্তে কৈকেয়ী উপস্থিত হইলেন।

কৈকেয়ী। আর কা'কেও পাঠাতে হবে না, বাবা ; আমি এসেছি। একখানা ছবি দেখ—আমার আঁকা ; [চিত্রপট দেখাইলেন] এর ভাবটা হচ্ছে এই, আমি রামের বনবাস স্থির ক'রে দিয়ে আপনার কক্ষে এসে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছি—আর সেই রাম আমায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে নতজানু হ'য়ে কৃতাঞ্জলিপুটে আমার কাছে বিদায় চাচ্ছে ; মুখে একটী সঙ্কোচের রেখা নাই—সরল, শান্ত, প্রফুল্ল। বাবা, এ রামের মা না হ'য়ে নিস্তার আছে? এমন পাষাণ আজও জগতে সৃষ্টি হয় নি—এ প্রণামে না ফাটে। আমি যখন তোমায় বলেছিলাম—আমি রামের মা, তখন এই ছবিখানা আঁক্‌ছিলাম ; ইচ্ছা ছিল—এ রামের মা হ'য়ে আর কি দেখাব, এই ছবিখানা—সকলকার দৃষ্টি পড়ে—ব্রহ্মাণ্ডের এমনি জায়গায় টাঙিয়ে দিয়ে যাব ; কিন্তু আর তা হ'ল না—আবার একটা ছবি চোখে পড়্‌ল তোমার আঁকা এ হ'তেও বিচিত্র ; আমি হ'ঠে গেলাম। আমি আর রামের মা নই, আজ আমি ভরতের মা।

কেকয়। [উন্মত্ত আনন্দে] সৈন্ধব—সৈন্ধব, আমি ম'রে গেছি—আমি নাই—আমি ম'রে গেছি।

কৈকেয়ী। তুমি অমর ; ম'রে ম'রেও যে-ছবি দেখিয়েছ তুমি, তুমি অমর। আমি আমার ছবিতে দেখাচ্ছিলাম, রাম আপনার

পরিচয় দিতে আপনাকে বলি দেয়; তুমি তোমার ছবিতে দেখাচ্ছ, ভরত রামকে চেনাবার জন্ম আপনা হ'তেও প্রিয় যে তার রাম-প্রাণতা—জীবনের অবলম্বন, তাকে পর্য্যন্ত বিলিয়ে দেয়। তোমার ছবিই উচ্চ—তুমি অমর। আমি আর রামের মা নই, আমি তোমার ঐ নিখুঁত তুলির আঁকা তোমার দৌহিত্র ভরতের মা—তোমার কন্যা; ম'রে গেলাম আমি।

কেকয়। গঙ্গা মরে না মা, গঙ্গা মরে না; সে ব্রহ্মাণ্ডের যত মড়া কুড়িয়ে নিয়ে অমর, উদ্ধার ক'রে দেয়।

সৈন্ধব। চলুন মহারাজ, তা হ'লে আর এখানে কেন? উদ্ধার হলেন—বৈকুণ্ঠে চলুন চতুর্ভুজ হ'য়ে। আমিও চিরদিনটা ভালতে-মন্দতে সকল রকমেই আপনার পিছু পিছু আছি, আমিও যাব সঙ্গে অন্ততঃ তল্পিদার হ'য়ে।

কেকয়। কিছু হ'তে হবে না তোমায়, সৈন্ধব! কোথাও যাব না আমি। তোমার বৈকুণ্ঠে যায় কা-রা? জন্মটা যা-তা ক'রে মৃত্যুকালে গঙ্গাস্পর্শ করে যারা—তারা। আমি জগৎকে যতই আঘাত ক'রে আসি সৈন্ধব, আমি এই গঙ্গার জনক—উৎপত্তি স্থল—নারায়ণের পাদপদ্ম; আমার স্থান বৈকুণ্ঠ হ'তেও দূরে—চিন্তাশীল মনিষীদের হৃদয়ে হৃদয়ে। বৈকুণ্ঠে যে যায়—যাক্, আমাদের রাজগিরি চল; কৈকেয়ী যে ঘরটায় ভূমিষ্ট হয়েছিল—সেই ঘরটায় প্রদীপ জ্বেলে, আসন ক'রে, দুই বন্ধুতে অচ্ছেদ্য-বন্ধনে ব'সে পড়ি গে।

কবচ উপস্থিত হইল।

কবচ। বাঃ বৃদ্ধ, বাঃ! নিজের বস্‌বার জায়গা ক'রে নিতেই বুঝি আমাদিগে মরুভূমিতে বসিয়ে দিলে?

নন্দেয়ী উপস্থিত হইলেন।

নন্দেয়ী। [সকরুণ অভিমানে] মরুভূমিও মন্দ নয়—পুত্র, মরুভূমিও মন্দ নয় ; সে বেশ একটা পিপাসা জাগিয়ে দেয়।

কবচ। [রোরুদ্যমান্ হইয়া] মা !

নন্দেয়ী। তোমায় যে আমি নিষেধ কর্‌লাম—কবচ, তবু এসেছ এখানে ?

কবচ। থাক্‌তে পার্‌লাম না, মা ! দাঁতে দাঁত দিয়ে তোমার কথা রেখে আস্‌ছিলাম ; কিন্তু মার্জ্জনা কর—মা, এ মিলন-দৃশ্যটা কিছুতেই আমায় টিক্‌তে দিলে না, চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে এল। এ মিলন যে দেখ্‌বার—এ মিলন যে আমাদেরই—

নন্দেয়ী। [বাধা দিয়া] থাক্ ; মিলন দেখ্‌তে এসেছ—মিলনই দেখে যাও ; মিলনের পর মিলন—ছবির পর ছবি। এতক্ষণ এক মিলন দেখ্‌লে—অভিমানী পিতায় আর পুত্র-বৎসলা কন্যায় ; এইবার আর এক মিলন দেখ—বিজয়-উৎফুল্ল রাজায় আর বাষ্পাকুল লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রজায়। [কৈকেয়ীর প্রতি] অযোধ্যা-সম্রাজ্ঞি ! আমি অবনত, কর নেবে এস।

কবচ। [রোষযুক্ত অভিমানে] মা ! মা !

নন্দেয়ী। চুপ কর, পুত্র !

কবচ। জিবটা কেটে দাও মা, তা হ'লে।

নন্দেয়ী। পুত্র—

কবচ। চুপ কর তুমি, বার বার পুত্র সম্বোধন ক'রে পুত্র জিনিষটায় জগতের পেছুতে ফেলে দিয়ো না ; আমি তোমার পুত্র নই। এতদিনে বুঝ্‌লাম—যথার্থই তুমি আমার বিমাতা। তোমার স্বাধীনতা

মিছে কথা—তুমি ভগ্নীর পূজা কর্‌বার জন্য আমায় ভাই-হারা ক'রে দিলে।

ভরত। [স্নেহগদ্‌গদস্বরে] কবচ—ভাই, এক ভাইয়ের বিনিময়ে চার ভাই নাও।

কবচ। তা হবে না রাজ-প্রতিনিধি, তা হবে না; তোমাদের একজনকে সরিয়ে দিয়ে—আমায় নিয়ে যদি চার ভাই পূরণ হয়, তবেই আমি রাজী।

[প্রস্থান।

কৈকেয়ী। কবচ—

নন্দেয়ী। তোমাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না ওর জন্য, মহারাণি! ওর সঙ্গে বোঝাপড়া কর্‌ব আমি; তুমি আমার সঙ্গে এস—কর নাও

কৈকেয়ী। নন্দেয়ী—[তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিল, চক্ষে জল আসিল, আর বলিতে পারিলেন না]

নন্দেয়ী। ওকি! তোমার স্বর কাঁপ্‌ছে কেন? চোখে জল? মা মঙ্গলময়ী মহাশক্তির ইচ্ছা—তোমার মুখের সে নীতিবাক্য কই? রাম-বনবাসের দৃঢ়ব্রত দৈবনির্ভরা সেই কৈকেয়ী তুমি? না, আর আমি তোমায় কর দিতে পারি না; এস, আবার যুদ্ধ আরম্ভ করি—নূতন যুদ্ধ। কর দিতে এসেছিলাম রাজকর ব'লে নয়—গুরু-প্রণামী ব'লে; কিন্তু তোমাতে আর সে গুরুত্ব নাই; তুমি ত পুত্রহারা আমায় বোঝাতে পার্‌লে না—নিজেই কেঁদে গেলে। আমি পুত্রহারা হয়েছি—মহারাণি, মা মঙ্গলময়ী মহাশক্তির ইচ্ছায়—অমঙ্গল হয় না, দেবি! পুত্র হারিয়েছি—স্বামী পেয়েছি—বহুদিনের নির্ব্বাসিত, অনাদৃত, অপরিজ্ঞাত স্বামী—প্রাণে প্রাণে, চিন্তায় চিন্তায়। দিদি, যে স্বামীকে

ভাসিয়ে দিয়ে আনন্দে তুমি পুত্রের মা হ'তে চলেছ, সেই পুত্রকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি মনেপ্রাণে মহা উল্লাসে স্বামীর স্ত্রী হ'তে ছুটেছি। এতদিনে যথার্থই আমি তোমার ভগ্নী, এতদিনে আমি ঠিক তোমার বিরুদ্ধবাদিনী ; এইবার প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ তোমায় আর আমায়।

কৈকেয়ী। ভগ্নী আমার—[গলা ধরিলেন]

নন্দেয়ী। দিদি আমার—[গলা বেষ্টন করিলেন]

কেকয়। জগৎ! আমি শুধু গঙ্গার জনক নই—আমার দুই কন্যা —গঙ্গা আর যমুনা।

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

লঙ্কাপুরী—রাজসভা

সিংহাসনে রাবণ, নিম্নে পৃথক্ পৃথক্ আসনে বীরবাহু, মেঘনাদ প্রভৃতি রক্ষবীরগণ। সম্মুখে বন্দিগণ গাহিতেছিল।

বন্দীগণ।—

গীত।

জয় দশস্কন্ধ বিংশবাহু ত্রিভুবন-বিজেতা।
তুমি কল্পনাতীত কোন্ রচনার, অজ্ঞাত কি যে তা।
বেদ-পাঠে রত বিধাতা ব্রহ্মা,
ভৃত্য তোমার ভীষণ মৃত্যু,
মন্দারমালা যোগায় বজ্রী, ছত্রধারী প্রচেতা;
রহস্যময় তোমার জন্ম,
রক্ষ-রক্তে ব্রহ্ম-বীর্য্য,
শক্তি-ক্ষেত্রে জ্ঞানের মন্ত্র—দর্পিত, নম্রচেতা।

রাবণ। মেঘনাদ, বীরবাহু, অতিকায়, অকম্পন, প্রহস্ত, ধূম্রাক্ষ, দীপ্তাক্ষ, কর্ষণ—এক বিভীষণ ব্যতীত আমার আত্মীয়, বাহুবল, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, মিত্র বল্‌তে সকলেই উপস্থিত, সকলেই আমার স্নেহের; আমি সকলকে সাদর-অভ্যর্থনা করি।

সকলে। [মস্তক অবনত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিল]

রাবণ। শোন, শ্রদ্ধেয়গণ! আজকের আমার এ সভা সমাবেশের কারণ, স্মরণ আছে বোধ হয় সকলের—পঞ্চবটী-বনে রাম-লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ভগ্নী সূর্পনখার সেই অপমান? মনে পড়ে বোধ হয়—ত্রিভুবন-বিজয়ী রাবণ-সহোদরার এই রাজসভায় কাঙালিনী, আলুথালু, উন্মাদিনীর উচ্চ-আর্ত্তনাদ? ভুলে যাও নি বোধ হয় কেউ—নিজেদের সে মুহূর্ত্তের সেই লজ্জাবনত দৃষ্টি, নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ অবস্থা? আর জান সকলেই—আমি সেই অব্যক্ত মর্ম্মাঘাতের চমৎকার প্রতিঘাত দিয়েছি—সেই রামের সীতা হরণ ক'রে এনেছি?

সকলে। জয়—কর্ব্বুর-কুল-তিলক দশস্কন্ধের জয়!

রাবণ। কিন্তু কর্ব্বুরগণ, সে জটাধারী রাম-লক্ষ্মণ এ ভীম-প্রতিঘাতেও এখনও বুক-ভাঙা—নিরস্ত নয়। তারা অন্যায়-রণে বালীবধ ক'রে ভ্রাতৃদ্রোহী পাষণ্ড সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্যতাবদ্ধ হ'য়ে তার বানর-কটক নিয়ে লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত, সমুদ্র-পারের সেতু-বন্ধনে নিযুক্ত। তারা শমন-বিজয়ী দশাননকে দেখ্‌তে চায়।

সকলে। জয়—মৃত্যুজেতা দশাননের জয়!

রাবণ। আমি দেখা দেব, কর্ব্বুরগণ! আমি সন্ন্যাসী-বেশে সীতা হরণ ক'রে এনেছি ব'লে সে মূর্খদ্বয় বোধ হয় মনে করেছে—এই নীতিই সুমহান্ লঙ্কা-রাজ্যের ভিত্তি। জানে না যে, আমি দিগ্বিজয়ী রাবণ; জানে না যে, তাদের আরাধ্য, আদর্শ—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, তেত্রিশ কোটী দেবতা এই লঙ্কারাজ্যের ভৃত্য; জানে না, এখানকার এক-একটী বালুকণা শত-সহস্র বজ্রের প্রতিরোধক, নিয়ন্তা। আমি দেখা দেব—বন্ধুগণ, রাবণরূপে—ঠিক তাদের চৈতন্যটী হ'য়ে। তোমাদের কি অভিমত?

সকলে। যুদ্ধ—যুদ্ধ। জয়—লঙ্কাধিপতি দশগ্রীবের জয়!

বিভীষণ উপস্থিত হইলেন।

বিভীষণ। ধীরে।

রাবণ। বিভীষণ?

বিভীষণ। বিনা আহ্বানেই আস্‌তে হ'ল, দাদা; নিতান্তই প্রয়োজন।

রাবণ। প্রয়োজন ত তোমার—সেই সীতা ফিরিয়ে দাও?

বিভীষণ। [অনুযোগ-স্বরে] সীতা ফিরিয়ে দাও।

রাবণ। বিভীষণ, পূর্ব্বে যা বলেছ—বলেছ; এখন শত্রু দ্বারে, শাণিত শায়ক হস্তে, বীরব্রতে বদ্ধপরিকর; এখনও সীতা ফিরিয়ে দাও?

বিভীষণ। এখনও সীতা ফিরিয়ে দাও। দাদা, শত্রু দ্বারে—এখনও ঘরে ওঠে নি, শাণিত শায়ক হস্তে—এখনও রুদ্রগর্জ্জনে ছোটে নি. আগ্নেয়গিরি রুদ্ধ—এখনও অন্তর্নিহিত অগ্নিবৃষ্টি উদ্গারণ করে নি; এখনও সীতা ফিরিয়ে দাও।

রাবণ। উঠুক্ শত্রু মত্ত আস্ফালনে লঙ্কা-প্রাসাদের শীর্ষ-চূড়ায়, ছুটুক্ তার করক্ষিপ্ত দীপ্ত শায়ক বেড়াপাকে রাবণ-রাজ্য বেষ্টন ক'রে, করুক্ উদ্গীরণ সে রুদ্ধ আগ্নেয়গিরি যতদূর তার অন্তরের জোর; আমি সীতা ফিরিয়ে দেব না, বিভীষণ! কেন দেব? বনের বানর সহায় দেখে? আমি কি আর সে রাবণ নই?

বিভীষণ। মার্জ্জনা ক'রো, দাদা! তুমি যেন সে রাবণ হ'তে এরই মধ্যে একটুকু নেমে পড়েছ! তুমি যদি সেই রাবণ, সীতায় হরণ ক'রে আন্‌লে কেন, দাদা? রাম-লক্ষ্মণের সমক্ষে, তাদের হত্যা ক'রে কেড়ে আন্‌তে পার্‌তে ত?

রাবণ। পার্‌তাম বিভীষণ, তাদের পরাস্ত ভূপাতিত ক'রে, তাদের মৃত্যু-দীপ্ত নির্ব্বাক্ দৃষ্টির সমক্ষেই চুলের মুষ্টি ধ'রে এইরকম ক'রেই টেনে আন্‌তে; কেন করি নি, জান? আমি রাবণ ব'লেই; যার যে

পরিমাণ অপরাধ, ঠিক সেই মত দণ্ড বিধানই আমার রাবণত্ব। হত্যায় তাদের প্রায়শ্চিত্ত হ'ত না; তারা করেছে—আমার ভগ্নীর নাসাকর্ণ ছেদন ক'রে মর্ম্মাঘাত, মর্ম্মাঘাতের প্রতিশোধ—এই অন্তরের অন্তস্তল-ভেদী গুপ্তঘাত; রাজনীতি।

বিভীষণ। নতশির আমি তোমার রাজনীতির কাছে, মানি তুমি রাবণ রাজনীতি নিয়ে; তবে দাদা, আমার অনুনয়—তুমি রাবণ হয়েছ, আরও কিছু হও—রাবণ হ'তেও—তোমার ঐ রাবণের অপরাভূত রাজ-নীতির সঙ্গে ধর্ম্মনীতিটাকে মাখিয়ে। দাদা, শুদ্ধ রাজনীতির দোহাইয়ে কারও প্রাণে ঘা দিয়ো না, কারও চোখে জল ফেলিয়ো না; ব্যর্থ যাবে না।

রাবণ। বিভীষণ, আচ্ছা দেখি তোমার ধর্ম্মনীতিটাই, তা হ'লে রাবণের এ বুকের ঘাটা কি ব্যর্থ যেতে বল? স্থর্পনখার অশ্রুজলটা কি জল নয়?

বিভীষণ। স্থর্পনখার অশ্রুজলের কারণ কি, দাদা?

রাবণ। কারণ—সে তাদের কাছে অভিসারে গিয়েছিল—এই ত? রমণী—পুরুষ-সঙ্গ প্রার্থনা করেছে—অপরাধ এমন কি ভীষণ? এ ত প্রকৃতির ধর্ম্ম; তারা যদি ব্রহ্মচারী—জিতেন্দ্রিয়, প্রত্যাখ্যান করতে পারত, তিরস্কার ক'রে তাড়িয়ে দিতে পারত; নাসাকর্ণ ছেদন! সমগ্র রমণী-জাতিটার ওপর জাজ্বল্যমান বিদ্রূপ! এ তোমার কোন্ ধর্ম্মনীতির দোহাইয়ে? বিভীষণ, ওঃ, কী তুমি! এ নিয়ে আবার বিচার করতে এসেছ? এর অন্য বিচার আছে? এর বিচার আমি ক'রে দিয়েছি, করেছে রমণীর অপমান—মরুক্ রমণীর জন্য কেঁদে মাথা ঠুকে; রাজনীতি।

বিভীষণ। রমণীর জন্য মাথা ঠোকে ঠুকুক্, তোমার রাজনীতি উজ্জ্বল হোক্; কিন্তু রমণী মাথা ঠোকে তোমার কোন্ নীতির বশে,

দাদা? কি কলঙ্ক দিয়েছে দেবী সীতা তোমার রাজনীতি বিশারদ রাবণ নামে, যার জন্য আজ লঙ্কার অশোক-বন অশ্রু-জলের পাথার, আর্ত্তনাদে রুদ্ধ বায়ু, মাথা-ঠোকায় রক্তারক্তি? কার অপরাধে কার ওপর রাজনীতি দেখাও, দাদা? অপরাধী হয়—রামে দণ্ড দাও; এতে যে তোমার বিনা অপরাধে রমণী-জাতির অপমান করা হচ্ছে! এ রমণী কি তোমাতে অনুরাগিণী?

রাবণ। অনুরাগিণী উপস্থিত না হ'লেও—অপরাধিনী; বর্ত্তমান ব্যাপারে সীতা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্টা, সূর্পনখার অপমানের প্রধান কারণ—রামের সীতা-গৌরব। আমি দেখিয়ে দিতে চাই—সীতা এমন অন্ধ ক'রে রেখেছে রামকে কিসের মাদকতায়, যার নেশায় সমস্ত জগৎটার রমণী তার ঘৃণার—উপহাসের। সীতাকে তুমি নিতান্ত দেবীটী ঠাওরো না, বিভীষণ! তুমি জান না; মায়া-মৃগ বধের সময় মারীচ যখন ঠিক রামের স্বরে "ভাই লক্ষ্মণ! রক্ষা কর"—ব'লে চীৎকার করতে লাগ্‌ল, আমি ঠিক কুটীর-পার্শ্বে ছিলাম—সব দেখেছি, সব শুনেছি; লক্ষ্মণ রাক্ষসের মায়া অনুমান ক'রে কিছুতেই কুটীর ত্যাগ করতে সম্মত হচ্ছিল না; কিন্তু এই সীতা—এই তোমার দেবী সীতা আসুরী-ক্রোধে গর্জ্জে উঠে সর্ব্বত্যাগী সমভিব্যাহারী সেবক লক্ষ্মণকে চণ্ডালিনী হ'তেও কী দুর্ব্বাক্যটা জলের মত ব'লে ফেল্‌লে, শুন্‌বে? বল্‌লে—"রে নরাধম! তুই আমায় উপভোগ কর্‌বার জন্য আমাদের সঙ্গ নিয়েছিস?" ওঃ! বিভীষণ, আমি চুরি করতে গেছি—আমারও ঘৃণা এল সে মুহূর্ত্তটায় তাকে স্পর্শ করতে; তার মার্জ্জনা নাই—তার কাঁদাই উচিত এইভাবে—এই অশোক-বনে—এই রাক্ষসের ঘেরায় প'ড়ে; রাজনীতি।

বিভীষণ। [স্বগত] রাবণ মর্‌বে—রাবণ মর্‌বে! রাজনীতির গৌরবে অমিত-বিক্রমী রাবণ আপনা-আপনি ফেটে মর্‌বে!

রাবণ। কি ভাব্‌ছ, বিভীষণ ?

বিভীষণ। ভাব্‌ছি— দাদা, এই রাম-সীতা কোথাকার—কে এরা !

রাবণ। [বিদ্রূপ-স্বরে] রাম-সীতা কৈলাসের শঙ্কর-শঙ্করী।

বিভীষণ। ঠিক তাই না হ'লেও সেইরকম কোন অলক্ষ্য হ'তেই এদের আসা—এক জোট হ'য়ে, এক যুক্তি নিয়ে ; সীতা সর্পিণীর মত রূপের বেষ্টনে সমস্ত লঙ্কাটায় বেড়া দিয়ে বস্‌বে—কা'কেও একটু পাশ-কাটাবার সুমতি দেবে না, আর রাম সেই চিহ্ন-দেওয়া ভূ-খণ্ডটা লক্ষ্য ক'রে ব্রহ্মশাপে বজ্রাঘাতের মত ঊর্দ্ধ হ'তে ক্ষিপ্তগ্রাসে পড়্‌বে—কোথাও একটা কুটো বল্‌তে রাখ্‌বে না।

রাবণ। বিভীষণ—

বিভীষণ। দাদা—

রাবণ। খুব যে রাম-ভক্তি দেখ্‌ছি তোমার !

বিভীষণ। রাম যে জগতের ভক্তিরই কারণ, দাদা ! নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম সীতাপতি রাম ! হরধনুর্ভঙ্গকারী বীরমণি রাম ! পিতৃসত্যে সর্ব্বত্যাগী বনবাসী রাম !

রাবণ। বল—বল, চুপ ক'রে গেলে কেন ? আরও বল্‌বার রয়েছে যে, স্বার্থ-সাধনে চোরা-বাণে বালী-হন্তা রাম ?

বিভীষণ। দাদা, সীতা ফিরিয়ে না দাও, রামনামে কলঙ্ক দিয়ো না।

রাবণ। বিভীষণ, রামে ভক্তি কর—আপত্তি নাই ; জাতীয়তা ঠিক রাখ।

বিভীষণ। বুঝেছি—দাদা, তুমি লঙ্কাপুরী রাখ্‌বে না।

রাবণ। আমিও বুঝ্‌লাম—বিভীষণ, লঙ্কাপুরী থাক্‌বে না—আমার নির্ব্বুদ্ধিতায় নয়, তোমার আত্মদ্রোহিতায় ; রাবণের রাবণত্বে নয়—বিভীষণের বিভীষণতায়।

বিভীষণ। তাতেও কলঙ্ক নাই, দাদা! অন্যায়, অত্যাচারের আত্ম-দ্রোহিতায় ধর্ম্ম, পুণ্যের পরার্থ-পূজা—সেও জগতে আদর্শ—দৃষ্টান্ত।

রাবণ। [সক্রোধে] পাষণ্ড! ওঃ, জানি না কী ভীম রুদ্রশাপে অভিশপ্ত হয়েছিল এ পবিত্র রক্ষকুল—তোর মত কুল-পাংশুল আত্ম-অবমাননাকারী বিভীষণের উৎপত্তি এখানে! বল্‌তে পারি না—অজ্ঞানে অন্ধকারে কোথাকার কী উগ্র বিষের পাত্র লেহন করেছিল রাবণ—তোকে ব'লে আস্‌তে হয়েছে এই রসনায়—ভাই! বুঝেছি—সে স্নেহ নয়, দস্যু—নরকের, যে এখনও আমার এই জলন্ত বুকে জলের ছিটে দিয়ে তোর মুখপানে চাওয়াচ্ছে, তোর সঙ্গে কথা কওয়াচ্ছে। দূর-হ—দূর-হ নির্লজ্জ, মঙ্গল চাস ত!

বিভীষণ। আমি আমার মঙ্গল চাই না, দাদা! তোমার মঙ্গল—সমস্ত রক্ষ-জাতির মঙ্গল; সীতা ফিরিয়ে দাও।

রাবণ। দূর হও—

বিভীষণ। পায়ে ধর্‌ছি—সীতা ফিরিয়ে দাও। [পদ ধারণ]

রাবণ। বিভীষণ—

বিভীষণ। হত্যা কর আমায়, লঙ্কা রাখ; সীতা ফিরিয়ে দাও।

রাবণ। কুল-পাংশুল! [পদাঘাত]

বিভীষণ। [বিকট আর্ত্তনাদে] রাজনীতি—

রাবণ। শত্রুসেবি! [পদাঘাত]

বিভীষণ। [ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বস্বরে] রাজনীতি—

রাবণ। মিত্রদ্রোহি! [পদাঘাত]

বিভীষণ। [পূর্ব্বস্বরে] রাজনীতি—

রাবণ। দূর হও।

বিভীষণ। [কম্পিত কলেবরে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া]

জগৎ! দেখ্‌লে? মিত্রদ্রোহী কে—জগৎ! দেখলে? দেখে রাখ, দোষ দিতে পাবে না এর পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য ; আমি বিভীষণ হব। রাবণ, দুরই হলুম ; শুধু হাতে নয়—তোমার রাজলক্ষ্মী, রাজবুদ্ধি, তৃপ্তি, আনন্দ, পরাক্রম, পরমায়ু—সব এই মুঠোর ভেতর ভ'রে নিয়ে। তুমি বিলাস-কুঞ্জে শুয়ে মোহের নিদ্রায় সীতা-রূপের স্বপ্ন দেখ—আর প্রেম-সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে বিধবা পুত্র-পৌত্র-বধূদের সিঁদুর-তোলার মধুর গীতে বাণবিদ্ধ লাফিয়ে ওঠ। তুমি জীবনে যত নারীর অপমান করেছ—সব স্মরণ ক'রে সুখের নেশায় হো-হো হাস, আর নিয়তির নিষ্ঠুর করে সেই সকল চিত্রের বীভৎস পরিস্ফুটন দেখে নীরব-ত্রাসে বিংশ নয়নের বিংশতি ধারায় অবিশ্রান্ত ভাস। তুমি দশস্কন্ধের পাশব-অহঙ্কারে যত পার জগতের ওপর অত্যাচার স্তূপীকৃত কর—আর রামচন্দ্রের বিদ্যুৎ-জ্বলা ব্রহ্মবাণে দশমুণ্ড তোমার দশদিকে ভাঁটার মত গড়িয়ে পড়ুক্। [প্রস্থান।

রাবণ। দূর হ' ঘৃণ্য, নারকী, মিত্রদ্রোহী চণ্ডালাধম! আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব জিহ্বার একটা পর্দ্দা ফেলে দিয়ে—ভাই বলেছি তোকে! তীর্থ-স্নান কর্‌ব—স্পর্শ করেছি পাপদেহ পদাঙ্গুষ্ঠে! রত্ন দান কর্‌ব গ্রহ বিপ্রকে—শনি ছেড়ে গেল লঙ্কার! কর্ব্বুরগণ, এখন তোমরা কি বল্‌তে চাও—সীতা ফিরিয়ে দাও?

সকলে। যুদ্ধ—যুদ্ধ।

রাবণ। জয়যুক্ত হও ; যথার্থই তোমরা কর্ব্বুর-কুলজাত। যাও বীরগণ, আমি অবিলম্বে দেখ্‌তে চাই—সজ্জিত তোমরা সমর-সজ্জায়, সমবেত সকলে সিংহ-তোরণে, সাধনা সকলের একমুখী, রাম-লক্ষ্মণের শিক্ষা—সীতায় রক্ষা। [বীর-দম্ভে প্রস্থান করিলেন।

সকলে। জয়—জগদ্বিজয়ী দশাননের জয়! [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সমুদ্রতীর

রাম, লক্ষণ ও সুগ্রীব দাঁড়াইয়াছিলেন।

সুগ্রীব। প্রভু! সমুদ্র-বন্ধন শেষ, সৈন্য-চালনার বন্দোবস্ত করি?

রাম। সুগ্রীব, অমন সোনার লঙ্কাটায় নিতান্তই লণ্ডভণ্ড কর্‌তে হ'ল!

লক্ষ্মণ। দাদা, এখনও পাপ-লঙ্কার মমতা! দেবী-প্রতিমা জনক-নন্দিনীর অবিরাম অশ্রুজলে যেখানকার মাটি কাদা—আর সেই কর্দ্দমে তিলক ক'রে আনন্দে আত্মহারা যেখানকার রাজা, সেই লঙ্কা সোনার লঙ্কা! সে লঙ্কা লণ্ডভণ্ড হবে তার ইতস্ততঃ! সে লঙ্কা যে এখনও আছে—পুড়ে যায় নি, এই আশ্চর্য্য!

রাম। না লক্ষ্মণ, লঙ্কা পোড়্‌বার দেরি আছে; যতই কলঙ্কিত হোক্—ভাই, লঙ্কা এখনও সোনার লঙ্কা। ওখানে যেমনি পরদার-অভিলাষী পাপমতি রাবণ আছে, তেমনি আবার পরের দুঃখে প্রাণ-ঢালা পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ আছে; জান না তুমি, সে আমার জন্য অনেক কেঁদেছে, অনেক কাঁদ্‌ছে, অনেক ঋণে জড়াচ্ছে আমায়। সীতার নয়ন-জলে যেমনি ওখানকার অশোকবন সিক্ত, তেমনি আবার পরমা-সতী সরমার সান্ত্বনা-সুধায় সেই সীতা এখনও জীবিত। লক্ষ্মণ, সত্যই লঙ্কা সোনার লঙ্কা; তাকে লণ্ডভণ্ড করা সত্যই বিবেচনার বিষয়।

লক্ষ্মণ। বিবেচনার বিষয় হ'লেও আর যে বিবেচনা সহ্য হয় না, দাদা! এই যে বিশাল প্রকৃতি—সূর্য্য-চন্দ্র-জ্যোতির্ম্ময়ী, পুষ্প হাস্যমুখী, প্রীতির অফুরন্ত ভাণ্ডার, এ আর আমার চোখে নাই; আমি দেখ্‌ছি শুধু অশোকবনবাসিনী সীতা, সেই মধুর, সরস মাতৃ-মূর্ত্তির শীর্ণতা,

জগৎ! দেখ্‌লে? মিত্রদ্রোহী কে—জগৎ! দেখলে? দেখে রাখ, দোষ দিতে পাবে না এর পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য; আমি বিভীষণ হব। রাবণ, দুরই হলুম; শুধু হাতে নয়—তোমার রাজলক্ষ্মী, রাজবুদ্ধি, তৃপ্তি, আনন্দ, পরাক্রম, পরমায়ু—সব এই মুঠোর ভেতর ভ'রে নিয়ে। তুমি বিলাস-কুঞ্জে শুয়ে মোহের নিদ্রায় সীতা-রূপের স্বপ্ন দেখ—আর প্রেম-সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে বিধবা পুত্র-পৌত্র-বধূদের সিঁদুর-তোলার মধুর গীতে বাণবিদ্ধ লাফিয়ে ওঠ। তুমি জীবনে যত নারীর অপমান করেছ—সব স্মরণ ক'রে সুখের নেশায় হো-হো হাস, আর নিয়তির নিশ্মম করে সেই সকল চিত্রের বীভৎস পরিস্ফুটন দেখে নীরব-ত্রাসে বিংশ নয়নের বিংশতি ধারায় অবিশ্রান্ত ভাস। তুমি দশস্কন্ধের পাশব-অহঙ্কারে যত পার জগতের ওপর অত্যাচার স্তুপীকৃত কর—আর রামচন্দ্রের বিদ্যুৎ-জ্বলা ব্রহ্মবাণে দশমুণ্ড তোমার দশদিকে ভাঁটার মত গড়িয়ে পড়ুক্। [প্রস্থান।

রাবণ। দূর হ' ঘৃণ্য, নারকী, মিত্রদ্রোহী চণ্ডালাধম! আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব জিহ্বার একটা পর্দ্দা ফেলে দিয়ে—ভাই বলেছি তোকে! তীর্থ-স্নান কর্‌ব—স্পর্শ করেছি পাপদেহ পদাঙ্গুষ্ঠে! রত্ন দান কর্‌ব গ্রহ বিপ্রকে—শনি ছেড়ে গেল লঙ্কার! কর্ব্বুরগণ, এখন তোমরা কি বল্‌তে চাও—সীতা ফিরিয়ে দাও?

সকলে। যুদ্ধ—যুদ্ধ।

রাবণ। জয়যুক্ত হও; যথার্থই তোমরা কর্ব্বুর-কুলজাত। যাও বীরগণ, আমি অবিলম্বে দেখ্‌তে চাই—সজ্জিত তোমরা সমর-সজ্জায়, সমবেত সকলে সিংহ-তোরণে, সাধনা সকলের একমুখী, রাম-লক্ষ্মণের শিক্ষা—সীতায় রক্ষা। [বীর-দম্ভে প্রস্থান করিলেন।

সকলে। জয়—জগদ্বিজয়ী দশাননের জয়! [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সমুদ্রতীর

রাম, লক্ষণ ও সুগ্রীব দাঁড়াইয়াছিলেন।

সুগ্রীব। প্রভু! সমুদ্র-বন্ধন শেষ, সৈন্য-চালনার বন্দোবস্ত করি?

রাম। সুগ্রীব, অমন সোনার লঙ্কাটায় নিতান্তই লণ্ডভণ্ড কর্‌তে হ'ল!

লক্ষ্মণ। দাদা, এখনও পাপ-লঙ্কার মমতা! দেবী-প্রতিমা জনক-নন্দিনীর অবিরাম অশ্রুজলে যেখানকার মাটি কাদা—আর সেই কর্দ্দমে তিলক ক'রে আনন্দে আত্মহারা যেখানকার রাজা, সেই লঙ্কা সোনার লঙ্কা! সে লঙ্কা লণ্ডভণ্ড হবে তার ইতস্ততঃ! সে লঙ্কা যে এখনও আছে—পুড়ে যায় নি, এই আশ্চর্য্য!

রাম। না লক্ষ্মণ, লঙ্কা পোড়্‌বার দেরি আছে; যতই কলঙ্কিত হোক্—ভাই, লঙ্কা এখনও সোনার লঙ্কা। ওখানে যেমনি পরদার-অভিলাষী পাপমতি রাবণ আছে, তেমনি আবার পরের দুঃখে প্রাণ-ঢালা পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ আছে; জান না তুমি, সে আমার জন্য অনেক কেঁদেছে, অনেক কাঁদ্‌ছে, অনেক ঋণে জড়াচ্ছে আমায়। সীতার নয়ন-জলে যেমনি ওখানকার অশোকবন সিক্ত, তেমনি আবার পরমা-সতী সরমার সান্ত্বনা-সুধায় সেই সীতা এখনও জীবিত। লক্ষ্মণ, সত্যাই লঙ্কা সোনার লঙ্কা; তাকে লণ্ডভণ্ড করা সত্যাই বিবেচনার বিষয়।

লক্ষ্মণ। বিবেচনার বিষয় হ'লেও আর যে বিবেচনা সহ্য হয় না, দাদা! এই যে বিশাল প্রকৃতি—সূর্য্য-চন্দ্র-জ্যোতির্ম্ময়ী, পুষ্প হাস্যমুখী, প্রীতির অফুরন্ত ভাণ্ডার, এ আর আমার চোখে নাই; আমি দেখ্‌ছি শুধু অশোকবনবাসিনী সীতা, সেই মধুর, সরস মাতৃ-মূর্ত্তির শীর্ণতা,

শুষ্কতা, নীরবতা! এই যে অনুভূত প্রবহমান শান্ত বায়ু—এর আজ আর লক্ষ্মণকে স্নিগ্ধ কর্‌বার শক্তি নাই; এ সেই জনক-নন্দিনী দেবী সীতার দীর্ঘশ্বাসমাখা! এই যে সম্মুখে উত্তালতরঙ্গ অনন্ত-সমুদ্র—এ আর কিছুই নয়, আমার রোদন-সর্ব্বস্বা মায়ের গলিত অশ্রু-সম্ভার! দাদা, জড়ায় বিভীষণ ঋণে—প্রাণ দিয়ে পরিশোধ কর্‌ব; রাখে সীতায় সরমা—মা মা ব'লে পায়ে পড়্‌ব। বিবেচনা রাখ, আদেশ দাও—লঙ্কা ছারখারে দিই।

সুগ্রীব। অনুমতি দিন্, প্রভু! আর বিচার-বিবেচনা কর্‌বেন না; অনেক দূর অগ্রসর আমরা, সব প্রস্তুত, কেবল ঝাঁপ দিতেই বাকী। অনুমতি দিন্, সুগ্রীব আমি—রাম-কার্য্যে প্রাণ ঢালি।

রাম। সুগ্রীব—সখা, তোমার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না। কোথাকার কে আমি—তুমি এসেছ আমার দায়ে আপনার আত্মীয়, বন্ধু, সমগ্র জাতি নিয়ে জীবন দিতে!

সুগ্রীব। আপনার রাখা-জীবন আপনারই দায়ে দিতে এসেছি, এতে আমায় অতটা উচ্চে তোল্‌বার কিছু নাই, প্রভু! তবে আমার উচ্চতা এই—হীন, অসভ্য কপিজাতি আমি—পুরুষ-শ্রেষ্ঠ আপনি আমায় সখা সম্বোধন করেছেন।

রাম। তাতেও আমার ঠিক তৃপ্তি হয় নি, সুগ্রীব! আমি যেন তোমায় পেয়ে ভাই ভরতকে পেয়েছি।

সুগ্রীব। [উদ্দেশে] মা মহামায়া! মরি—দুঃখ নাই; এই করিস—মা, বালী-হন্তা সুগ্রীব আমি—যেন রামের ভরত হ'তে পারি।

বিভীষণ উপস্থিত হইলেন।

বিভীষণ। [শশব্যস্তে] তুমিই সুগ্রীব? তোমার নামই সুগ্রীব?

সুগ্রীব। তুমি কে ?

বিভীষণ। বল্‌ছি ; তুমি বালীর ভাই সুগ্রীব কি-না বল দেখি ?

সুগ্রীব। হাঁ, আমিই সুগ্রীব।

বিভীষণ। তুমি ভাইকে হত্যা করিয়ে রাম-কার্য্য কর্‌তে এসেছ ?

সুগ্রীব। [ইতস্ততঃ করিতে লাগিল]

বিভীষণ। বল—সঙ্কোচ কিসের ? তোমায় আমি গুরু করব।

সুগ্রীব। হাঁ—আমি বড় আঘাত পেয়ে—

বিভীষণ। থাক্ ; দেখি তোমার বুকখানা—কোথাও দাগ পড়েছে কি না ? ভ্রাতৃ-শোকের সে ঘা-টা কেমন, কোনখানে একটু আঁচড় দিতে পেরেছে কি না ? মর্ম্মের জ্বালায়, অস্থির আবেগে করিয়ে ফেলেছ যা, পরে তার জন্য অনুশোচনার একটু গন্ধ উঠ্‌ছে কি না ?

সুগ্রীব। ওঠে নি—ওঠে নি অনুশোচনার ঈষৎ দুর্গন্ধ মনের কোণেও ; ওঠ্‌বার অবকাশই পায় নি ; গর্ব্বের উচ্চশির লুটিয়ে দিয়ে সাম্যের সেবা কর্‌ছি। এই দেখ বুক—প্রশান্ত, স্থির ; যথেচ্ছাচারীর ঘৃণ্য জীবন নিয়ে পুরুষোত্তম রামের কার্য্যে নেমেছি।

বিভীষণ। তুমি আমার গুরু। আমি কে জান ? আমি বিভীষণ, রাবণের ভাই। আমি তোমার শিষ্য ; তুমি আমায় মন্ত্র দাও সেই মন্ত্র, যে মন্ত্রে তুমি নির্ব্বিকার, অচল, অটল হ'য়ে বালীর মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিয়ে দিয়েছ ; আমিও নির্ব্বিকার হব। তুমি বালী বধ করিয়েছ—আমি রাবণ বধ করাব। বালী তোমায় অন্তরে অন্তরে গুপ্ত ঘা দিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা-ছাড়া করেছিল, রাবণ প্রকাশ্য-রাজসভায় পদাঘাতে আমার পাঁজর ভেঙে দিয়ে আমায় সমুদ্র-পারে পাঠিয়েছে। তোমাতে তবুও একটু অপরাধ ছিল—সুড়ঙ্গে তাকে পাথর-চাপা দিয়ে তার রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছিলে ; আমার অপরাধ—সীতা ফিরিয়ে দাও।

সুগ্রীব। বিভীষণ, তুমি আমার শিষ্য নও—তুমি আমার মিত্র ; মন্ত্র দেব না তোমায়—শক্তি নাও। [আলিঙ্গন করিয়া রামচন্দ্রের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশে] ঐ দেখ—যে শক্তিতে বুক বেঁধে আমি বালী-বধ করেছি, ঐ দেখ সেই সর্ব্বশক্তিমান্—সর্ব্বসন্তাপহারী রাম-পাদ-পদ্ম ; ঐ আমার কর্ম্মের উদ্যম—ঐ আমার মহাপ্রলয়ের শক্তি।

বিভীষণ। [রামরূপ দেখিতে দেখিতে] বটে শক্তি! নব দুর্ব্বা-দল-শ্যাম নয়নাভিরাম নিখিল নম্য মূর্ত্তি! আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু—আজানু-লম্বিত বাহু—আচণ্ডাল-আলিঙ্গিত উন্নত বিস্তৃত বক্ষ ; বটে শক্তি! বক্ষে দুর্জ্জয় সাহস—স্কন্ধে দুষ্টদলন কার্ম্মুক—চক্ষে বজ্রপ্রসবিনী চিকুর ; তপস্বীর সৌন্দর্য্য বদনে—প্রতিজ্ঞার জয়-টীকা ললাটে—সর্ব্বত্যাগের ধূম্র জটা-মুকুট মস্তকে ; বটে শক্তি! হাস্যে প্রবাহিত অমৃতের শতধারা—রোষে নিনাদিত প্রলয়ের বিষাণ ; এক পদে জাগরিত বিশ্বের কল্যাণ—অন্য পদে নিদ্রিত শত মত্ত রাবণ, শত সহস্র লঙ্কা, অসংখ্য অবিচার গর্ব্ব ; বটে শক্তি! [নতজানু হইয়া] প্রভু! শরণ নিলাম।

রাম। [হস্ত ধরিয়া] বিভীষণ, শরণ নেবার বহু পূর্ব্ব হ'তেই আমি তোমায় বরণ ক'রে রেখেছি—বন্ধু, আমার এই জীবন-উপবনের বসন্ত-পদে। [তুলিয়া] লক্ষ্মণ, আর আমার লঙ্কায় মমতা নাই ; লঙ্কার সার রত্ন সরিয়ে নিয়েছি, লঙ্কায় আগুন দাও।

বিভীষণ। আগুন জ্বাল—লক্ষ্মণ, হোমাগ্নির হোতার মত, আমি তোমার তন্ত্রধারক ; ঠিক ব'লে যাব—যখনকার যা, যার পর যা।

লক্ষ্মণ। এখন তবে এই হোমকুণ্ড জাল্‌বার প্রথম মন্ত্রটা বল—বন্ধু, জনক-নন্দিনী দেবী সীতা, আমার জগদানন্দরূপিণী জননী, আমার এক নিঃশ্বাসে সহস্রবার লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ করা মা আজ লক্ষ্মণহারা হ'য়ে অশোকবনে অপুত্রক কি অবস্থায় আছেন?

বিভীষণ। অবস্থার সীমানায় আর সীতা নাই, সৌমিত্রি; সীতা এখন সকল অবস্থার বাইরে। সীতা তোমায় দুর্ব্বাক্য বলেছিল না মায়া-মৃগ বধের সময়, তুমি কুটীর ছেড়ে যেতে চাও নি ব'লে? আপনার দিকে এখন আর লক্ষ্য নাই সীতার—কেবল সেই স্মরণ, সেই অনুতাপ, সেই আত্মগ্লানি; কেন বলেছিলুম, লক্ষ্মণ! কোথায় লক্ষ্মণ—

লক্ষ্মণ। [ব্যাকুলভাবে] এই যে আমি, মা আমার! কিসের অনুতাপ? আদরে—অবহেলায়, বাৎসল্যে—দুর্ব্বাক্যে, সম্পদে—বিপদে চির-সেবক তোমার এই যে লক্ষ্মণ! অগ্নিদেব! জ্বল' লক্ষ্মণের হৃদয়কুণ্ডে প্রলয়-জ্বালায়, একদিন যেমন জ্বলেছিলে ত্রিপুরাসুর-সংহারে ধূর্জ্জটির ত্রিশূলে। আমি হোতা, আমি আজ তোমায় ভোজন করাব, তোমার মুখ দিয়ে প্রপীড়িত দেবতা-মণ্ডলীকে ভোজন করাব, প্রয়োপবেশনের বিশ্বকে ভোজন করাব; লঙ্কাপুরী—রাক্ষস-জাতি, পরিতৃপ্ত ভোজন। বিভীষণ—তন্ত্রধারক, সফল তোমার প্রথম মন্ত্র, অগ্নি প্রজ্বলিত।

নেপথ্যে রক্ষ-সৈন্যগণ। জয়—লঙ্কাপতি দশাননের জয়!

লক্ষ্মণ। তন্ত্রধারক, এইবার—

বিভীষণ। আহুতি দাও—রাবণ-পুত্র প্রহস্তের নামে।

লক্ষ্মণ। [রামের পাদ-বন্দনা করিয়া] ওঁ স্বাহা।

[সদর্পে প্রস্থান।

রাম। মা মহাশক্তি! রণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম—ভাই লক্ষ্মণ, মিত্র বিভীষণ আর সুগ্রীবের গলা জড়িয়ে; কূলে ফিরিয়ে এনে শরণাগত-পালিনী নাম রাখ্‌তে হয় রেখো, অতলে ডুবিয়ে দিয়ে পতিবক্ষে নৃত্যপরা পুত্রঘাতিনী হ'তে হয় হ'য়ো, যা তোমার ইচ্ছা; রাম তোমার ক্রীড়নক। এস—সুগ্রীব, এস—বিভীষণ, এস—প্রাণের সুহৃদদ্বয়— [প্রস্থান।

বিভীষণ। সুগ্রীব, তুমি ঠিক আমার কাছে কাছে থাক্‌বে; বড় কঠিন যজ্ঞ—মন্ত্র ভুল হ'তে পারে! তুমি কাছে থাক্‌লে সে ভয় নাই, অম্‌নি ধরিয়ে দেবে। আমি পুঁথি দেখে মন্ত্র বল্‌ব—এ মন্ত্র তোমার কণ্ঠস্থ।

সুগ্রীব। কোন চিন্তা নাই, কিছু ভুল হবে না তোমার; তুমি আবার আমা' হ'তেও পণ্ডিত। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

লঙ্কাপুরী

তাণ্ডব-নৃত্যভঙ্গে রক্ষ-কামিনীগণ গাহিতেছিল।

রক্ষ-কামিনীগণ।—

গীত।

আমাদের পুরুষরা সব রণে।
ছোটে বাণ শন্‌ শন্‌ শন্‌, নাচে প্রাণ মাত্‌লা-গাজন,
আমরা সব বীরের নারী—
রইতে নারি— বদন ভারি,
ঘোম্‌টার আবরণে।
আজ আমাদের নয়ন-কোণে মরণের ইঙ্গিত,
আজ আমাদের কণ্ঠে কেবল মার্‌ মার্‌ সঙ্গীত;
সমর জিনে আসে বঁধু—
গলা ধ'রে খাব চুমো লুটিয়ে দেব প্রাণের মধু;
মরণ হয়—কি দুঃখ তায়—
শোব চিতায় একশয়নে প্রাণ-বঁধুর সনে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রোহিলা-প্রাসাদ

মন্থরা ও নন্দেয়ী দাঁড়াইয়াছিলেন।

নন্দেয়ী। [পথ প্রতি চাহিয়া] মন্থরা—মন্থরা, কবচ আস্‌ছে, না? আমার কবচ? দেখ্‌ দেখি—

মন্থরা। [ভঙ্গী-সহকারে দেখিতে দেখিতে] আমার কি আর চোখের ঠাওর আছে—

নন্দেয়ী। আর দেখ্‌তে হবে না—সে-ই বটে! সেই ভ্রাতৃহারা মুখ, সেই পিতৃহারা বুক, সেই সর্ব্বহারা সব! ওঃ, আজ দ্বাদশ বৎসর পরে! কুণ্ডল মরেছে—ও-ও বেরিয়েছে; সে আজ একযুগ!

কবচ নিকটস্থ হইল।

নন্দেয়ী। [ব্যগ্রভাবে ছুটিয়া গিয়া] পুত্র—পুত্র—

কবচ। মা! আছ?

নন্দেয়ী। আছি—পুত্র, যাই নি কোথাও, যেতে পারি নি। কুণ্ডলের জন্য তুমি গেছ—তোমার জন্য আমি প'ড়ে আছি এই প'ড়ো-ভিটে আগ্‌লে স্বর্গবাস তুচ্ছ ক'রে। কোথায় ছিলে পুত্র, কোথায় ছিলে এত্তদিন? সেই রণস্থল হ'তে লুকিয়ে প'ড়ে এই দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর?

কবচ। বনে, গিরি-সঙ্কটে, অভক্ষ্য-ভোজী রাক্ষস-রাজ্যে। আমি সাধনা কর্‌ছিলুম, মা!

নন্দেয়ী। কিসের সাধনা, পুত্র?

কবচ। ভরতের ভাইহারা-মুখ দেখ্‌বার সাধনা।

নন্দেয়ী। কেন? কেন, পুত্র?

কবচ। কেন! মনে নাই? কুণ্ডলের মৃত্যুর দিন—যেদিন সূর্য্য আমাদের চক্ষে প্রলয়ের অন্ধকার, পৃথিবী আমাদের পায়ের তলা হ'তে তিন যোজন নীচে, পুত্রহারা নন্দেয়ী দেবী তুমি—আমার মা রাজকর নিয়ে রাণী কৈকেয়ীর পদপ্রান্তে, রুদ্ধ-আগ্নেয়গিরি—অন্তরে তরল অগ্নি, মুখে মিলনের ওষ্ঠ-ভ্রুকুটী; ভ্রাতৃহারা আমি—অধীর উন্মত্ত; মনে নাই—ভরত কি বলেছিল আমায় নির্ব্বিকার জলের মত? "কবচ, এক ভাই গেছে—চার ভাই নাও।" ওঃ! মা, আমি একবার দেখ্‌তে চাই সেই ভরতের ভাই-হারা মুখ; শুন্‌তে চাই সেই মুখে—জগৎ এনে ধ'রে দিলেও ভাইএর বদল হয় না।

নন্দেয়ী। এ প্রতিহিংসার আত্মঘাতী অসার-কল্পনা, বৎস তোমার! তুমি কি তাকে ভাই-হারা কর্‌তে পার্‌বে?

কবচ। কর্‌বার জন্যই এই যুগব্যাপী সাধনা কর্‌ছিলুম—মা, পার্ব্বত্য ভীল-জাতির হাতে ধ'রে—অসভ্য বর্ব্বরদের বুকে ক'রে—অস্পর্শীয় ইতরদের পায়ে প'ড়ে। কিন্তু মা, আর আমার সাধনার প্রয়োজন হ'ল না, অর্দ্ধপথেই সিদ্ধি; একটা ভৈরব দৈববাণী ললিতস্বরে অকস্মাৎ আমার কানে বেজে উঠ্‌ল—"ভরত ভাইহারা হ'ল ব'লে; আমায় ভাইহারা করেছে জল্লাদের ভল্লে—ভরত ভাইহারা হবে রাক্ষসের শক্তিশেলে।" দেখেও আস্‌ছি ঠিক তাই—ভরতের প্রাণের ভাই রাম-লক্ষ্মণ রাক্ষসের ঘেরায়।

নন্দেয়ী। যাক্; এখন দেখে নাও দেখি—তোমার যা সব—

কবচ। আমার কি সব? কি দেখে নেব—মা, আমি? কি আছে আমার?

নন্দেয়ী। রাজ্য।

কবচ। নাই—নাই, যার ভাই নাই—তার ব্রহ্মাণ্ডে কিছু নাই।

নন্দেয়ী। ভাই সকলকার থাকে না, পুত্র!

কবচ। থাকে না—সে সয়, এ রকম থেকে যাওয়া সয় না, মা!

নন্দেয়ী। থেকেও যায়, পুত্র! চন্দ্র-সূর্য্য যে একসঙ্গে এক আকাশে থাকে না।

কবচ। আমরা সে চন্দ্র-সূর্য্য ভাই নই, মা! আমরা দু'টীভাই—প্রাণ আর দেহ, অচ্ছেদ্য—নিরবচ্ছিন্ন।

নন্দেয়ী। পুত্র, প্রকৃতিস্থ হও, রাজ্য নাও; আমায় মুক্তি দাও।

কবচ। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া অভিমানে] তুমি নরকে যাও; তুমি মা নও—আমায় রাজ্য দিয়ে তুমি মুক্তি চাও—তুমি মা নও; আমার হাতে-গলায় বেঁধে নিজের মাথা গলিয়ে নাও, তুমি মা নও—মায়াবিনী; বড় ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র তোমার—তুমি নরকে যাও।

নন্দেয়ী। [স্নেহে আত্মহারা] আমি নরকেই যাব পুত্র, তোমায় বুকে ক'রে; এস আমার বুকে। [উদ্দেশে] স্বামি! অপরাধ নিয়ো না; আমি তোমায় পেয়েও হারালুম—আমি তোমায় চিনেও মনে-প্রাণে জড়িয়ে ধর্‌তে পার্‌লুম না; তোমার চিন্তা ভেসে গেল সপত্নী-পুত্রের স্নেহে। কবচ, যে যায় যাক্; এস আমরা মাতা-পুত্রে সংসার করি। আমি ভুল বলেছি, পুত্র; আমি মুক্তি চাই না, নরকেই থাকি জন্ম জন্ম; এ বড় সুখের নরক! [কবচকে বক্ষে ধারণোদ্যতা]

কবচ। না—না, আমিও ভুল করেছি, মা! তুমি নরকে যাবে কি? তুমি যে আমার মা! কুণ্ডল তোমার স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়ে গেছে, আমি তোমায় স্বর্গে পাঠাব—জীবন, জন্মান্তর যা আমার আছে সব দিয়ে। ভুলে যাও মা, পুত্র-মুখ; পুত্র হারিয়ে স্বামী পেয়েছ—সেই তুমি,

দেবী কৈকেয়ীর বিরুদ্ধ-বাদিনী, নূতন যুদ্ধে অবতীর্ণা—সেই তুমি ; স্বর্গে যাও—স্বামী-পদতল-স্বর্গে যাও। নরকে নাম্‌লাম আমি তোমার আদেশ অমান্য ক'রে, স্বর্গাদপি গরীয়সী তোমার বুকে না উঠে। [প্রস্থান।

নন্দেয়ী। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া উদ্দেশে কৈকেয়ীর প্রতি] দিদি! তুমিই বুঝি জয়ী হ'লে এ নূতন যুদ্ধেও! আমি পুত্র হারিয়ে স্বামীর সেবায় ছুটেছিলাম, তুমি স্বামীকে বিলিয়ে দিয়ে সপত্নী-পুত্রের কল্যাণে চলেছিলে ; তুমিই বুঝি জয়ী হ'লে। সপত্নী-পুত্র এমন! [চিন্তা করিয়া] মন্থরা, তোর কোথাও জায়গা আছে ?

মন্থরা। [বিস্মিত হইয়া] জায়গা!

নন্দেয়ী। এই—আত্মীয় বল্‌তে কেউ কোথাও ?

মন্থরা। ও—আছে ; যম আছে আমার।

নন্দেয়ী। তোকে যেতে হবে, মন্থরা ; যমের বাড়ী না হোক্, যে কোথাও এখান ছেড়ে ; এ হাট আমি ভেঙে দেব – রাখ্‌ব না।

মন্থরা। [নীরবে ভাবিতেছিল]

নন্দেয়ী। কি ভাব্‌ছিস ? রাখা চলে ? এতদিন যে রেখেছিলাম, সপত্নী-পুত্রের আশায়—তার সঙ্গে একবার মায়ের দেখা ক'রে যাব ব'লে, তাকে একবার বুকে ক'রে মা হওয়ার পূর্ণ পরিতৃপ্তিটা মিটিয়ে যাবার ঝোঁকে। আমি চল্‌লাম, মন্থরা!

মন্থরা। কোথায় যাবে ? তোমার জায়গা কোথায় ?

নন্দেয়ী। তা এখন জানি না ; তবে আমায় যেতে হবে উদ্‌ভ্রান্ত —অনির্দ্দিষ্টই। একটা আশ্রয় আমি ধরেছিলাম—মন্থরা, বেশ দৃঢ় হাতেই, স্থির করেছিলাম—নারী-জীবনের পরমাশ্রয় একমাত্র স্বামী, সব ছেড়ে সেই পথেই যাব ; কিন্তু কণ্টক হ'য়ে দাঁড়াল এই সপত্নী-পুত্র ; এখন কোনদিকে যাই, বল্‌তে পারি না। যাক্, তুই কিছু চাস ?

মন্থরা। কি আর চাইব ?

নন্দেয়ী। অর্থ—আশ্রয়, জীবনটা কাটানোর মত ?

মন্থরা। না।

নন্দেয়ী। কেন ?

মন্থরা। [অনুতপ্ত ভাবে] জীবনের দিকে আর আমার ঝোঁক্ নাই, রাজকন্যা ! জীবন আমার ভারী লেগেছে। আশ্রয় নেব কি, আমি ভগবানের নিরাশ্রয়-করা।

নন্দেয়ী। আরে ম'লো—তোর আবার এ আত্মগ্লানি কিসের ? কি করেছিস তুই ?

মন্থরা। তা আমি জানি না ; কিন্তু আমার নাম ডেকে গেছে খুব। আমি এইটে দেখ্‌তে পাচ্ছি--রাজকন্যা, আমি যাই করি আর না করি, আমি যেখানে আশ্রয় নিই—যেখানে গিয়ে দাঁড়াই, সেখানকার সব উড়ে যায়, পুড়ে যায় তুলোর গাদায় আগুন পড়ার মত। না—তুমি যেখানে যাবে যাও, আমার ভাবনা আর ভেবো না ; আমার যম আছে।

নন্দেয়ী। মরিস না—মন্থরা, মরিস না ; মর্‌বার মত কিছু হয় নি ত তোর ! আশ্রয় ভেঙে যাচ্ছে ? ঝড়ে বাসা ওড়ে ; নাম ডেকেছে ? সংসারী মানুষের মুখে—ওর চেয়েও বিশেষণ দেওয়া নাম কত দেবী চরিত্রে ডেকে আছে। কি করেছিস তুই ? কি কর্‌বার ক্ষমতা তোর ? পরিচারিকা দাসী মন্থরা তুই, খেয়েছিস—পরেছিস—টান্ টেনেছিস—মানুষ করেছিস, মায়া হয়েছে—ভরতকে রাজা কর্‌বার মন্ত্রণা দিয়েছিস। মরিস না, ফিরে যা, দাসী ছিলি দেবী হ'।

মন্থরা। দেহটা না পাল্‌টালে নয় গো, এ দেহটা না পাল্‌টালে নয় ; এ দেহটা আমার অভিশাপের দেহ। ফিরি ঘুরি—যাই করি,

এ দেহ থাকৃতে আমি সেই মন্থরা-দাসী। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—রাজকন্যা, আমি যেন এ দেশের নই; আমি কোন উঁচু জায়গার ঠেলে ফেলা, ছট্‌কে এসে এখানে পড়েছিলুম একটা কলঙ্ক কিন্‌তে। তুমি ফিরেছ—তুমিই ফের; দেবী হয়েছ—মহাদেবী হও। আমার কেনা-কাটা হ'য়ে গেছে, আমি চল্‌লুম তোমার হাট ভাঙ্‌বার আগেই আপনার দেশে—ঐ গঙ্গার বুকে ভেসে।

[বেগে প্রস্থান।

নন্দেয়ী। মন্থরা—মন্থরা—[ক্ষণেক নীরব নিস্পন্দ থাকিয়া] আশ্রয় দাও—আশ্রয় দাও, কে তুমি আশ্রয়দাত্রী জগতের! আশ্রয় দাও—নিরাশ্রয় আমি। এ বড় সমস্যার নিরাশ্রয়, আশ্রয় আছে—ধর্‌তে পার্‌ছি না। আমার একদিকে সন্ন্যাসী স্বামী, অন্যদিকে অভিমানী সপত্নী-পুত্র; আমি কা'কে ধরি, কা'কে ছাড়ি? আমি সাগর-গামিনী স্রোতস্বিনী, আমার এক কূলে শিবালয়, অন্য কূলে নন্দনবন; আমি কোন্ কূল খাই—কোন্ কূল রাখি?

[উদাসভাবে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

গীতকণ্ঠে ভগ্নদূতগণ ছুটিতেছিল।

গীত।

সীতা নয় কালসাপিনী ছিল রে ঢাকা ফুলে।
গেল রে ভিটে-মাটি, আদরে ঘরে তুলে।
সোনার লঙ্কায় তাধিন্-তাধিন্ নৃত্য বানরের,
কী কপালের ফের্, ওরে ভাই কী কপালের ফের্ ;
বুঝিবা রাখ্‌লে না আর বাতিটী দিতে কুলে।
অভিমানে আত্মঘাতী অন্ধ-বিভীষণ,
সোনার দেশটা কর্‌লে বন ;—
এখন ও মত্ত রাবণ—হারালে লাভে-মূলে ।

[প্রস্থান।

বিভীষণ ও সুগ্রীব উপস্থিত হইল।

বিভীষণ। [ক্রোধান্ধ-আনন্দে] সুগ্রীব, কেমন যজ্ঞ? প্রহস্ত অকম্পন, কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, কুম্ভ, নিকুম্ভ, মকরাক্ষ, আর এদের প্রত্যেকের সঙ্গে কোটী কোটী ক'রে রাক্ষস—এই ক'দিনেই শেষ। কেমন যজ্ঞ?

সুগ্রীব। [বিস্মিতভাবে] বিভীষণ, ফিরে যাও।

বিভীষণ। ফিরে যাব! এই যজ্ঞস্থল হ'তে? অপূর্ণ রেখে? তুমি সেই সুগ্রীব? এ কী বল্‌ছ!

সুগ্রীব। ফিরে যাও; তোমার কাণ্ড দেখে আমি যে বালী-হন্তা সুগ্রীব, আমারও হৃৎকম্প আস্‌ছে। আমি শুধু বালীকেই মেরেছি; তুমি বিভীষণ, সমস্ত রাক্ষস-জাতির ওপর রক্ত-তান্ত্রিকতা চালিয়েছ; তুমি এখনও ফিরে যাও।

বিভীষণ। বুঝেছি সুগ্রীব, তোমার মতলবটা; তুমি আপনাকেই বড় রাখ্‌তে চাও, তোমার ওপর কারও মাথা তোলা—তোমার ইচ্ছা নয়। যাও—তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের এইখানেই ইতি।

সুগ্রীব। তার জন্য নয়, বিভীষণ; বালী-বধের দাগটা আজ আমার বুকে বেশ গভীরভাবে পড়েছে। ভাই জিনিষটা কি, এইবার আমি অনেকটা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, এই রাম-লক্ষ্মণের পর পর ঘটনায় ঘটনায় ভ্রাতৃত্বের আদান-প্রদান দেখে। আমার ত আর উপায় নাই; তোমার এখনও পথ আছে, তুমি ফের, তোমার ভাইকে আরও বোঝাও—বাঁচাও। রাম-লক্ষ্মণের আশ্রয় নিয়েছ যখন, রাম-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্ব নাও।

বিভীষণ। হা—হা—হা—সুগ্রীব, রাম-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্ব নেব কি—

তরণী। [নেপথ্যে] জয়—রাঘবারি রাবণ-রাজের জয়!

শশব্যস্তে রাম ও লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলেন।

রাম। মিত্র বিভীষণ, দেখ—দেখ, এ আবার কে অদ্ভুত শিশুরথী সংগ্রামে অবতীর্ণ! সৌম্য, শান্ত, সুন্দর, কিশোর-মূর্ত্তি! মুখে তোমার মত সরলতা! চোখদুটি ঠিক এই তুলিরই আঁকা! সর্ব্বাঙ্গে লেখা গঙ্গা-মৃত্তিকায় রামনাম! ওকি! চম্‌কে উঠ্‌লে কেন, বন্ধু! বল—কে এ শিশু? কার পুত্র? কি উদ্দেশ্য এর?

বিভীষণ। [তরণীকে দূর হইতে দেখিয়া উত্তেজিতভাবে সুগ্রীবের প্রতি] সুগ্রীব—সুগ্রীব, আছ ত? না, আর তোমার থেকেও কোন

ফল নাই ; আমার যজ্ঞের আগুন তোমার যজ্ঞ থেকে ঢের গুণ টাল্ মেরে উঠ্ছে, তুমি আর ধর্‌তে পার্‌বে না আমায় ; এ যজ্ঞ তোমার অজানা। [উদ্দেশে] জগৎ! তোমার মধ্যে কেউ পুত্র দিয়ে প্রতিহিংসার পুজা করিয়েছে ? মিত্রতার আদর্শ হয়েছে ? পাঠিয়ে দাও তাকে, আজ আমার বড় দরকার ; না হ'লে রাবণ বধ হয় না, রামচন্দ্রের মিত্র হ'তে পারি না! নীরব ? নিস্পন্দ ? নাই কেউ তেমন লোক ? এঃ! আচ্ছা, দৃষ্টান্ত নেবে ? বিভীষণকে ? মুখ বাঁকাতে পাবে না—ভ্রূকুঞ্চন চল্‌বে না ; এমন একটা প্রকাণ্ড অসদ্ভাব তোমার মধ্যে, আমি যদি তার পূরণ ক'রে দিই—আমার পুজা দিতে হবে ; দেবে ?

রাম। একি! এরূপ বিচলিত হ'তে ত তোমায় একদিনও দেখি নি, বিভীষণ! এরূপ নীরব-ভ্রূকুটী, নৈরাশ্যের কম্পন তোমার মধ্যে! এ কল্পনাও যে কখনও করি নি আমি! বল বন্ধু, এ শিশু কে ? এ শিশু কি তবে—

বিভীষণ। অগ্রসর হোন্—অগ্রসর হোন্, প্রভু! অদ্ভুত যোদ্ধা এ শিশু ; প্রশ্রয় দেবেন না।

রাম। বল বন্ধু, এ শিশু কে ?

বিভীষণ। এ শিশু—তরণী।

রাম। এ তরণী কি তোমার তরণী ?

বিভীষণ। আমার আবার তরণী কি, প্রভু! আমি ত তাঁরে—আমি ত পার্!

রাম। লক্ষ্মণ, শিশুর গতিরোধ কর—শুদ্ধ গতিরোধ।

বিভীষণ। লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে আজ আর কিছু হবে না, প্রভু! আপনাকে নিজে নাম্‌তে হবে! আজ্‌কার এ যজ্ঞের হোতা স্বয়ং আপনি।

রাম। আমি! বিভীষণ, কী তুমি! আমি রাম—ওর তরুণ-অঙ্গের ঐ রামনাম রক্তে ডুবিয়ে দেব!

বিভীষণ। রাম ভিন্ন রামনাম ডোবাতে যে আর কেউ পার্‌বে না, প্রভু! তুলসীর ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে করেছিলেন—তুলসী-প্রিয় নারায়ণ।

রাম। [শিথিলভাবে] যুদ্ধ থাক্।

লক্ষ্মণ। সীতার উদ্ধার?

রাম। [দৃঢ়ভাবে] সীতা যাক্।

তরণী। [নেপথ্যে] কই রাম? কোথা সত্য-অবতার সীতাপতি রাম?

রাম। তরণী—প্রাণাধিক! এই যে আমি—

[বেগে প্রস্থান।

বিভীষণ। লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ, কতরকম রোদন রুদ্ধ আছে সীতা-বিচ্ছেদের তোমার ঐ বীর-হৃদয়ে, আশার অর্গলে? খুলে দিতে হবে আজ একসঙ্গে শ্রাবণের ধারার মত। সুগ্রীব, অভিনয় কর্‌তে জান ত? অভিনয় কর্‌তে হবে তোমায় বালী-বিরহের অভিমানটার। সমুদ্র, বন্ধন করেছে তোমায়—আছ্‌ড়ে পড়্‌তে হবে পায়ে বুকফাটা আর্ত্তনাদে। দুষ্টা সরস্বতি, বস্‌তে হবে—মা, তোমায় তরণীর কণ্ঠে—রাক্ষসের কণ্ঠে অভিনব রাক্ষসী হ'য়ে। আর বিভীষণ—মায়াবী রাক্ষস, কতরকম মায়া জান তুমি? তোমার দৃষ্টান্ত হ'তে হবে প্রতিহিংসা-পূজার, মিত্রভার, হাসির, অশ্রুরাশির। বাহবা! অদ্ভুত সংযোগ—অদ্ভুত চক্রান্ত। চল লক্ষ্মণ, চল সুগ্রীব, ভগবান্‌কে ভূত ক'রে দিই।

[লক্ষ্মণ, সুগ্রীবসহ প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সমুদ্রের আবির্ভাব।

গীত।

রক্ষঃকুল নাশে তুমি যে রাম অবতার।
কাতর কেন করুণাময়, হরণ কর ধরাভার।
বিশ্বের ব্যথা গিয়াছ কি ভুলে,
কত আশ্বাস দিলে বাহু তুলে,
কেন গো ধরিলে কমকরে বীণা,
ছিঁড়ে দেবে যদি বাঁধা তার।
ধর গাণ্ডীব, ছাড় অবসাদ—
শুনাও বিজয়দুন্দুভি-নাদ,
সার্থক হোক্ বন্ধন মম, মুর্চ্ছিত হোক্ হাহাকার।

[অন্তর্দ্ধান।

নেপথ্যে রক্ষ-সৈন্যগণ। জয়—রাঘবারি দশমুণ্ডের জয়!

নেপথ্যে কপি-সৈন্যগণ। জয়—সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়!

সুগ্রীব সহ বিভীষণ পুনরায় উপস্থিত হইল।

বিভীষণ। যুদ্ধ দেখ—যুদ্ধ দেখ, সুগ্রীব; যেয়ো না কোথাও আর, যুদ্ধ দেখ এইখানে দাঁড়িয়ে। রাম-তরণীর যুদ্ধ—অদ্ভুত, আশ্চর্য্য!

সুগ্রীব। তাই বটে, বিভীষণ! বর্ণনাতীত বালকের বীরত্ব! রামচন্দ্রের রুদ্র-শায়ক ব্যর্থ করে চক্ষের নিমেষে, কে এ শিশুরূপী!

বিভীষণ। দেখ, দেখ—সুগ্রীব, রামচন্দ্রের অগ্নিবাণ প্রয়োগ, চতুর্দ্দিকে কী ভীষণ দিগ্দাহী কালানল!

সুগ্রীব। দেখ, দেখ—বিভীষণ, তরণীর বরুণবাণ, একটা স্ফুলিঙ্গ নাই আর—সব জল!

বিভীষণ। পর্ব্বতবাণ—পর্ব্বতবাণ দেখ এবার রামচন্দ্রের, সব চূর্‌মার হ'ল!

সুগ্রীব। পবনবাণ— পবনবাণ দেখ তরণীর ; পাহাড়-পর্ব্বত কোন্‌-দিকে উড়ে গেল !

বিভীষণ। দেখ, দেখ— সুগ্রীব, আকাশ ছেয়ে অসংখ্য সর্পের কী ভয়ঙ্কর সমারোহ ! ঐ বুঝি রামচন্দ্রের নাগপাশ !

সুগ্রীব। দেখ, দেখ—বিভীষণ, তরণীর গরুড়াস্ত্র. পক্ষিমূর্ত্তির আবির্ভাব, পলকে সহস্র সর্পগ্রাস !

বিভীষণ। [রামচন্দ্রের প্রতি উচ্চকণ্ঠে] ব্রহ্মবাণ— প্রভু ! ব্রহ্মবাণ। বাহবা—সুগ্রীব ! রামচন্দ্রের করে ব্রহ্মবাণ—

সুগ্রীব। [চমকিয়া] ব্রহ্মবাণ !

বিভীষণ। তোমার তরণী ডুব্‌ল।

সুগ্রীব। সর্ব্বনাশ !

বিভীষণ। ঐ ব্রহ্মবাণ বিরাট্‌ হুঁ হুঙ্কারে শূন্যমার্গে।

সুগ্রীব। কী জ্যোতিঃ !

বিভীষণ। তরণী ডুব্‌ল।

সুগ্রীব। ওঃ !

বিভীষণ। ঐ ব্রহ্মশক্তি বজ্র-নির্ঘোষে বালকের বক্ষে !

নেপথ্যে কপিসৈন্যগণ। জয় রাম !

বিভীষণ। [ব্যাকুলকণ্ঠে] তরণী— তরণী—[গমনোদ্যত]

সুগ্রীব। কোথা যাও—কোথা যাও, বিভীষণ !

বিভীষণ। ফোঁটা নিয়ে আসি— একটা ফোঁটা নিয়ে আসি, সুগ্রীব ! হোম শেষ ক'রে দিলুম, হোমের ফোঁটা নেব না ?

সুগ্রীব। বিভীষণ—

বিভীষণ। বুঝেছি, সুগ্রীব ! এ রকম ফোঁটা-নেওয়ার আগ্রহটা অন্য কোন হোমে থাকে নি আমার—এই ত ? এ রকম হোমও যে

কোনদিন হয় নি, কোন যুগে হয় নি, বন্ধু! কি হোম হ'ল আজ— জান, সুগ্রীব? কা'কে আহুতি দিলাম আমি— বুঝেছ কিছু?

সুগ্রীব। কা'কে আহুতি দিলে, বিভীষণ! তরণী তোমার কে?

বিভীষণ। তরণী আমার কে? তরণী আমার কে! তরণী আমার কে হ'লে আমি তোমার ওপরে উঠ্‌তে পারি, বল দেখি? তুমি ত তোমার ভাইকে অমনি-অমনি বধ ক'রে সেরে দিয়ে সুগ্রীব হয়েছ; এখন ভাইকে বধ করাবার জন্য আগে কা'কে বধ করাতে পার্‌লে জগতের কাছে আমি ঠিক বিভীষণ হ'তে পারি, বল দেখি? তরণী আমার তাই; তরণী আমার পুত্র।

রাম ও লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলেন।

রাম। [ব্যাকুলভাবে] তরণী তোমার পুত্র! বিভীষণ, তরণী তোমার পুত্র!

বিভীষণ। প্রভু—প্রভু—[পদতলে আছ্‌ড়াইয়া পড়িল]

রাম। কর্‌লে কি, বিভীষণ! একে ত তরণী তরুণ—অঙ্গে রামনাম, মুখে রামনাম, হৃদয়ে রাম, রামের জীবন-সর্ব্বস্ব; তার ওপর তরণী তোমার পুত্র! কর্‌লে কি! আমায় দিয়ে কর্‌লে কি! বিভীষণ—মিত্রবর, এরকম শত্রুতা যে রাবণও আমার কর্‌তে পারে নি! ওকি! বিভীষণ, তোমার চোখে যে জল! তোমাতে কান্না আছে? তবে পায়ের তলায় কেন—বন্ধু, বুকে এসে কাঁদ, আমার; তোমার পুত্র-শোকাশ্রুতে মাথা ডুবিয়ে অবগাহন ক'রে এ কলঙ্কের আমার কতকটাও যদি ধোয়া যায়, আমি অনেকটা পবিত্র হই। [তুলিয়া বক্ষে করিলেন]

বিভীষণ। এ ত পুত্র-শোকাশ্রু নয়—প্রভু, পবিত্র করব আপনাকে? আমি ত পুত্রের মৃত্যুতে কাঁদি নি; আমি কাঁদ্‌ছি আমার মৃত্যু নাই

ব'লে। সবাই ত একে একে নির্ব্বাণ নিয়ে চলেছে ; আমি দাঁড়াই কোথায় ? আমার গতি কি ?

লক্ষ্মণ। তোমার গতি ? বিভীষণ, তোমার গতি বর্ণনাতীত। জীবের চরমগতি ত ঈশ্বর-পদ-প্রাপ্তি ; তুমি তা পাবে না। ঈশ্বর যদি হয় জগন্মিত্র—জগতের মঙ্গলে সে যদি হয় সর্ব্বত্যাগী, মিত্রের আদর্শ তুমি —মিত্রতার বোধনোৎসবে পুরোহিত হ'য়ে পুত্র বলি দাও তুমি ; তোমার এ কল্পনাতীত ঈশ্বর-টলানো অদ্ভুত ত্যাগ সর্ব্বদর্শিতার বুকে গিয়ে ঘা মার্‌বে, সে আর তোমার প্রণাম নিতে পার্‌বে না—পা সরিয়ে নেবে ; তুমি ঈশ্বর পাবে না। নির্ব্বাণের লোভ তুমি ক'রো না, বিভীষণ ! নির্ব্বাণ তোমার যোগ্য নয় ; তুমি থাক নিষ্কাম, নিস্পৃহ-জীবন, ঈশ্বরের কার্য্য নিয়ে—ঈশ্বরে মতিমান্, কল্পান্তস্থায়ী।

অন্তরীক্ষে দেবদূতদ্বয়ের গীতকণ্ঠে আবির্ভাব।

দেবদূতদ্বয়।—

গীত।

ধন্য তুমি রক্ষঃকুলে ধর্ম্মপরায়ণ।
দুষ্টদলন পরশুর মত—
সুখের প্রসব-বেদনা সম, সুন্দর তুমি বিভীষণ।
স্বরগের মোরা শোন সমাচার,
তোমার ত্যাগের মহান্ কীর্ত্তি—যাবচ্চন্দ্র দিবাকর—
রহিল জগতে অমর উপমার ;
ডুবিবে না কাল-সাগরের তলে,
তোমার আদর্শে শিখিবে সকলে
ঈশ্বর-পদে আত্ম-নিবেদন।

[বিভীষণের শিরে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া অন্তর্দ্ধান।

বিভীষণ। লক্ষ্মণ, চল, ভুল বলেছি আমি; আমার আবার গতি! আমার গতি রামচন্দ্র, রাম-কার্য্যই আমার ঈশ্বরের কার্য্য; চল লক্ষ্মণ, ঈশ্বরের কার্য্য সমাধা করি। বিভীষণ হ'তে আর আমার বাকী কিছুই নাই, এইবার বিচারহীন মুক্তজীবন তাণ্ডবনৃত্যে রক্ষবংশ ছারখারে দিই। চল, নিকুম্ভিলায় যেতে হবে তোমায়, কতকটা তার মত ক'রে গ'ড়ে রাখি।

[লক্ষ্মণকে লইয়া প্রস্থান।

সুগ্রীব। ধন্য, ধন্য তুমি, বিভীষণ!

রাম। সুগ্রীব, আমার প্রীতি আস্‌ছে বিভীষণ হ'তেও এই রাবণের উপর; সে আমার স্ত্রী কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু নিজের ভাইকে পাঠিয়েছে—অকপট বন্ধু।

[সুগ্রীবসহ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর

গীতকণ্ঠে জ্ঞান ও চিত্র উপস্থিত হইল।

জ্ঞান।

গীত।

সম্মুখে সযতনে বাঁধা ভেলা।
কেন ভ্রান্ত জীবন-পথে অবহেলা।
চল রে আঁধার ছেড়ে আলোকিত পরপার,
মিছে নাচ দামামার, শোন বীণা-ঝঙ্কার;
শান্তির কোলে ওঠ, রাখ খেলা—
ডুবে যাবে নিমেষে ও ধু-ধু বেলা।

জ্ঞান। কই হে, তুমি যে আমার সুরে সুর দিচ্ছ না? শুন্‌ছও না কান পেতে?

চিত্র। শুন্‌ব কি, ছোক্‌রা, তোমার গানে আর আমার বেশ নেশা লাগ্‌ছে না। তোমার ও একঘেয়ে কড়াসুর—ও সুরে আমার গলা আর ভিঁড়্‌ছে না। বল্‌তে কি, তোমার ও গানের যেন জবাব রয়েছে দেখ্‌ছি।

জ্ঞান। জবাব রয়েছে! আমার গানের! কই, গাও দেখি?

চিত্র। গাইতে বল্‌লে পার্‌ব না, তবে রয়েছে জবাব। তোমার ওতে রস কই? চোখ ফেটে জল আস্‌ছে না যে? আমি যে চিত্র, সেই চিত্রই ত রইলুম? দেখ ছোক্‌রা, আমার মনে হচ্ছে—তুমি সেই মোহই আছ, বদ্‌লাও নি এক-কড়াও। উন্নতির মধ্যে—রংটা একটু ফর্সা, বেশটা সাজা-গোজা নয়—স্বভাব-মত, কথাগুলো নিতান্ত হাল্কা নয়—বেশ একটু চালের ওপর; নইলে সেই আওয়াজ—সেই সব। মোহ—জ্ঞান, ও একই ছোক্‌রা, নামান্তর মাত্র ভাবান্তরের বিশেষ কিছু দেখি না।

জ্ঞান। সে আবার কি!

চিত্র। হাঁ—তাতেও অধঃপতন আছে, তোমাতেও অহমিকা আত্মাভিমান ষোল-আনা; দুষ্টুমিতে দু'জনাই সমান। তবে সে ছিল বোকা-রকমের দুষ্টু—সহজেই ধরা পড়ে; তুমি হচ্ছ শিক্ষিত দুষ্টু, কিছুদিন সঙ্গ না কর্‌লে ধর্‌বার যো নাই। [চমকিত হইয়া] আরে ওকি! দেখ, দেখ—ছোক্‌রা; একটা বুড়ি-মাগী গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছে দেখ!

জ্ঞান। এই মরেছে! বুড়ি-মাগী দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছে ত তোমার কি?

চিত্র। ঐ ত ছোক্‌রা, তোমার রোগ! ও-ও জগতের, আমিও

জগতের ; ও কাঁদ্‌ছে আমার সামনে দাঁড়িয়ে—আমার কি ! আমি দেখ্‌ব না ?

জ্ঞান। কি দেখ্‌বে ? কাঁদ্‌ছে—অনেক হেসেছে ; এখন কাঁদুক্‌ খানিক, আবার হাস্‌বে। কান্না—হাসির উপসংহার, হাসি—কান্নারই ছদ্মবেশ, তার আর দেখ্‌বে কি ? হাসিও নাই—কান্নাও নাই, আছে কেবল আনন্দ ; হেসেও আনন্দ, কেঁদেও স্বস্তি। হাসি-কান্না দুই-ই এক আনন্দময়ীর অভিন্ন জয়া-বিজয়া। ফেনা বুদ্বুদের ফোঁটা-মিলানো ; ওঠা, ডোবা, নাচা, ঘোরা দেখে ধর্‌তে যাবে—এখনই হাতে লেগে যাবে—কেবল জল ; বোকা সাজ্‌বে।

চিত্র। আমি বোকাই সাজ্‌ব বালক, দিনকতক। হাসি-কান্না যখন আনন্দময়ীর অভিন্ন জয়া-বিজয়া, আমি জয়া আর বিজয়াকেই দেখ্‌ব একবার। বালক, আনন্দ মূল, আনন্দই বীজ, আনন্দই একমাত্র আলোচ্য, ভোগ্য, কারণ, জানি ; কিন্তু আনন্দ—আনন্দ থাক্‌লেই ত হ'ত, তার হাসি অশ্রু হ'য়ে বিকাশ হবার কি দরকার ছিল ? মানি, ফেনা বুদ্বুদ জলেরই সৃষ্টি, জলের অভিন্ন ; কিন্তু তা হ'লেও তারা জল হ'তে কেমন স্বতন্ত্র দেখ দেখি ! কেমন তারা জলের সৃষ্টি হ'য়ে জলভরা-বুকে জলের ওপর ভেসে ডুবে জলের মহিমা কীর্ত্তন ক'রে বেড়াচ্ছে দেখ দেখি ! বালক, তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং বলেছিলে—বেশ করেছিলে ; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত ব'লেই চুপ ক'রে যেতে পার্‌লে না কেন ? আবার সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ; সর্ব্ব আন কোথা হ'তে ? বহুবচন ?

জ্ঞান। ওহে—

চিত্র। থাক্‌, তর্ক-যুক্তি এনো না ; আমার বিশ্বাসে আমায় দাঁড়াতে দাও। কার্য্য—কারণ, আধার—আধেয়, এক—বহু, এই নিয়ে

তোমার গণ্ডগোল ত? আমি কারণ হব না—কার্য্যই হব; যদিও কারণ ছাড়া কার্য্য নয়, কিন্তু কার্য্যই কারণের পরিচায়ক। আমি আধেয় নই—আধার; পানীয়ের কি সুখ? সুখ সরোবরের. সে পিপাসিতকে পান করিয়ে শীতল করে। এক হ'তেই বহু; কিন্তু আমি একেই ডুবি হ'য়ে থাক্‌তে চাই না, বালক! বহুর কি কোন উদ্দেশ্য নাই? আমি চাই—আপনাকে বহুত্বে ছড়িয়ে ফেলে বহুদিক্ দিয়ে বহুপ্রকারে সেই বহুরূপী একেকে জড়িয়ে ধর্‌তে। [চমকিত হইয়া] আরে—আরে! সে বুড়ি-মাগী যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মর্‌বার যোগাড় কর্‌ছে!

জ্ঞান। শুধু বুড়ি-মাগী নয়, ঐ সঙ্গে তুমিও মর্‌বার যোগাড়ে ঘুর্‌ছ। কোথায় গেল তোমার—"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে?"

চিত্র। উবে। আমি মর্‌ব ওকে ধ'রেই। "সন্ধায় তরতি ওঘং।"

জ্ঞান। "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।" তুমি কোথায় যাচ্ছ?

চিত্র। কোথা যাচ্ছি তা জানি না; তবে নিয়ে যাচ্ছে যে—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

জ্ঞান। পরানুরক্তিরীশ্বরে! কঃ পন্থা?

চিত্র। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু।

[প্রস্থান।

জ্ঞান। উত্তিষ্ঠত—উত্তিষ্ঠত—উত্তিষ্ঠত!

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

নন্দীগ্রাম-প্রান্তর

শূন্যপথে মারুতি গন্ধমাদন পর্ব্বত লইয়া যাইতেছিল, তাহা দেখিয়া পল্লীবাসিগণ সভয়ে তল্পি বাঁধিয়া পলাইতেছিল।

পল্লীবাসিগণ।

গীত।

ও বাবা রে ও বাবা রে আকাশে কি রে ওটা!
হম্ হম্ হম্ আস্‌ছে ছুটে মাথায় একটা পাহাড়-গোটা।
দত্যি দানা হয় না ঠাওর,
কেবল দেখি লেজের বহর,
রাত-দুপুরে ফেল্‌লে ফেরে বেটার বড় বুদ্ধি মোটা।
বুঝি, চাপা দিয়ে সাম্‌লে দফা দিলে রসাতল,
ওরে ভাই দুগ্‌গা দুগ্‌গা বল্;
দেখ্‌ছি এখন উপায় কেবল—দু'চোখ বুজে লম্বা ছোটা।

[বেগে পলায়ন।

ভরত ও শত্রুঘ্ন উপস্থিত হইল।

ভরত। কে যাও? কে যাও আকাশ-পথে—অন্ধকার-মূর্ত্তি, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে রাম-পাদুকা লঙ্ঘন ক'রে?

শত্রুঘ্ন। দাদা, বোধ হয় কোন পক্ষী!

ভরত। যে-ই, হও উত্তর দাও। পশু-পক্ষী বুঝি না, দেবতা-সিদ্ধ মানি না; রাম-পাদুকার উপর দিয়ে যাও—কে তুমি উত্তর দাও?

শত্রুঘ্ন। উত্তর দাও, তোমার শত্রুতার অবধি নাই ; তুমি রাম পাদুকা লঙ্ঘন ক'রে যাচ্ছ রামের সেবক ভরত-শত্রুঘ্নের চোখের ওপর। উত্তর দাও, নেমে এস, প্রণাম ক'রে যাও পাদুকায়।

ভরত। কথায় হবে না, শত্রুঘ্ন! মুখের কথা তোমার ভেসে যাচ্ছে— মিলিয়ে যাচ্ছে বায়ু-সমুদ্রে তৃণাদপি তুচ্ছ হ'য়ে। ও আকাশগামী আরও উন্মত্ত, রামের সেবক আমরা আরও অবজ্ঞাত। জগৎ রসনার লালিত্যে বাধ্য নয়—শত্রুঘ্ন, জগৎ রক্তচক্ষুর দাস। ধনুক দাও—

শত্রুঘ্ন। শুন্‌লে না? শুন্‌লে না, নির্ব্বোধ? হিতোপদেশ কটু লাগ্‌ল? নাও দাদা, ধনুক ; মৃত্যু ওকে টেনেছে। [ধনুক দিলেন]

ভরত। বাঁটুল প'ড়ে রয়েছে না? একটা দাও দেখি ; রাম-পাদুকা লঙ্ঘন করেছে—ওর হাড় গুঁড়ো ক'রে দিই!

শত্রুঘ্ন। এখনও সময় আছে, দাম্ভিক! অহঙ্কার ছাড়। [ক্ষণেক দেখিয়া] ফলভোগ কর কৃতকর্ম্মের। [বাঁটুল দিলেন]

ভরত। খেচর, ভূচর, মানব, দানব, দেবতা, সিদ্ধ যে-ই হও—রাম-পাদুকা লঙ্ঘন করেছ তুমি রামের সেবক ভরত-শত্রুঘ্নের চোখের ওপর ; থাকুক্ অনন্ত-নরক অবিচ্ছিন্ন কোটী-কল্প আমার অনন্তকোটী জন্ম জড়িয়ে। দণ্ড নাও—[বাঁটুল ছুড়িলেন]

আকাশ-পথে মারুতি। জয় রাম!

ভরত। [বিস্মিত ব্যাকুলতায়] জয় রাম! শত্রুঘ্ন, জয় রাম! শূন্যগামী 'জয় রাম' ব'লে ভূতলে পড়্‌ল যে!

শত্রুঘ্ন। তাই ত—তাই ত, দাদা! ও আকাশগামী রামের চর হবে না কি?

ভরত। শত্রুঘ্ন, সর্ব্বনাশ করেছি আমরা! জগন্মাতার পূজায়

জীব-বলির মত রাম-প্রাণতার উন্মত্ত গৌরবে রামের বুকেই আঘাত দিয়েছি।

শত্রুঘ্ন। [উদ্দেশে রামের প্রতি] প্রভু! অন্তর্যামি! অজ্ঞান আমরা, রাম-সেবায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অনধিকারী আমরা, আমাদের দর্প চূর্ণ। চল, চল—দাদা, যা হবার হয়েছে; দণ্ড নেব—মরব—নরকে যাব তার জন্য। চল, রাম-চরের শুশ্রূষা করি।

ভরত। আর শুশ্রূষা! মাথায় পাহাড় ছুড়ে মেরে মুখে জল! বজ্রাঘাতের পর বৃষ্টির আদর! শত্রুঘ্ন, ভরতের আঘাত; ওর হাড় এতক্ষণ চূরমার, ওর চৈতন্য নাই, ও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

শত্রুঘ্ন। কোন চিন্তা নাই, দাদা! ও যদি যথার্থই রামের চর হয়, আমি ওকে বর দিচ্ছি—মহেশ্বর রুদ্রের আঘাত হ'লেও ওর চূর্ণ হাড় জোড়া লাগুক্, ওর লুপ্তচৈতন্য নিত্য-চৈতন্যে ফুটে উঠুক্, ওর মৃত্যু নাই—ও দ্বিতীয় মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে মহাপ্রলয়েও জেগে থাকুক্।

ভরত। [আনন্দে] শত্রুঘ্ন—ভাই, ও বর তোর ওকে দেওয়া হয় নি, তুই বর দিলি আমায়—ও বর আমারই এই আত্মগ্লানির মৃত্যুযন্ত্রণায় মৃতসঞ্জীবনী।

[উভয়ের প্রস্থান ।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মন্দির-দ্বার

উর্ম্মিলা দাঁড়াইয়াছিলেন।

উর্ম্মিলা। স্ফুলিঙ্গ কি ছাই চাপা ছিল? বীজ কি অন্তঃসারশূন্য নিশ্চয় হ'য়ে মরে নি? কেন আজ মুহুর্মুহুঃ সেই মুখ-স্মৃতি! স্মৃতি, রক্ষা কর আমায়! চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ণপ্রায়, আমার ব্রত ভঙ্গ ক'রো না। এনো না সে-মুখ তপস্যার উগ্রগণ্ডী পার ক'রে—ব্রহ্মচর্য্যের রুদ্ধ কবাট ঠেলে, এনো 'না সে-মুখ শূন্যবাদিনীর শান্তির এ প্রজ্ঞা-মন্দিরে। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—তাঁকে ভুলে থাক্‌ব, সংসারের প্রয়োজনে আপনাকে ঢেলে দেব, লক্ষ্মণের উর্ম্মিলা হব। ওঃ! কী দীর্ঘ, গভীর, নিঝুম, বিকট রাত্রি! জগৎ নিদ্রিত, জাগন্ত কেবল দেবী কৈকেয়ী আর আমি—শ্বশ্রূ আর বধূ; শ্বশ্রূ মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনায়, বধূ দ্বারে প্রহরিণী। আবার! আবার স্মৃতি! আবার তুমি! মা পূজা কর্‌ছে—কন্যা প্রাঙ্গণে, এর মধ্যেও তুমি? লক্ষ্মণের চিন্তা? মা—মা! কি পূজা কর্‌ছ মা, আজ? সন্ধ্যায় আসন ক'রে রাত্রি যায় যায়; কিসের এত তন্ময়তা তোমার? ওঠ, মা! দ্বার খোল, মা! দেখ মা, কে আমায় ভয় দেখাচ্ছে; বল্‌ছে—উর্ম্মিলা, এ পূজা তোর জন্যই।

বিল্বপত্রে সিন্দুর লইয়া কৈকেয়ী ছুটিয়া আসিলেন।

কৈকেয়ী। সিঁদুর পর ত মা, সিঁদুর পর ত; চির আয়ুষ্মতী মা মহাসতীকে প্রণাম ক'রে এই সিঁদুরটুকু পর ত।

উর্ম্মিলা। সিঁদুর!

কৈকেয়ী। মা সর্ব্বমঙ্গলাকে নিবেদন কর। এ তাঁর পা-ছুঁয়িয়ে আনা সিঁদুর, আমার চোখের জলে তাঁর নিজের হাতে গুলে দেওয়া বর-মাখান সিঁদুর। পর—উর্ম্মিলা, পর—বালিকা, পর, বধূটী আমার!

উর্ম্মিলা। মা, সন্ধ্যা হ'তে পূজায় ব'সে এই রাত্রিশেষে সর্ব্বমঙ্গলার সিঁদুর এনে পুত্র-বধূকে পরাবার জন্য এত ব্যাকুল কেন তুমি, মা?

কৈকেয়ী। আজ সারাদিন তোমার সিঁথির সিঁদুরটা বড় ম্লান দেখে আস্‌ছি, মা!

উর্ম্মিলা। ও, তা হ'লে সত্যই এ পূজা আমার জন্যই?

কৈকেয়ী। শুধু তোমার জন্য নয়, মা! তোমার পত্নিত্বের সঙ্গে আমিও গাঁথা আছি— উর্ম্মিলা, মাতৃত্বের শৃঙ্খলে।

উর্ম্মিলা। স্মৃতি—স্মৃতি! উদয় হয়েছ—হয়েছ, হৃদয়কে এমনধারা মুচ্‌ড়ে দিচ্ছ কেন? আন্‌লে যদি সেই মুখ, ভাঙ্‌ক্‌ আমার ব্রত— আমি আসন দিচ্ছি—এস, ব'স, হাস; অমনধারা ভ্রুকুটী ক'রে ভয় দেখিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছ কেন?

কৈকেয়ী। উর্ম্মিলা, একি! তুমি সেই উর্ম্মিলা আছ ত?

উর্ম্মিলা। কি ক'রে আর সে উর্ম্মিলা থাকি, মা? তুমিই ত আমায় নামিয়ে দিচ্ছ সে উর্ম্মিলা হ'তে ঐ সিঁদুর এনে পত্নিত্বের দিকে ঠেলে; ছিলুম আমি মা-উর্ম্মিলা, সাজাচ্ছ আমায় আবার যে সেই বধূ-উর্ম্মিলা!

কৈকেয়ী। সাজ্‌তে হবে— উর্ম্মিলা, একটা দিনের জন্যও; নইলে আমি মা থাকি না, মা!

উর্ম্মিলা। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] আচ্ছা মা, আমি প্রতিশ্রুত— তোমার স্বার্থপরতায় আমি আত্মবলি দেব; বল মা, আমার সিঁথির সিঁদুর ম্লান দেখ্‌লে কিসে?

কৈকেয়ী। মাতৃত্বের দর্পণে। ভীষণ যুদ্ধ—উর্ম্মিলা, রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে লঙ্কেশ্বর রাবণের। বলি নি কা'কেও এতদিন, গুরুদেব বশিষ্ঠের নিষেধ ছিল; কিন্তু আজ আর তোমায় না বল্‌লে উপায় নাই। রাম-লক্ষ্মণ রাবণের বিপুল বংশ প্রায় ধ্বংস ক'রে এনেছে; আজকের দিনটা—উর্ম্মিলা, আজকের দিনটা যদি কাটে——আজকের দিনটা বড় ভীষণ দিন, মা! লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলার যজ্ঞে প্রবেশ ক'রে রাবণের পুত্র মেঘনাদকে হত্যা করেছে; যদিও আজ্‌কের সংবাদ আমি কিছু পাই নি, তবু সারাদিনটা ধ'রে আমি যেন চোখের ওপর দেখেছি—পুত্র-শোকার্ত্ত উন্মত্ত রাবণ শেল হাতে ক'রে 'কোথায় লক্ষ্মণ—কোথায় লক্ষ্মণ' ব'লে রণস্থল চ'ষে বেড়াচ্ছে। ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বদর্শী বশিষ্ঠ দেব দিবাভাগে সমাধিস্থ থাকেন, আর প্রতি-সন্ধ্যায় আমায় রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ দিয়ে যান্; আজ আর তিনি সে অনুগ্রহ কর্‌লেন না। আমি উন্মত্তা—নিজেই ছুটে গেলুম তাঁর আশ্রমে, দেখ্‌লুম তাঁর ধ্যান আজ আর ভাঙে নি—তিনি সেই সমাধিস্থ। ভাঙাবার চেষ্টা কর্‌লুম—পার্‌লুম না; নিরুপায় হ'য়ে ধেয়ে এসে আছ্‌ড়ে পড়্‌লুম ঐ অনাথপালিনীর অভয়-পায়ে। কাঁদ্‌লুম, মায়ের বেদনা যা—বুক-চাপ্‌ড়ে জানালুম; মা প্রসন্না। পর ত মা, মায়ের দেওয়া সিঁদুর; হও ত মা, আমার সেই বালিকা-বধূ; কর ত মা, একটু পত্নীর প্রার্থনা আমার এই অফুরন্ত মঙ্গল-কামনার সঙ্গে; দেখি সে কেমন রাবণ! দেখি তার কেমন শেল! দেখি, সে কী কর্‌তে পারে আমার!

উর্ম্মিলা। মা, সিঁদুর রাখ মা, তা হ'লে তোমার পায়ের তলায়; এখন আর আমি ও সিঁদুর পর্‌ব না। আমার স্বামীর যদি মঙ্গল হয়, তোমার—মায়ের কামনাতেই হবে; আমি আর তার সঙ্গে পত্নীর প্রার্থনা মিশিয়ে তোমার জয়ে ভাগ বসিয়ে—তোমার ঐ অনন্ত-প্রসার উদার মাতৃত্বকে ছোট ক'রে দেবো না।

কৈকেয়ী। [বিস্মিত আদরে] উর্ম্মিলা, বধূ আমার—

উর্ম্মিলা। মা, এ যুদ্ধের কারণটা কি ? গুরুদেব বলেছেন অবশ্য তোমায় ?

কৈকেয়ী। বলেছেন। উর্ম্মিলা, এ যুদ্ধের কারণ—আমাদের কুল-লক্ষ্মী সীতা রাবণের অশোকবনে বন্দিনী।

উর্ম্মিলা। [অগ্নিমূর্ত্তিতে] বন্দিনী ! রাবণ-গৃহে ! সীতা ! মা, তা হ'লে আমি এইবার উর্ম্মিলা হব। মা-উর্ম্মিলা নয়—তোমার বধূ-উর্ম্মিলা নয়, চণ্ডালী রক্ষঃকুলনাশিনী রাক্ষসী-উর্ম্মিলা। এই রাবণকে আমি ছাই ক'রে দেব—মা, সবংশে এক অভিশাপে। রাবণ—

কৈকেয়ী। মা রয়েছে ! সর্ব্বদর্শিনী সর্ব্বমঙ্গলা মা রয়েছে, উর্ম্মিলা, সামনে ! অভিশাপ চলে না—বিচারের দুয়ারে তুমি।

শত্রুঘ্ন আসিতেছিলেন।

শত্রুঘ্ন। মা ! মা রয়েছ ?

কৈকেয়ী। শত্রুঘ্ন—

শত্রুঘ্ন। সর্ব্বনাশ হয়েছে, মা ! আর্য্য লক্ষ্মণ—

[উর্ম্মিলাকে দেখিয়া নীরব হইলেন]

উর্ম্মিলা। [সোৎসুকে] আর্য্য লক্ষ্মণ ! দেবর, আর্য্য লক্ষ্মণ—বল—বল, আর্য্য লক্ষ্মণ—

শত্রুঘ্ন। [অস্থিরভাবে স্বগত] কোথায় এসে পড়েছি ! এ যে আরও সর্ব্বনাশ ! পালাই—পালাই—[পলায়নোদ্যত]

উর্ম্মিলা। কোথা যাও—দেবর, অর্দ্ধ-সমাপ্তি ক'রে ? ব'লে যাও, আর্য্য লক্ষ্মণ ?

শত্রুঘ্ন। নাগপাশ ! আমার গলা জড়িয়ে আমায় কণ্ঠরোধ, বোবা ক'রে দিয়ে যাও ; আমি শত্রুঘ্ন নই, আমি জগতের মহাশত্রু।

ঊর্ম্মিলা। বল, বল—দেবর! কাঁপ্‌ছ কেন? বল, আর্য্য লক্ষ্মণ? পার্‌লে না—পার্‌লে না! ওঃ—বুঝেছি, বল্‌তে পার্‌ছ না—আমায় শোন্‌বার মত দেখ্‌ছ না, না? আচ্ছা দাঁড়াও তুমি, আমি আস্‌ছি আমার নিজের সঙ্গে দেখা ক'রে। দেখি, শুন্‌তে পারি কি না তোমার কথা শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে—

[গমনোদ্যত]

কৈকেয়ী। ঊর্ম্মিলা—

ঊর্ম্মিলা। সেজে আসি মা, ঐ মায়ের মন্দির হ'তে নূতন সিঁদুর, নূতন অলঙ্কার, নূতন পরিচ্ছদে। কানে যা শোনে—শুনুক্, চোখে দেখে জগৎ যেন চিন্‌তে না পারে আমি সধবা কি বিধবা।

[ঊর্ম্মিলার প্রস্থান]

কৈকেয়ী। শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ কি নাই?

শত্রুঘ্ন। না থাকাই, মা!

কৈকেয়ী। না থাকাই!

শত্রুঘ্ন। সূর্য্যোদয়ে মৃত্যু।

কৈকেয়ী। সূর্য্যোদয়ে মৃত্যু! [উদ্দেশে ব্যাকুলকণ্ঠে মহাশক্তির প্রতি] মা—মা! [শত্রুঘ্নের প্রতি] নির্ভয়, সূর্য্য তা হ'লে আর উঠ্‌বে না, শত্রুঘ্ন! তোমরা এ সংবাদ কোথায় পেলে, পুত্র?

শত্রুঘ্ন। একটা দানবী অন্ধকারের ছায়া পড়ে মা, আমাদের সভা-মন্দিরের ওপর; পাদুকার অবমাননাকারী ব'লে আমরা বাঁটুল ছুড়ি সেই ছায়া লক্ষ্য ক'রে, সঙ্গে-সঙ্গেই সে ছায়া 'জয় রাম' শব্দে ভূতলে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে, আমরা নির্ব্বাক্ হতবুদ্ধি। বুঝ্‌লুম—রামের চর, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে বহু শুশ্রূষায় তাকে চৈতন্য কর্‌লুম। তারই মুখে শুন্‌লুম মা, আমাদের সব গেছে, আমাদের রাজলক্ষ্মী সীতা রাক্ষস-কুলাধম রাবণের

অশোকবনে, আর সেই যুদ্ধে আর্য্য লক্ষ্মণ আজ শক্তিশেলে—সূর্য্যোদয়ে মৃত্যু। সে ঔষধ আন্‌তে গিয়েছিল গন্ধমাদন পর্ব্বতে, ঔষধ না পেয়ে পর্ব্বতশুদ্ধ মাথায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তাকে সুস্থ, সবল ক'রে মাথায় পাহাড় তুলে দিয়ে আস্‌ছি। দাদা সৈন্যদের জাগাচ্ছেন, আমি তোমার কাছে।

কৈকেয়ী। [উদ্দেশে মহাশক্তির প্রতি] মা! ইচ্ছাময়ি! আমি চিরদিনটা তোর ইচ্ছার দাসী হ'য়ে আস্‌ছি, জীবনে একটা কামনা করি নি; মাত্র আজ—একটা দিন—একটি প্রার্থনা, আমার লক্ষ্মণ কি উঠ্‌বে না? তা যদি না ওঠে—উঠে গেলি তুই, উঠে গেল তোর নাম, উঠে গেল জগতে যত আশ্বাস-বাণী—[ক্ষণেক নীরব স্থিরদৃষ্টি, সমাধিস্থ থাকিয়া চমকিত হইয়া] না-না-না, ভুল করেছি আমি, ঐ যে তুই রাবণের সর্ব্ব-সংহারিণী—শক্তিশেলের বিরাট্‌ মহাশক্তি; ঐ যে তুই গন্ধমাদনের মৃত-সঞ্জীবনী ক্ষুদ্র লতাটীর মধ্যে ও রাক্ষসের প্রতিহিংসায় রণরঙ্গিণী ভীমা—ব্যাকুলতায় সান্ত্বনাদায়িনী শান্তি; ঐ যে তুই মরণের নীল ওষ্ঠ-ভ্রুকুটী; ঐ যে তুই জীবনের লাল অধর-রাগে বিপদের বর্ষাপ্লাবন; মঙ্গলের বাসন্তীপূর্ণিমারূপে ঐ যে আবার তুই সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বব্যাপিনী। ইচ্ছাময়ি! আমি ভুল করেছি, আমার প্রার্থনা নাই; আমি তোর সেই ইচ্ছার দাসী—আমি সেই কৈকেয়ী।

আলুথালু বেশে উর্ম্মিলা পুনরায় উপস্থিত হইল।

উর্ম্মিলা। বল দেবর, আর্য্য লক্ষ্মণ—বল, আর ইতস্ততঃ কর্‌বার কিছু নাই; আমি শোন্‌বার মত হ'য়ে এসেছি, শুন্‌তে পার্‌ব। দেখ, আমার সীমন্তে ত্যাগের সিন্দুর, পরিধানে সর্ব্ব-সহিষ্ণুতার শ্বেতবস্ত্র, ভূষণ আমার মাতৃত্ব, দেবর! আমি আমার লক্ষ্মণকে—আমার পত্নী-জীবনের সর্ব্বস্বকে—আমার আপনা হ'তেও প্রিয়কে নিবেদন ক'রে দিয়েছি

রাম-সীতার অর্চ্চনায়, আশা রেখে নয়—আসনশুদ্ধ তুলে দিয়ে; হই নি শোন্‌বার মত? বেশী কি আর বল্‌বে তুমি? আর্য্য লক্ষ্মণ পতিত রাক্ষস-যুদ্ধে জন্মের মত, এই ত? দেবর, পূজার ফুলও শুকিয়ে যায়, দেবতার ভোগও পর্য্যুষিত হয়। [উদ্দেশে লক্ষ্মণের প্রতি] স্বামি! দেখ, আমি তোমার—আমি লক্ষ্মণের উর্ম্মিলা কি না? [কৈকেয়ীর প্রতি] মা, মনে পড়ে, তুমি আমার হাত ধ'রে শিষ্যা ক'রে তোমার বধূ-বালিকায় সর্ব্বত্যাগিনী মায়ের ভূমিকায় নামিয়েছিলে? ঠিক নামান' হয় নি, মা! ভোগের গন্ধ থেকে গিয়েছিল; আগুন নিবেছিল—ধোঁয়া ছিল, গাছ কাটা গিয়েছিল—মূল মরে নি। দেখ মা, এইবার আমায়—ভাষা মা-ময়, ভাব মা-ময়, ভাষাতীত ভাবাতীত আমার সব চৈতন্যময়ী মা-ময়; তোমায় আমায় ভেদ নাই আর, তুমি গুরু আমি শিষ্যা নই আর—তুমি কৈকেয়ী আমি উর্ম্মিলা, তুমি গঙ্গাজল আমি প্রেমাশ্রু; তুমি আমি সমান—তুমি আমি যমজ দুই ভগ্নী!

ভরত উপস্থিত হইলেন।

ভরত। শত্রুঘ্ন, দাঁড়িয়ে আছিস! কি দেখ্‌ছিস হাঁ ক'রে? কৈকেয়ী-উর্ম্মিলা? গঙ্গাজল আর প্রেমাশ্রু? ওদিক্ দিয়ে ওদের দেখ্‌বার কিছু নাই, ও দুয়েরই উৎপত্তি পাথর হ'তে; গঙ্গা আস্‌ছে—হিমালয় পাহাড় ভেদ ক'রে, প্রেমাশ্রুর আবির্ভাব পাষাণ-হৃদয় ফুঁড়ে! শত্রুঘ্ন, রাবণের শক্তিশেলে আমাদের ভাই যায় নি—আমাদের ভুল হয়েছিল, সেটা শুদ্ধ উপলক্ষ্য গৌণস্থল; তার সূক্ষ্ম কারণ এখন দেখ্‌ছি, এই কৈকেয়ী আর উর্ম্মিলা। আমাদের ভাই গেছে—এই গঙ্গা আর প্রেমাশ্রুর তরঙ্গে, এদের আপনার আপনার বিক্রম দেখাবার ভূমি হ'য়ে। রাবণকে দেখা থাক্, দেখি আর দু'জনে ভাগ ক'রে এই গঙ্গা আর প্রেমাশ্রুকে। আমি গণ্ডূষে গঙ্গাকে শুষে নিই, তুই প্রেমাশ্রুর সমুদ্রকে এক নিঃশ্বাসে

পেটে ভ'রে নে। গঙ্গাজল আর প্রেমাশ্রু, আমরাও দুই ভাই—আমি জহ্নু তুই অগস্ত্য।

শত্রুঘ্ন। জহ্নু-অগস্ত্যের কতটুকু শক্তি, দাদা! তারা পান করেছিল কোন্ গঙ্গা-সমুদ্রকে! ঋতু-তিথির পর্য্যায়ে ফেঁপে উঠে, ম'রে যায়—হর্ষ-বিষাদের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সেই গঙ্গা-সমুদ্রকে। গ্রীষ্ম-বর্ষা, পূর্ণিমা-অমাবস্যায় সমান স্থির, সুখে-শোকে একগতি —এ গঙ্গা-সমুদ্রকে গণ্ডূষ কর্‌বার অগস্ত্য আজও জন্মায় নি। দেখ, দেখ—দাদা, কী পুণ্যতীর্থ আজ আমাদের অযোধ্যা-প্রাসাদ! দুর্লভ দু'য়ের কী মধুর সম্মিলন এখানে আজ! প্রেমাশ্রু আর গঙ্গায়! ত্যাগ আর পবিত্রতায়!

ভরত। আর ওদিকে দেখ্—ওদিকে দেখ্—শত্রুঘ্ন, সংসারের নাসিকা-কুঞ্চন, জগতের ভ্রূভঙ্গী! এদের আবার কী অপূর্ব্ব মিলন দেখ্! জগৎ বল্‌ছে—আমি আর জননী-জঠরে জন্ম নেব না; জননী এমন! আর সংসার বল্‌ছে—পতি-পত্নিত্ব পরিণয় উঠিয়ে দিলুম; পত্নী—বেশ পত্নী!

কবচ উপস্থিত হইল।

কবচ। কেউ বলে নি—কেউ বলে নি একথা রাজ-প্রতিনিধি; আমি যে মহাশত্রু—আমিও না; এ তোমার ভ্রাতৃহারা কাঁদা-প্রাণের প্রতিধ্বনি।

ভরত। কবচ—

কবচ। ভাই নাও! "এক ভাই গেছে— চার ভাই নাও," ভাইএর বদল আমি এসেছি, আমায় বদল দিতে; নিতে হবে।

ভরত। কবচ, তুমি কি সাধনা কর্‌ছিলে এতদিন এই বাক্যবাণ নিক্ষেপের সুযোগটী পাবার জন্য ?

কবচ। ঠাউরেছ। কঠোর সাধনা করেছি—সিদ্ধও হয়েছি; কিন্তু

সব পণ্ডশ্রম—বাক্যবাণ নিক্ষেপ আর হ'ল না! যাও, আমার ভ্রাতৃ-হারা প্রতিশোধ—আমার মর্ম্মবেঁধা ভাষা—আমার আগুন-জ্বালা অভিশাপ সব ভেসে গেল এদের এই অপূর্ব্ব মাতৃত্বের মধুর হিল্লোলে। রাজ প্রতিনিধি, যা'ই কর তুমি আমার, তুমি এই কর্ম্ম-তরঙ্গময়ী পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার গর্ভজ— মোক্ষ-স্বরূপ; তোমায় কলুষিত করব না। হোক্ লক্ষ্মণ আমার ভ্রাতৃ-হন্তার ভাই; সে এই প্রেমের উদ্যান—ত্যাগের বিদ্যালয়—মাতৃত্বের মহোর্ম্মি উর্ম্মিলার স্বামী; তার মৃত্যু নিয়ে মহাশত্রুরও হাস্য চলে না। থাক্ ভ্রাতৃশোক আমার প্রাণে পাহাড়-বোঝাই, আমি তোমাদের প্রণাম করি।

কুণ্ডল উপস্থিত হইল।

কুণ্ডল। তুমিও আমার প্রণাম নাও, দাদা!

কবচ। [সবিস্ময়ে] কুণ্ডল!

কুণ্ডল। মরি নি, দাদা! এ যুগে বুঝি আর কেউ মর্‌বে না। মর্‌বার চেষ্টায় ছিলাম—ম'রেও ছিলাম; কিন্তু গিয়ে পড়েছিলাম সেই শেষ অবস্থায় বড় কঠিন জায়গায়—পিতার গুরু ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে; সেখানে মৃত্যুর অধিকারই নাই। ঋষি গন্ধমাদন হ'তে ঔষধ এনে—সে কী ঔষধ—কী শক্তি তার—আমার কোলে-করা মৃত্যুকে কেড়ে নিয়ে গলাধাক্কায় দূর ক'রে দিয়েছে। মনে করেছিলাম—দাদা, আর ফির্‌ব না এ মুখে, জীবনটা পিতার সঙ্গে ঋষির ছায়াতেই কাটাব; কিন্তু পার্‌লাম না। দেখ্‌লাম—জগৎটা ভাই হবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছে; লোভ হ'ল, হিংসা এল, আমিও ত দাদার ভাই! তুমি আমার প্রণাম নাও।

কবচ। ভাই! ভাই! [বক্ষে লইল]

নন্দেয়ী উপস্থিত হইলেন।

নন্দেয়ী। দিদি, তোমার জয় হয়েছে সকল যুদ্ধে—সকল প্রকারে। আমি স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটেছিলাম; কিন্তু আমার পা দু'খানা ঘুরিয়ে আমায় এখানে পুত্রের পথে এনে ফেলেছে; তোমার জয় হয়েছে। আমি আর স্বামীর স্ত্রী নই—আমি তোমার অনুসৃতা, মহামন্ত্র-দীক্ষিতা—ঐ পুত্রের মা। নারী-জন্মের উদ্দেশ্য—স্বামীর স্ত্রী হওয়া নয়, পুত্রের মা হওয়াই; স্ত্রী-জীবন নিজের জন্য—মাতৃ-জীবন পরের জন্য। তোমার জয় হয়েছে—আমি মা। কুণ্ডল, গন্ধমাদনের সঞ্জীবনী-লতায় তুমি জীবন পেয়েছ? তা হ'লে ত আমাদের লক্ষ্মণও জীবিত?

বশিষ্ঠ উপস্থিত হইলেন।

বশিষ্ঠ। লক্ষ্মণ জীবিত—লক্ষ্মণ জীবিত; সঞ্জীবনী-লতার জীবন-দেওয়া শক্তিতে নয়—মহাশক্তি মূর্ত্তিমতী দেবী কৈকেয়ীর ইচ্ছা-শক্তিতে। [কৈকেয়ীর প্রতি] দেবি, আমার ধ্যান ভঙ্গ করতে গিয়েছিলে? আমি ছিলাম না মা এখানে, গিয়েছিলাম এ স্থূলদেহটা ফেলে রেখে আমার সমস্ত নিয়ে সেই রণস্থলে পতিত লক্ষ্মণের পার্শ্বে—তোমার মা হওয়া দেখ্‌তে। দেখ্‌লুম—তুমি মা। তুমি এখানে আছ, কিন্তু তোমার মন, প্রাণ, সাধন, তপস্যা, সব সেখানে গিয়ে—কেউ সুষেণ বৈদ্য, কেউ মারুতি, কেউ গন্ধমাদন, কেউ মৃত সঞ্জীবনীর ভিতর দিয়ে একজোটে লক্ষ্মণের হাত ধ'রে টেনে তুল্‌ছে। কতক্ষণ আর সে মাটিতে প'ড়ে থাকে? সে জীবিত ঐ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে নব-বলে—নবীন উৎসাহে। ধন্য তুমি! তোমার সৈন্য-সজ্জা আর নিষ্প্রয়োজন, ভরত!

ভরত। সীতার উদ্ধার?

বশিষ্ঠ। সীতার উদ্ধারের জন্য ত রামচন্দ্র তোমায় ডাকে নি, ভরত? তোমায় যা ভার দেওয়া আছে, তুমি তাই ক'রে যাও; সীতার উদ্ধার রামকে স্বয়ং করতে দাও, তাকে রাজা হ'তে হবে সসাগরা ধরণীর। নিজের নারীকে যদি কেউ উদ্ধার করতে না পারে রাক্ষসের গ্রাস হ'তে, রোরুদ্যমানা বসুন্ধরার উদ্ধার, নিষ্কৃতি, মুক্তি দেবে সে কোন্ বলে? সীতার জন্য ভেবো না তোমরা, ভরত! গর্ব্বিত রাক্ষসকুল ধ্বংসে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা অবতীর্ণা মূর্ত্তি ধ'রে—রাম-সঙ্গিনী-রূপে।

সকলে। জয় মা ইচ্ছাময়ী সর্ব্বমঙ্গলা মহাশক্তি!

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

বিভীষণ, সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণ দাঁড়াইয়াছিলেন।

বিভীষণ। সুগ্রীব, দেখ্‌ছ?

সুগ্রীব। দেখ্‌ছি রাবণ আস্‌ছে।

বিভীষণ। কি রকম আস্‌ছে বল দেখি?

সুগ্রীব। বেশ একটু স্থির, বেশ একটু গম্ভীর, বেশ একটু নূতন।

বিভীষণ। ভয়ানক ঝড় তুল্‌বে, বুঝ্‌তে পার্‌ছ? প্রদীপের রশ্মি অসম্ভব জ্বল্‌বে, সহায়-সম্বল আর কেউ নাই—স্তম্ভ-খসা ছাদ পড়্‌বে; পার্‌বে এগোতে?

সুগ্রীব। বিভীষণ, আমি বালীর সহোদর; ওরকম কত স্থৈর্য্য, কত গাম্ভীর্য্য সপ্ত-সমুদ্রের জলে হাবুডুবু খেয়ে গেছে।

বিভীষণ। এগোও; তবে দেখো—ম'রো না। হোক্ কলঙ্ক, রাবণের হাতে পরাজয় ইন্দ্রেরও হয়েছে; বেঁচে ফিরে এসো যেন। তুমি যদিও রাবণ-বধ কর্‌বে না; কিন্তু তুমি বেঁচে থাক্‌লে তোমার মধ্য দিয়ে রাবণ-বধ করাবার শক্তি আমি যথেষ্ট পাব. বুঝ্‌তে পেরেছ? যাও—গতিরোধ কর, দেখি—তুমি বালীর ভাই!

সুগ্রীব। [রামের পদতলে পড়িয়া] প্রভু, বিদায়।

রাম। [তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া] মিত্র বিভীষণের উপদেশ স্মরণ রেখো, বন্ধু!

সুগ্রীব। সৈন্যগণ, অগ্রসর হও। উত্তাল তোয়-নিধি উত্তীর্ণপ্রায়—অদূরে তীর।

[প্রস্থান।

বিভীষণ। লক্ষ্মণ, শক্তিশেলের বেদনাটা মিলিয়ে গেছে ত তোমার?

লক্ষ্মণ। কোন্ শক্তিশেলের কথা বল্‌ছ, বিভীষণ?

বিভীষণ। যার জন্য গন্ধমাদন আন্‌তে হয়েছিল!

লক্ষ্মণ। সে শক্তিশেলের বেদনাটা আমি বেদনা ব'লেই টের পাই নি, বিভীষণ! শক্তিশেল আমার গাঁথা আছে—সীতা—রাবণের অশোক-বনে।

বিভীষণ। জয়স্তু; তা হ'লে তুমিও আর দেরি ক'রো না—সেজে নাও বেশ বাছা-বাছা বাণ নিয়ে; সুগ্রীব হঠ্‌ল ব'লে। আজকার রাবণ—সে বান-ডাকা কূল-ছাপানো উন্মাদগতি—অস্থির রাবণ নয়, আজ্‌কের রাবণ—চারপোয়া জম-জমে, মরা-মুখের টানা রাবণ—কুটো দিলে দুটো হ'য়ে যাবে।

লক্ষ্মণ। [রামের চরণ বন্দনা করিয়া] দাদা—

রাম। [বক্ষে ধরিয়া] ভাই, সাবধানে যুদ্ধ ক'রো আজ। সীতার অশ্রুজল মুছে দিতে যেন আমার সুমিত্রা-মা না কাঁদে।

লক্ষ্মণ। রাবণ! দ্বিগুণ-জ্বলা-দীপ! স্তম্ভ-খসা-ছাদ! আজ তোমার শেষ।

[প্রস্থান।

রাম। [ক্ষণেক লক্ষ্মণের গমন-প্রতি চাহিয়া] বিভীষণ, আজকের রাবণ বড় ভীষণ রাবণ, না?

বিভীষণ। বড় ভীষণ রাবণ, প্রভু! আজ্‌কের তুলনায়—আগেকার সে-সব রাবণ মোমের পুতুল—পটের ছবি। আগেকার রাবণ—সহায় পরিবেষ্টিত, বলদৃপ্ত, ক্ষিপ্ত; আজ্‌কের রাবণ--নিঃসম্বল, উর্দ্ধনেত্র, স্থির। আগেকার সে রাবণ ছিল--গণ্ডী-দেওয়া লঙ্কা-সিংহাসনের দিগ্বিজয়ী রাবণ, আজ্‌কের রাবণ—মহাশূন্যের আকাশবাণী-শোনা, অনন্ত-বিস্তার অভয়-কোলে আসন-পাতা আত্মজয়ী রাবণ। আগেকার সে রাবণ রণ-ক্ষেত্রে আস্‌ত শক্তির প্রসাদ নিয়ে, আজ্‌কের এ রাবণ আস্‌ছে স্বয়ং মহাশক্তিকে উত্তরীয়ের অঞ্চল-প্রান্তে গেরো দিয়ে।

রাম। তা হ'লে আর আমারও দাঁড়ান' উচিত নয়, বিভীষণ! শক্তিশেলের সে বেদনাটা যদিও লক্ষ্মণ টের পায় নি; কিন্তু তার দাগ এখনও আমার মিলায় নি। [উদ্দেশে] মা! মা! মহিমময়ী মহা-শক্তি! বিচার কর মা, জগজ্জননী তুমি; কর্ব্বুরপতি দশানন তোমার পুত্র, হতভাগ্য রাম কি জগতের বাহিরে?

[প্রস্থান।

রক্ষসৈন্যগণ। [নেপথ্যে] জয়—শক্তি-পুত্র দশাননের জয়!

কপি-সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] জয়—সর্ব্বশক্তিমান্ রামচন্দ্রের জয়!

বিভীষণ। যুদ্ধ বাধ্‌ল। ভীষণ যুদ্ধ! [ক্ষণেক ইতস্ততঃ] এ যুদ্ধের ফলাফল? [উর্দ্ধ দৃষ্টিতে] ওঃ! আকাশে আজ কী কালো সূর্য্য উঠ্‌ছে! সুগ্রীব—সুগ্রীব! এগোও, অত পেছুতে কেন? বালীর ভাই তুমি!

[প্রস্থান।

রাবণ উপস্থিত হইলেন।

রাবণ। মড়ার ছড়া দেওয়ার মত আজ তোর মহিমার ধারা এই কান্নাহাট রণস্থলে ছড়িয়ে দিয়ে যাব, হৈমবতি! চিতার ছাই ওড়ার মত তোর করুণা-কাহিনী ঐ অনন্ত প্রবহমান বায়ুস্তরে উড়িয়ে দিয়ে যাব,

দাক্ষায়ণি! প্রান্তরে তুষার পড়ার মত আজ তোর দয়াময়ী মা নামটাকে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে চাপা দিয়ে পড়্‌বে রাবণ, প্রকাশ ক'রে যাব মৃত্যুকণ্ঠের মুদ্রাযন্ত্রে চার্ব্বাকের শেষ খণ্ড—তুই নাই। যুক্তি-প্রমাণ চাই না; যুক্তি তার—কোলে তুলে পায়ে-ঠেলা রাবণ, প্রমাণ তার—পাহাড়ে উঠে পাতালে-পড়া রাবণ; তুই নাই—তুই নাই—তুই নাই—

শূন্যমার্গে মহাকালী। আমি আছি—আমি আছি—আমি আছি—

রাবণ। তুই আছিস? তুই আছিস? তোর অভয়-কোলে ঘুম-পাড়ান' আদরের দশস্কন্ধ আজ তৃণশয্যায় ধূলায় ধূসর; তুই আছিস? তোর অনন্ত-ভুজে গলা জড়িয়ে অনন্ত-মুখে চুমো-খাওয়া রোমাঞ্চ রাবণ আজ গর্ব্বহারা সর্ব্বহারা মৃত্যুর গ্রাসে; তুই আছিস? তোর সৃষ্টি করা সদয়হাতে পরিয়ে দেওয়া এই অভ্রভেদী বিজয়-কিরীট আজ নর-বানরের উপহাস তলে; তুই আছিস? কোথায় ছিলি এতদিন? কোন্ অগম্য প্রান্তরে? কোন্ জন্ম-বধির শ্মশান-বক্ষে? কোন্ অনন্ত যোগনিদ্রায়? জেগেছিস? জাগ্‌লি কেন আবার? জীবনের এ অবেলায়? বিজয়া দশমীর নিরঞ্জন-বাদ্যে? সন্ধ্যার ম্লান-আকাশে সিঁদুর ছড়িয়ে আর কি হবে, মা?

শূন্যমার্গে মহাকালী। নির্ভয়, রাবণ! সন্ধ্যা কোথায়? নূতন সৃষ্টি—নূতন আকাশ—নব সূর্য্যোদয়; নবীন বাহুতে যুদ্ধ কর—নির্ভয়।

রাবণ। জয় মা মহাশক্তি—জয় মা মহাশক্তি! রাম—রাম! লঙ্কাধ্বংসকামী, দুরাশা-তর্জ্জনীচালিত নির্ব্বোধ রাম! রাবণকে এখনও চিন্‌তে পার নি? রাবণ শুধু সীতা-অপহারী দস্যু নয়, রাবণ ভক্তির মানস-সরোবর; রাবণ শুধু ইন্দ্রজিতের পিতা নয়, রাবণ মহাশক্তির পুত্র। পরিচয় নাও আজ, পরিত্রাণ নাই আর; জয় মা মহাশক্তি!

[গমনোদ্যত।

সশস্ত্র সুগ্রীব উপস্থিত হইল।

সুগ্রীব। সাবধান।

রাবণ। সুগ্রীব! বানর?

সুগ্রীব। বালীর ভাই।

রাবণ। চুপ, চুপ সুগ্রীব! বালীর ভাই? বালী স্বর্গে গেছে; এখনই সে শুন্‌তে পেলে হোঁচট্‌ খেয়ে টেউরে পাতালে প'ড়ে যাবে। মূর্খ—কুলাঙ্গার! গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যা করিয়ে সিংহাসন নিয়ে—বালীর ভাই! সুগ্রীব, তোদের বিভীষণও কি ঐ ভাবের পরিচয় দেয়—আমি রাবণের ভাই? ঐরকম বুক ফুলিয়ে? দোহাই সুগ্রীব, আমার অনুরোধ—তাকে বলিস, সে লঙ্কা ছারখার করে দুঃখ নাই; ঐ পরিচয়টা যেন সে না দেয়; জগৎ পর পর তোদের এই অভিনব ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত পেয়ে যাবে, নীতির মধ্যে ধ'রে নেবে, অনুসরণ ক'রে ফেল্‌বে। যা—ফিরে যা, তোর সঙ্গে যুদ্ধ আমি কর্‌ব না; আজ আমি রামকে চাই।

সুগ্রীব। আগে পরিখা পার্‌ হও, অর্ব্বাচীন; তবে ত দেবালয়?

রাবণ। ও পরিখা আজ আর রাবণকে লাফিয়ে পার্‌ হ'তে হবে না, সুগ্রীব! গণ্ডূষ কর্‌বে।

সুগ্রীব। এ পরিখা সে ক্ষীণ-কলেবর—হাতে-কাটা পরিখা নয়, এ পরিখা অনন্ত জলরাশি অপার-সমুদ্রের—যাতে একদিন তুমি—ঐ গণ্ডূষ-করা-রাবণ লাঙ্গুলাবদ্ধ হাবুডুবু খেয়েছিলে।

রাবণ। দুর্ব্বিনীত—[অস্ত্র ধরিলেন]

সুগ্রীব। রাবণ—[অস্ত্র ধরিলেন]

রাবণ। আমি সে রাবণ নই।

সুগ্রীব। না, সে রাবণ হ'তেও ; পরস্ত্রী-হারী, মতিচ্ছন্ন, নরকের রাবণ।

রাবণ। পাষণ্ড— [উভয়ের যুদ্ধ]

সুগ্রীব। [অবসন্নভাবে] সত্য-সত্যই বুঝি এ সে-রাবণ নয়! সে রাবণ দেখেছিলুম—দশমুণ্ড বিংশতি বাহু, এ রাবণে অসংখ্য মুণ্ড অনন্ত বাহু। সে রাবণের প্রক্ষিপ্ত বজ্র সুগ্রীবের অঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি ক'রে গেছে, এ রাবণের প্রত্যেক দীপ্ত কটাক্ষটী মর্ম্মভেদী শেল। সে রাবণ নিকষা-নন্দন রাক্ষস-রাবণ, এ রাবণ কোন্ অদ্ভুত দৈবশক্তিসম্পন্ন দেবী-পুত্র রাবণ। [পলায়ন।

রাবণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাম—রাম! বিভীষণ-সুগ্রীবের দেবালয়! তোমার দুর্গমত্বের পরিখা শুষ্ক, জলশূন্য ; এইবার—[গমনোদ্যত]

লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলেন।

লক্ষ্মণ। প্রাচীর।

রাবণ। সৌমিত্রি? প্রাচীর তুমি—রাম-দেবালয়ের? স'রে যাও, গুঁড়ো হ'য়ে যাবে।

লক্ষ্মণ। ভুল কর্‌ছ, রাক্ষস-কুলাধম! আমি সে প্রাচীর নই।

রাবণ। আমি সে রাবণ নই—তুমিও চিন্‌তে পার্‌ছ না, অন্ধ! আমি আজ রাবণ—রামকে চাই ; দেখা কর্‌তে নয়, দেখা দিতে।

লক্ষ্মণ। রামচন্দ্রকে দেখা দিতে? রামচন্দ্র কে, এখনও চিন্‌তে পারিস্ নি, মূঢ়? তোর সুবিশাল রক্ষঃকুল তুলোর মত উড়ে গেল, সোনার লঙ্কা ছাই, রাবণের রাবণত্ব ধূলোয় প'ড়ে মরণ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ; এখনও চৈতন্য হ'ল না, বর্ব্বর! শোন্, যাঁকে দেখ্‌বার জন্য সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল, উন্মত্ত, সর্ব্বত্যাগী, রামচন্দ্র সেই স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম পরমপুরুষ।

রাবণ। তবে তুইও শোন্—ক্ষুদ্রদৃষ্টি মূর্খ সৌমিত্রি, তোর পরম-পুরুষ প্রতিনিয়ত যার পায়ের তলায় প'ড়ে ধন্য, পরিচিত, পূজনীয়, রাবণ সেই পরমা-প্রকৃতি আদ্যাশক্তির পুত্র।

লক্ষ্মণ। জানি, জানি—রাবণ, প্রকৃতির অনুগৃহীত তুই; তা না হ'লে যে মুহূর্ত্তে লক্ষ্মীরূপিণী সীতার কেশাগ্র স্পর্শ করেছিলি, প্রকৃতি তখনই একটা বিষাক্ত হাওয়া প্রসব কর্‌ত, সঙ্গে-সঙ্গে তোর হাত-দু'খানা কুষ্ঠব্যাধিতে গ'লে যেত।

রাবণ। সৌমিত্রি, ক্ষেপাস্ না আমায়; এবার আর গন্ধমাদন মিল্‌বে না।

লক্ষ্মণ। গন্ধমাদন না মিল্‌লেও ন্যায়ের বিধান আপ্রলয়।

রাবণ। রাখুক তবে ন্যায়ের বিধান—[অস্ত্র ধরিলেন]

লক্ষ্মণ। সাবধান—[উভয়ের যুদ্ধ]

রাবণ। [যুদ্ধ করিতে করিতে] স'রে যা, সৌমিত্রি—

লক্ষ্মণ। এই বাণে তোর জিব কাট্‌লুম, রাবণ—

রাবণ। পালা, লক্ষ্মণ—

লক্ষ্মণ। জীবন থাক্‌তে না—

রাবণ। পথ দে প্রাচীর—

লক্ষ্মণ। চুর্‌মার ক'রে দে—

রাবণ। নে; আমার শেষ বাণ—[ব্রহ্ম-অস্ত্র ধরিলেন]

রাম ছুটিয়া আসিয়া লক্ষ্মণকে পশ্চাৎ করিয়া রাবণ-সম্মুখে ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

রাবণ। এই যে দেবালয়।

রাম। রাবণ, এখনও আমি তোমায় অনুগ্রহ কর্‌ছি ; সীতা ফিরিয়ে দাও।

রাবণ। সীতা ফিরিয়ে দেব ? এখন্ ? এই বুঝি পবিত্র দেবালয়ের নিষ্কাম-সামগীতি ? রাম, সীতা ফিরিয়ে দেব—তুমি আমার মেঘনাদকে ফিরিয়ে দেবে ? আমি সীতা ফিরিয়ে দেব না, রাম !

রাম। সীতা ফিরিয়ে দেবে না ?

রাবণ। না, আর ফিরিয়ে দিয়েই কি হবে, রাম ? তুমি ত সীতায় রাখ্‌তে পার্‌বে না।

রাম। রাখ্‌তে পার্‌ব না ! কেন ?

রাবণ। তুমি মোহান্ধ—মায়ার তর্জ্জনী-চালিত। রাম, সোনার হরিণ কখনও হয় ? সীতা আঙুল বাড়িয়ে দিলে, অমনি তুমি ভেল্কি-লাগা ছুট্‌লে ; তুমি কখনও সীতায় রাখ্‌তে পার ? সীতা চেয়ো না—রাম, ফিরে যাও ; কেন মর্‌বে আগুনের সৌন্দর্য্যে পতঙ্গ পুড়ে ? গেছে—যাক্ ; মঙ্গলই তোমার। তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার নি, সীতা তোমার প্রতি প্রসন্না নয় ; যদিও সে অশোকবনে উন্মাদিনী কাঁদ্‌ছে, কিন্তু সেটা ঠিক কান্না নয়, আমি খুব লক্ষ্য করেছি—এই সীতা তোমায় জীবন-ভোর হা-সীতা হা-সীতা করাবে।

রাম। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] না—রাবণ, করি আমি জীবন-ভোর হা-সীতা হা-সীতা—মরি আমি মায়ামুগ্ধ মরীচিকা-প্রতারিত শুষ্কতালু, সীতায় আমায় উদ্ধার কর্‌তেই হবে এ ক্ষেত্রে। সীতা যায়—অন্যভাবে যাক্, আপত্তি নাই ; কিন্তু যেখানে শক্তি নিয়ে কথা—হোক্ সীতা মধুরতা-মাখা কুসুমদামে সর্পিণী, সেখানে আমি সীতায় ছাড়্‌তে পারি না ; জগতের সমস্ত মহারথীর শক্তি-পরীক্ষার মহাকেন্দ্র হরধনু ভঙ্গ ক'রে আমি তাকে পেয়েছি।

রাবণ। বুঝেছি রাম, রাজ্যাভিষেকের মুখে দেবী কৈকেয়ী তোমায় বনবাস দিলেন কেন? তুমি এখনও অদূরদর্শী বালক, অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তিনি বুদ্ধিমতী, খুব লক্ষ্য করেছেন—খুব বাঁচিয়েছেন তোমায় আগুনের হল্কা হ'তে। রাম, হরধনু ভঙ্গ করেছ ব'লে তুমি আপনাকে মহাশক্তিমান্ জগতের অজেয় ভেবো না। তুমি যেটাকে শক্তি বল্‌ছ, ওটা তোমার শক্তি নয়—দর্প। হরধনু ভঙ্গ কর্‌তে অনেকেই পার্‌ত, রাম; করে নি—হাত দিতেই দেখেছিল—ধনুক নয় সে—ঋষি-ভার্গবের বুকের হাড়; ব্রাহ্মণের আকাঙ্ক্ষিতা ছিল সীতা। দেখেছ বোধ হয়, সেই ধনুর্ভঙ্গের পরই তার আশা-ভঙ্গের তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলা? তারই দণ্ড এই সব; এই তার প্রথম সূচনা। এখনও বল্‌ছি—সীতা পরিত্যাগ কর, অবোধ!

রাম। রাবণ, ভার্গব ঋষিকে সীতায় বঞ্চিত করা যদি আমার দর্প হয়, সে দর্প আমায় যত্ন ক'রে পুষে রাখ্‌তে হবে। সে নিঃশ্বাস যদি প্রতি মুহূর্ত্তে আমায় অজগরের ছোবল্ মারে, চন্দন ব'লে মেখে নিতে হবে। তুমি বল্‌ছ—সে ধনুকখানা ধনুক নয়, ভার্গবের বুকের হাড়; আমি বল্‌ছি—তা নয়, সে ধনুকখানা ভার্গবের গুপ্ত দুরভিসন্ধি; আমি তাকে চুরমার, প্রকাশ ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছি।

রাবণ। রাম—

রাম। আর তর্ক ক'রো না, রাবণ! মানি—তুমি বাগ্‌যুদ্ধে অদ্বিতীয়; সীতা ফিরিয়ে না দাও—অস্ত্র-যুদ্ধ কর।

রাবণ অস্ত্র-যুদ্ধেও আমি অদ্বিতীয়, রাম!

রাম। রাবণ, তুমিও ত দেখ্‌ছি সেই দর্পেই স্ফীত! দিগ্বিজয় করেছ ব'লে কালের উপরেও অবজ্ঞা? জেনো রাবণ, দিগ্বিজয় করেছিলে—তখন রাম জন্মায় নি।

রাবণ। ও! তুমি নিতান্তই রাবণ দেখ্‌বে?

রাম। রাবণকে দেখ্‌বার জন্যই যে রামের জন্ম।

রাবণ। রামকেও ধন্য কর্‌বার জন্য রাবণের উৎপত্তি। ধনুক ধর, রাম!

[উভয়ের যুদ্ধ]

রাম। সীতা ফিরিয়ে দাও, রাবণ—

রাবণ। অযোধ্যায় ফিরে যাও, রাম—

রাম। রাবণ, আজ তোমার শেষ—

রাবণ। রাম, আজ তোমারও চৈতন্য—

রাম। এই তোমার মৃত্যুবাণ—[ব্রহ্মবাণ ধরিলেন]

রাবণ। মা— মা—[জানু পাতিয়া বসিলেন]

মহাকালী আবির্ভূতা হইয়া রাবণের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইলেন। রামের ধনুর্ব্বাণ হস্তচ্যুত হইল, সুগ্রীব, বিভীষণ ছুটিয়া আসিয়া রাম-লক্ষ্মণের পশ্চাদ্ভাগ হইতে দেখিতে লাগিলেন।

রাবণ। কই রাম, আমার মৃত্যুবাণ? নির্ব্বাক্, নতশির, শিথিল কেন? কোথায় তোমার সে হরধনু-ভঙ্গের গর্ব্ব? কই তুমি তারকারি, ভার্গব-বিজেতা, দাশরথি রাম? কোথায় তোমার জীবনের সুহৃদ্ সুগ্রীব, বিভীষণ? এই রাম তুমি—সীতা-উদ্ধারে সেতু বন্ধন ক'রে সমুদ্র-পারে এসেছ? এই রাম তুমি—রাবণের বিপুল-বংশ উপন্যাসের গল্পের মত কটাক্ষে ছারখারে দিয়েছ? চক্ষু আছে? দেখ, দেখ দিব্য-

দৃষ্টিতে; তোমার দেখা-দেখি জগতও তার অন্তর্চক্ষু উন্মীলন করুক; দেখুক—কেমন রাবণ, কোথাকার রাবণ, কে রাবণ! তুমি জটাধারী, বনবাসী, ভিক্ষুক রাম; মহাশক্তির বরপুত্র রাবণ সংহার কর্‌তে এসেছ তুমি? বুঝ্‌তে পার্‌ছ—আজ এই মুহূর্ত্তে একটী কটাক্ষে তোমার সকল আশার শেষ কর্‌তে পারি আমি? নির্ভয়! তা কর্‌ব না, তুমি থাক; সীতার আশায় জলাঞ্জলি দাও, অযোধ্যায় ফিরে যাও রাবণকে প্রণাম ক'রে।

[মহাকালীর অন্তর্দ্ধান ও রাবণের প্রস্থান।

রাম। [বিভীষণের গলা ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে] বিভীষণ—মিত্রবর, সব পণ্ডশ্রম! আর সীতার উদ্ধার হ'ল না।

বিভীষণ। [তন্ময়ভাবে] হবে—হবে, আসুন।

রাম। হবে! এখনও আশায় প্রলোভিত কর্‌ছ আমায়, বিভীষণ? তুমি কি দেখ্‌তে পাও নি, বন্ধু? রাবণকে কোলে ক'রে যে মা!

বিভীষণ। রাবণকে কোলে ক'রে মা—আপনারও পায়ে প'ড়ে দাস! চ'লে আসুন।

রাম। তুমি আর কি কর্‌বে, বিভীষণ! তোমার পায়ে-পড়াই যে সার হ'ল! তুমি কি মাকে পরাস্ত ক'রে দেবে?

বিভীষণ: পরাস্ত নয়—মাকে ভাঙিয়ে দেব।

রাম। ভাঙিয়ে দেবে!

বিভীষণ। হাঁ—রাবণের দিক্ হ'তে আপনার দিকে।

রাম। কি ক'রে?

বিভীষণ। ঘুষ দিয়ে। আপনাকে মায়ের পূজা কর্‌তে হবে, প্রভু!

রাম। বিভীষণ, রাবণ কি মায়ের পূজা করে না?

বিভীষণ। করে; কর্‌লেই বা? আপনি নৈবেদ্যে মধুর ভাগ বেশী

দিয়ে তার জিবে জল সরিয়ে দিন্ ; ব্যস্—যাবে কোথা ? এমন পূজা আজ আপনাকে করতে হবে— প্রভু, যা রাবণ-জ্ঞানের অগোচর ; শতাষ্ট নীলপদ্মে।

রাম। নীলপদ্ম কোথায় পাব, বিভীষণ ?

বিভীষণ। আছে ; দেবীদহে।

রাম। দেবীদহে ! সেখান হ'তে নীলপদ্ম আন্‌বে কে ?

বিভীষণ। শক্তিশেলে গন্ধমাদন এনেছিল যে !

রাম। বিভীষণ—বিভীষণ—

বিভীষণ। মাকে ডাকুন—মাকে ডাকুন ঐ কণ্ঠে সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে।

রাম। মা কি রাবণকে ফেলে, আমায় কোলে নেবেন, বিভীষণ ?

বিভীষণ। নেবেন ; মা কারও একার নয়, প্রভু ! যে বেশী কাঁদ্‌তে পারে, অর্ঘ্য-দেওয়ার মত পায়ের তলায় চোখ উপ্‌ড়ে দিতে পারে, মা তার। চ'লে আসুন।

সকলে। জয় মা জগজ্জননী মহাশক্তি !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আশ্রম

স্থিরকর্ণে চিত্র আসিতেছিলেন, পশ্চাৎ মন্থরা।

মন্থরা। বাবা—বাবা—

চিত্র। চুপ—চুপ, একটা গান আস্‌ছে, শোন্।

মন্থরা। আমি গান শুন্‌ব না, বাবা ; বল, তুমি কে ?

চিত্র। তুই কে—তুই কে মাগি, আগে বল্ দেখি ?

মন্থরা। সেইজন্যই ত বল্‌ছি বাবা, তুমি কে ? আমি যে কে, আমি যে ভুলে গেছি—বল্‌তে পার্‌ছি না! আমি যেন দেহ-পাল্‌টানো, এই—সবে ভূমিষ্ঠ-হওয়া। বল বাবা, তুমি কে ? কোন্ মরণ-যন্ত্রণার আঁধারশাল হ'তে টেনে আমায় এ স্বর্গের সিঁড়িতে এনে দাঁড় করালে ? বল বাবা, তুমি কে ?

চিত্র। ঐ গান! কী জন্ম-জুড়ান' সুর! কী জাগরণ-দেওয়া সুষুপ্তি! কোন্ অজানা-সাগরের অমৃত! আঃ! যা, ঐ আবার মিলিয়ে গেল! আরে মাগি, তুই মন্থরা দাসী ছিলি না ?

মন্থরা। হবে ; আমার কি তা মনে আছে ?

চিত্র। তোরই মন্ত্রণার ফলে আজ জগতের যে একটা মহা-কল্যাণ সাধন হ'তে বসেছে—স্মরণ হচ্ছে না ?

মন্থরা। কি ক'রে হবে, বাবা ? আর-জন্মের কথা! তুমি দেবতা, তুমি ব'লে দিতে পার।

চিত্র। আ-মর্ মাগি, দেবতা কা'কে বল্‌ছিস ? আমিও মানুষ, ঐ তোরই মত দু'হাত, দু'পা।

মন্থরা। না বাবা, আর-জন্মের কথা বল্‌তে পারি না যদিও ; কিন্তু

এ জন্মে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—এক মানুষের দু'রকম হাত পা ; কোন হাত সত্যের পথে কাঁটা দেয়, কোন হাত চণ্ডালকে টেনে বুকে জড়িয়ে নেয় ; কোন পা ভূমিকম্প আনে, কোন পা পাষাণ উদ্ধার করে। তুমি যদি মানুষ হও, তুমি সেই মানুষ—চণ্ডালকে বুকে-টানা হাত, পাষাণ-উদ্ধার-করা পা : বাবা – বাবা, আর আমি তোমার পরিচয় চাই না, তুমিও আর আমার পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ো না, এখন তুমি প্রভু, আমি দাসী।

চিত্র। দূর—দূর, সর্ব্বনাশি ! দাসী প্রভু কোথায় পেলি আবার এ রাজ্যে ? ঐ যে সূর্য্য উঠ্‌ছে, ও ত কই আমার চোখে সোনালী আলো জ্বেলে দিয়ে তোর চোখে অমাবস্যার অন্ধকার ঢেলে দিচ্ছে না ! এই যে বায়ু আস্‌ছে, এ ত কই আমার গায়ে চন্দন লেপে দিয়ে তোর গায়ে কুল-কাঠের আঙ্‌রা ফুটিয়ে দিচ্ছে না ! ঐ যে নদী ব'য়ে যাচ্ছে, ও আমাকেও নিমন্ত্রণ কর্‌ছে—পিপাসা পায় এস, তোকেও আহ্বান কর্‌ছে তাই। ঐ গান শোন্—মূর্চ্ছা-আনা গতি, সমাধি-দেওয়া সম, শেষ-করা লয় ! বুঝেছিস মাগি, সমান—সমান, দাসী প্রভু নাই ; তুই দাসী— আমিও দাস। ঐ আবার ! আরও কাছে ! আরও মধুর ! শুন্‌ছিস ?

মন্থরা। শুন্‌ছি।

চিত্র। কেমন শুন্‌ছিস ? জাগন্ত আছিস ?

মন্থরা। কোন্ গানের কথা বল্‌ছ, বাবা ?

চিত্র। ঐ যে ভেসে আস্‌ছে ফুলের জোয়ার নিয়ে, চন্দনের ফোঁটা নিয়ে, চৈতন্যের পদধূলি নিয়ে !

মন্থরা। না-না, ও গান আমি শুনি নি ত, বাবা ! আমি শুন্‌ছি তোমার গান—আমি দাসী। ফুলের জোয়ার কি এর চেয়ে সুন্দর ?

চন্দনের ফোঁটা কি এর চেয়েও পবিত্র? চৈতন্যের পদধূলি এ হ'তে আর কী? আমি দাসী—আমি দাসী! শোন বাবা, তুমি তোমার গান, জপি আমি তোমার দেওয়া মহামন্ত্র; আমি দাসী। আর আমার নিরাশ্রয়ে ভয় নাই, আর আমার দাসীর দৈন্য নাই, আর আমি মন্থরা দাসী নই, আমি দাসী।

[প্রস্থান।

চিত্র। মন্থরা দাসি! ধন্য কর্‌লি তুই আমায়! শুধু তুই দাসী নোস, তোর সংস্পর্শে আমিও মিশে গেছি দাস হ'য়ে জগতের যত অণু-পরমাণুতে। কে—কে—

গীতকণ্ঠে ভক্তির আবির্ভাব।

ভক্তি—

গীত।

পরানুরক্তিরীশ্বরে।
আমি সেই—পরানুরক্তিরীশ্বরে।
ভাঙিলি আমার নিরাকার-খেলা—
ডাকিলি ললিত কী স্বরে॥
সর্ব্বভূতে আত্মবৎ—ডুবেছ অতুল বিশ্বপ্রেমে,
ফুটেছে ভক্তি ও মানস-পটে—জ্বলেছে উজলা মুক্তা হেমে;
ওঠ প্রাণাধিক, তৃণাদপি নেমে—
সেই ত গুরু—যে শিষ্য রে।

চিত্র। বিরাম দিস না, মা! বিরাম দিস না আর—এলি যদি জ্বলন্ত-জীবনের বসন্ত-উন্মেষে অনুকূল বায়ু আঁচলে নিয়ে সঙ্গীত-রূপিণী শান্তি, বিরাম দিস না, মা! শুনি ও সঙ্গীত অবিরাম, আপ্রলয় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, শ্রবণ হ'য়ে। আন্‌লি যদি চির-পিপাসিতের মরীচিকা-ভ্রান্ত

নয়নপথে অফুরন্ত মধুর কলস ঢাল্—ঢাল্, আমি পান করি অঞ্জলিপুটে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অতীত - অনন্ত হ'য়ে। দেখালি যদি দোদুল-তরঙ্গে স্থির-কমলাসনা শূন্যময়ী ও পূর্ণমূর্ত্তি, আয়—আয় - মা, কোলে নে ; আমি ঘুমিয়ে পড়ি মহা-জাগরণে সিদ্ধি-পানোন্মত্ত অনাদি-লিঙ্গ শিব হ'য়ে। মা—মা ! কোথায় ছিলি মা, এতদিন ?

ভক্তি। কোথায় আবার থাক্‌ব, বৎস ! আমি ত প্রতি মুহূর্ত্ত তোমাতেই আছি ; তবে অন্যরূপে। ছিলে তুমি সদসৎ ঘৃণা-অর্চ্চনার বিচারে, ছিলাম আমি জ্ঞান ; এখন তুমি সদসৎ ঘৃণা-অর্চ্চনা সকল দ্বন্দ্বের অতীত—আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু—বিশ্বপ্রেমে গলা, এখন সেই জ্ঞান আমি—পরানুরক্তি। ভক্তি আর কিছু নয়—বৎস, জ্ঞানের চরম পরিণতি। এখন তুমি আর কিছু চাও ? মোহে ছিলে—জ্ঞান পেলে, জ্ঞান হ'তে ভক্তির কোলে ; আর আশা আছে ? তুমি আর কিছু দেখ্‌তে চাও ? দেখার যা শেষ ?

চিত্র। না—মা, থাক্ ; এই আমার শেষ। এ হ'তেও শেষ যদি থাকে, রেখে দাও মা, তোমার ঐ কোটী সূর্য্য, কোটী চন্দ্র, কোটী নক্ষত্র-খচিত দিগ্‌বসনে তার আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে ; আমি দেখ্‌তে চাই না। জন্মের উদ্দেশ্য—দেখা, আমি তোমায় দেখেছি, শ্রান্ত জীবনের পরম বিশ্রাম—আমি তোমায় ধরেছি, আকাঙ্ক্ষিত হ'তেও গরীয়সী পরানুরক্তি ভক্তি—আমি তোমায় বেঁধেছি ; এই আমার শেষ—আর আমি কিছু দেখ্‌তে চাই না, এ চিত্রে এইখানেই যবনিকা।

নন্দেয়ী উপস্থিত হইল।

নন্দেয়ী। তা হবে না, সাধু ! দেখ্‌বে না কি ! দেখ্‌তেই হবে। সাধনা করেছ, সুসিদ্ধ হও—শেষ দেখ।

চিত্র। নন্দেয়ী !

নন্দেয়ী। মা।

চিত্র। [নির্ব্বাক্ বিস্মিত হইলেন]

নন্দেয়ী। দেখ্‌ছ? দৃষ্টি ত পেয়েছ, দেখ—নন্দেয়ী নই—মা; সাধনার শেষ। তুমি নন্দেয়ীর তাড়ায় সারা হ'য়ে নির্জ্জনে এসে শান্তির সাধনা কর্‌ছিলে, সেও এলোমেলো বিশৃঙ্খল বাজে ছোটে নি; সাধনা কর্‌ছিল স্বাধীনতার। দেখ—কেমন স্বাধীনতা পেয়েছি; আমি মা। এ স্বাধীনতায় তেজস্বিতার ঈষৎ তীব্রতা নাই, অথচ এ হ'তে মাথা তোল্‌বার জগতে আর মোটেই উচ্চতা নাই; আমি মা। দেখ, দেখ—সাধু, এ আর সে গণ্ডী-দেওয়া পত্নিত্বের অতৃপ্ত কামনাময় টগ্‌বগে ফুটন্ত তৈল-কটাহ নয়, অসীম—অনন্ত মাতৃ-প্রেমের অমৃত-পারাবার; কেবল বাৎসল্য—কেবল স্নেহ-চুম্বন—কেবল আশীর্ব্বাদ; আমি মা। দেখ, বিশ্ব-আলিঙ্গনে প্রসারিত আমার অনন্ত ভুজ, বিশ্বের দুঃখে প্রবাহিত আমার অবিরল অশ্রুধারা, বিশ্বের কল্যাণে বিক্ষিপ্ত আমার প্রাণ, মন, দেহ, নাম—পার্থিব যা-কিছু; আমি মা। দেখ, আমার সাধনার শেষ; দেখ, তোমারও সাধনার চরম পরিসমাপ্তি; পূর্ণ, চৈতন্য, পূর্ণানন্দময়ী—আমি মা।

চিত্র। সুন্দর! সুন্দর! সুন্দর!

নন্দেয়ী। এস—অপূর্ব্ব আমার মাতৃ-মন্দিরে। [হস্ত ধরিলেন]

ভক্তি—

[পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

সকল তোমার সকল সাধন,
পূর্ণ প্রাণের সব নিবেদন,
উৎসবে ভরা অকাল-বোধন;
দেখ মা-ময় বিশ্ব রে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

[নেপথ্যে] রক্ষ-সৈন্যগণ। জয়—রক্ষপতি দশস্কন্ধের জয়!

[নেপথ্যে] কপি-সৈন্যগণ। জয়—সর্ব্বশক্তিমান্ রামচন্দ্রের জয়!

সুগ্রীব সহ বিভীষণ উপস্থিত হইলেন।

সুগ্রীব। যুদ্ধ দেখ—যুদ্ধ দেখ, বিভীষণ; স'রে স'রে যাচ্ছ কোথায়? চোখে হাত চাপা দিচ্ছ কেন? যুদ্ধ দেখ--রাম-রাবণের শেষ যুদ্ধ; তোমার অন্তর্জ্বালার শান্তি।

বিভীষণ। সুগ্রীব—সুগ্রীব, এখন আর উপায় আছে?

সুগ্রীব। উপায়! কিসের?

বিভীষণ। আমার অন্তর্জ্বালাটা জ্বেলে রাখ্‌বার? আমার দাদাকে বাঁচাবার?

সুগ্রীব। সে কি, বিভীষণ! তোমারই মন্ত্রণার ফলেই ত আজ রামচন্দ্রের দেবী-প্রসাদ লাভ! তুমিই ত কৌশল ক'রে রাবণের মৃত্যুবাণ পর্য্যন্ত সন্ধান দিয়ে আনালে! আবার—

বিভীষণ। সুগ্রীব, আমি পাষণ্ড; দেখ্‌ছি—তুমি আবার আমা' হ'তেও ঘোর পাষণ্ড। বালী বুঝি মৃত্যু-শয্যাতেও তোমার কাছে একবিন্দু অশ্রু পায় নি? না—থাক তুমি; আমি রামচন্দ্রের পায়ে পড়্‌ব, রাবণের প্রাণ ভিক্ষা করব, দাদার ভাই হব। [গমনোদ্যত হইয়া ফিরিলেন]

সুগ্রীব। ওকি! ফির্‌লে কেন তবে আবার? যাও—প্রভু দয়াময়।

বিভীষণ। না সুগ্রীব, হ'ল না: রাবণের প্রাণভিক্ষা! আমি যত অপরাধই ক'রে থাকি—সুগ্রীব, একদিন রাবণ তা মার্জ্জনা কর্‌লেও কর্‌তে পারে; কিন্তু রাবণের প্রাণভিক্ষা— এ শত্রুতা সে মৃত্যুতেও ভুল্‌বে না, তার সূক্ষ্মদেহ আবছায়ার মত আহারে, বিহারে বিভীষিকা দেখিয়ে আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে। কলঙ্ক যা থাকে আমারই থাক্, আমি রাবণের প্রাণভিক্ষা ক'রে আর ত্রিভুবনবিস্তৃত রাবণ নামটা খর্ব্ব ক'রে দেব না। উপায় নাই—উপায় নাই আর, সুগ্রীব! ঢিল ছুড়ে দিয়েছি উপর দিকে, সে ঘুরে মাথাতেই পড়্‌বে।

রক্ষ-সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] জয়—রক্ষপতি দশস্কন্ধের জয়।

কপি-সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] জয়—সর্ব্বশক্তিমান্ রামচন্দ্রের জয়!

বিভীষণ। [দৃঢ় হইয়া] রাবণ দেখ—রাবণ দেখ, সুগ্রীব! সম্মুখে করাল-কবল মৃত্যু; অচল, অটল, অভ্রভেদী উন্নতশির, স্থির! চতুর্দ্দিকে নৈরাশ্যের নীরব ওষ্ঠ-ভ্রুকুটী; এখনও সেই অগ্নিবৃষ্টি কটাক্ষ, আকাশ-খসান' হুঙ্কার, মহোর্ম্মির স্ফীতি! অন্তরীক্ষে মহাকালের দামামা-নির্ঘোষ —ধ্বংস, ধ্বংস; তবু সেই তাণ্ডব নৃত্য—তারই তালে তাথৈঃ তাথৈঃ! সুগ্রীব, এ রাবণের প্রাণভিক্ষা সাজে? দেখ, দেখ—সুগ্রীব, ললাটে রক্তের তপ্ত নির্ঝরিণী, শ্রান্তি নাই; সর্ব্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ—জর্জ্জর, ভ্রূক্ষেপ নাই; ইন্দ্রিয় নিস্তেজ, হৃদয় দৃঢ়। আমি যা'ই করি, সুগ্রীব; এই রাবণের ভাই আমি—এই আমার চরম মহত্ত্ব। ঐ রামচন্দ্রের হস্তে মৃত্যুবাণ! দেখ সুগ্রীব, রাবণ আরও সোজা; ঐ মৃত্যুবাণ আকাশ-পথে! দেখ সুগ্রীব, রাবণ আরও নির্ভীক, আরও সহাস্য; ঐ বাণ—

[রাবণের বক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র পতিত হওয়ায় কপি-সৈন্যগণের জয়ধ্বনি]

কপি-সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] জয়—সর্ব্বশক্তিমান্ রামচন্দ্রের জয়!

বিভীষণ। দাদা—দাদা—   [আর্ত্তনাদে প্রস্থান।

সুগ্রীব। বিভীষণ—বিভীষণ—

[প্রস্থান।

বাণবিদ্ধ অবসন্ন রাবণ উপস্থিত হইলেন।

রাবণ। অবসান! দশস্কন্ধ, বিংশতি বাহু, শক্তি-অবতার রাবণ-জীবনের অবসান! তেজস্বী যুগের দীপ্ত ঘটনাবৈচিত্র্যময় রাবণ-ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠা! রাম, তুমি মানুষ নও। তোমার হরধনুর্ভঙ্গ, পিতৃসত্য-পালন, চণ্ডাল-আলিঙ্গন, তোমায় ততটা পরিচিত করতে পারে নি; তুমি রাবণের হাত হ'তে মহাশক্তিকে ভুলিয়ে সরিয়ে নিয়েছ—তুমি কখনও মানুষ নও। মার্জ্জনা ক'রো, রাম! যত অপরাধই হোক্—পারবে; তুমি মানুষ নও। মার্জ্জনা ক'রো, সীতা! তুমি এই রামের সহধর্ম্মিণী—মহাসতী। পৃথিবি! পৃথিবি। পা-দু'খানা আর ধ'রে রাখ্তে চাচ্ছ না কেন, মা? আমি শক্তিহারা হয়েছি ব'লে? আমায় অস্তোন্মুখ দেখে? ওকি! অত কাঁপিয়ে দিচ্ছ কেন? অমনধারা অসাড়, অবশ, ছুড়ে ফেলে দিচ্ছ কেন? দাঁড়াতে দেবে না আর? না দাও, শোবার মত একটু স্থান ত দিতে হবে! তাই দাও—[পতনোদ্যত]

বিভীষণ ছুটিয়া আসিলেন।

বিভীষণ। [রাবণকে ক্ষিপ্রহস্তে ধরিয়া] মার্জ্জনা ক'রে যাও—

রাবণ। বিভীষণ—

বিভীষণ। [সরোদনে] কুলাঙ্গার—

রাবণ। [ক্ষণেক বিভীষণের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া সস্নেহে] না—না, কুল-পাবন তুই। বিভীষণ, লক্ষ পুত্রের পিতা বিশাল-কুলপতি রাবণ আজ নিঃসহায়, একাকী, অনাথ, চোরের মত পৃথিবীর

কোলে মুখ লুকিয়ে চুপে চুপে বড় দুঃখে মর্‌তে যাচ্ছিল ; তুই ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে তার নীরব বেদনা-জড়িত অন্ধকার, মুমূর্ষু হাস্য-মুখর উজ্জ্বল ক'রে দিলি ! তুই যা'ই ক'রে থাক্—বিভীষণ, আমি বংশহীন—নিঃসহায়—অনাথ নই, আমার এখনও পরমাত্মীয় বংশধর ভাই বর্ত্তমান এই এক মুহূর্ত্তের একটী উপকারে ; মুক্তকণ্ঠে আমার কুলপাবন তুই। তোকে মার্জ্জনা কর্‌ব কি ? তুই বর নে।

বিভীষণ। বর দেবে ? বর দেবে ? দাও—আমার অভিশাপভরা অমরত্ব ঘুচে যাক্, আমার ধর্ম্মের অভিমান নীল-ধূমাচ্ছন্ন রৌরবে যাক্, আমি একটা দিনের জন্য রাক্ষস হই।

রাবণ। না বিভীষণ, তুই ঋষিই থাক্। বিভীষণ, নিকষার গর্ভে বিশ্বশ্রবা ঋষির ঔরসে আমাদের তিনজনের জন্ম ; দুর্ভাগ্য আমাদের রাবণ-কুম্ভকর্ণের—ঋষির অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অসীম ঔদার্য্য সহিষ্ণুতা পেয়েও—জানি না কার অভিশাপে মাতুলকুলস্বভাবী হলাম, ঢাকা গেল আমাদের সমস্ত ব্রহ্মণ্যজ্যোতিঃ—সকল শ্রেষ্ঠত্ব। বিভীষণ, একমাত্র তুই শুদ্ধ পিতৃবীর্য্যের পরিচায়ক। তুইও যদি রাক্ষস হোস—তোর মধ্যেও যদি ধর্ম্মনীতি না থাকে—তোরও যদি এইরকম কামপ্রলুব্ধ কালের কুঠারাহত অনুতপ্ত মৃত্যু হয়, ঋষি বিশ্বশ্রবার নামগন্ধ থাকে না—আমাদের স্বর্গাদপি মাতৃ-চরিত্রে কলঙ্ক পড়ে ; তুই ঋষিই থাক্।

বিভীষণ। দাদা—দাদা [উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন।]

রাবণ। ভাই—ভাই—[সস্নেহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।]

লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলেন।

লক্ষ্মণ। প্রভু আমায় তোমার কাছে পাঠালেন, রাবণ !

রাবণ। রামচন্দ্র! কেন লক্ষ্মণ, এ সময়ে আবার স্মরণ? সীতার উদ্ধার ত হয়েছে।

লক্ষ্মণ। সেজন্য নয়, রাজা; প্রভু তোমার কাছে রাজনীতি শিক্ষা কর্‌তে চান্।

রাবণ। আমার কাছে!

লক্ষ্মণ। হাঁ রাজা! তিনি বল্‌লেন—তাঁকে অযোধ্যায় গিয়েই রাজ্যভার নিতে হবে, তুমি বহুদিন পৃথিবী শাসন করেছ, রাজনীতি-শাস্ত্রে তুমি সুপণ্ডিত; তোমার সাহায্য একটু তাঁর প্রয়োজন।

রাবণ। আমিও সেজন্য বল্‌ছি না, লক্ষ্মণ! আমি বিস্মিত হচ্ছি—আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রী-অপহারী পরম শত্রু—এ হ'তে শত্রুতা আর জগতে হয় না; সেই আমি—আমার কাছে শিক্ষা!

লক্ষ্মণ। সে বিষয়ে তিনি বিচার কর্‌লেন—চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, এক আধারে সকল গুণ হয় না। রাবণ জ্ঞানের পারাবার, রাজকুলের আদর্শ, মহাশক্তির বরপুত্র, নীতির অবতার; যদিও আজ রাক্ষস-স্বভাবে সীতা-হরণ করেছে, তা ব'লে সে ঘৃণ্য নয়। ভ্রম ব্রহ্মারও হ'য়ে গেছে; কিন্তু তাঁর বেদের কাছে মাথা নোয়াতেই হবে।

রাবণ। [উদ্দেশে] রাম! আবার বলি—তুমি মানুষ নও। তুমি মুহূর্ত্তে এমন শত্রুতা ভুলে যাও, শত্রুরও শতমুখে প্রশংসা কর, কুস্থান হ'তে কাঞ্চন তুলে নাও; তুমি মানুষ নও।

লক্ষ্মণ। কি ভাব্‌ছ, রাজা? রামচন্দ্রের আর তোমার সঙ্গে কোন শত্রুতা নাই; এখন যদি সম্মতি হয়—

রাবণ। সম্মতি! লক্ষ্মণ, সম্মতি কি—এ আমার সুযোগ; আমি জগতের একটা অমূল্য রত্ন নিয়ে রাখ্‌বার লোক অভাবে সদুঃখে মাটী-চাপা দিয়ে রেখে যাচ্ছিলাম; লোক পেলাম—লোকের মত।

সম্মতি নয়—লক্ষ্মণ, তুমি আমার নিবেদন জানাও গে—আমার ত আর যাবার সামর্থ্য নাই তাঁর কাছে—সময় আমার সংক্ষেপ; তিনি যদি এ সময়ে আমার মাথার কাছে এসে বসেন, আমি অকপটে আমার ভাণ্ডারের দুয়ার খুলে দিই।

লক্ষ্মণ। আচ্ছা, তাই হবে, রাজা! [গমনোদ্যত]

রাবণ। স্নান ক'রে আস্‌তে ব'লো, লক্ষ্মণ!

[লক্ষ্মণ সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিভীষণ, অনুশোচনা কিসের, ভাই? এ আমার মৃত্যু নয়—মৃত্যুময় জীবনের মহা-অমরতা। চ'—আমায় ঐ দোদুল সমুদ্রের স্নিগ্ধ হিল্লোলের অতি সংলগ্নে নিয়ে চ'; যতক্ষণ পারিস্—আমায় বাঁচিয়ে রাখ্, আমি তোদের জগতের প্রভু রামচন্দ্রকে শিষ্য ক'রে যাই রাজনীতির; যার বলে ভবিষ্যৎ-যুগে নাম-সংকীর্ত্তন হবে তার—রাম-রাজ্য।

[রাবণকে ধরিয়া বিভীষণের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ

ভরত দাঁড়াইয়াছিলেন. শত্রুঘ্ন পাদুকা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

শত্রুঘ্ন। দাদা, পাদুকা ধর, রাজসভায় চল।

ভরত। তুই যা, তুই যা—শত্রুঘ্ন, এইবার আমার হ'য়ে; এইবার তোর পালা।

শত্রুঘ্ন। আমার প্রতি ত এ ভার নাই, দাদা!

ভরত। আমার সঙ্গেও আর কথা নাই, শত্রুঘ্ন; আমার কাজ শেষ—চতুর্দ্দশ বৎসর উত্তীর্ণ।

শত্রুঘ্ন। চতুর্দ্দশ বৎসর ত এই সবে উত্তীর্ণ; এর মধ্যে এত বিচলিত হওয়া কি উচিত?

ভরত। বিচলিত মানুষে সাধ ক'রে হয় না—শত্রুঘ্ন, বিচলিত ক'রে দেয় নৈরাশ্য। দাদা আর আস্বে না—আমাদের দাদা নাই।

শত্রুঘ্ন। দাদা নাই! কেন, দাদা? রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ ব'লে? রাবণ যদি হয় শক্তির বরপুত্র, দাদাও জেনো মহাশক্তির প্রসব-করা।

ভরত। তাই জান্‌তুম—শত্রুঘ্ন, রামচন্দ্র বলের অবতার—মৃত্যুঞ্জয়ের আরাধ্য—উদ্দেশ্য রাজ্যের অদ্ভুত প্রেরণা, সেই সাহসে বুক বেঁধেই এতদিন আমি নিশ্চিন্ত চুপ হ'য়ে ছিলুম; কিন্তু—কিন্তু শত্রুঘ্ন, আমার বুক ভেঙে গেছে—আমি আবার স্বপ্ন দেখেছি, ভাই!

শত্রুঘ্ন। স্বপ্ন দেখেছ! কি স্বপ্ন দেখেছ, দাদা?

ভরত। ভীষণ স্বপ্ন, শত্রুঘ্ন! আকাশব্যাপী হাহাকার, সৃষ্টি-প্লাবী অশ্রুর বন্যা; আর তার মাঝে জনক-নন্দিনী দেবী সীতা—আমাদের সান্ত্বনাদায়িনী চির-হাস্যময়ী মা আলুথালু, উন্মাদিনী, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। শত্রুঘ্ন—ভাই, দাদা নাই।

শত্রুঘ্ন। স্বপ্ন—স্বপ্ন, দাদা! অস্থির-চিন্তার মূর্ত্তিহীন আবছায়া, অলীক—মিথ্যা।

ভরত। না শত্রুঘ্ন, তত দুর্ব্বল কঙ্কালসার পীড়িত চিন্তা আমার নয়। স্বপ্নের আকারে—স্বপ্নের পরিচ্ছদে যখন যা দেখেছি আমি, স্বপ্ন নয়—সব সত্যের প্রত্যক্ষ সজীবমূর্ত্তি। মনে আছে শত্রুঘ্ন, মাতুলালয়ে আমার সেই স্বপ্ন-দেখাটা? স্বপ্ন দেখেছিলুম, সেটা?

এও তাই; আমি ঠিক সেই দর্পণেই দেখ্‌লুম—ভাই, আমাদের সেই মা—সেই মুখ—সেই সব; যদিও সে চোখে অশ্রু আমি কখনও দেখি নি, তবু তার টব্‌টবে ভরাট্ ফোঁটা দেখে আমি বেশ চিন্‌তে পার্‌লুম—এ আমাদেরই অযোধ্যা-ডোবান' উন্মত্ত সৃষ্টি। দাদা আর আস্‌বে না, শত্রুঘ্ন! নৈবেদ্য, ঘট, প্রতিমা সব একসঙ্গে বিসর্জ্জন হ'য়ে গেছে। এখনও রাজ্য রাখ্‌বার ইচ্ছা হচ্ছে তোর?

শত্রুঘ্ন। না দাদা; নৈবেদ্য, ঘট, প্রতিমা সবই যদি বিসর্জ্জন হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে আর মিছে বিল্বতলে বেদী নির্ম্মাণ ক'রে ধূপ জ্বেলে ব'সে থেকে কি হবে? তবে—

ভরত। তবে! চর পাঠিয়ে জান্‌বি? শত্রুঘ্ন, আমার হৃদয়ের চেয়ে রাম-সীতার প্রতি পদচিহ্নের নিগূঢ় সংবাদ এনে দেওয়া গুপ্তচর এ অযোধ্যায় কেউ নাই।

শত্রুঘ্ন। তা জানি, দাদা; তবে আমিও যে তোমার সেবা ক'রে ঐ রাম-সীতার সংবাদ রাখা হৃদয়টার অনেকটা পেয়েছি, দাদা! আমিও যে তাই দিয়েই দেখ্‌ছি—রাম-সীতা দিব্যরথে, দিব্যদেহে অযোধ্যা ধন্য কর্‌তে উধাও হ'য়ে আস্‌ছেন।

ভরত। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবেগভরে] দেখ্‌ছিস? দেখ্‌ছিস, শত্রুঘ্ন? রাম-সীতা আস্‌ছে? অযোধ্যা ধন্য কর্‌তে? তোর ঐ অবাধ-হৃদয়ের মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে? শত্রুঘ্ন, আমি তোর দেখাটাও উড়িয়ে দিতে পার্‌ছি না। জানি, তোর হৃদয় আমা' হ'তেও রাম-সীতাগত; তবে—তবে আমায় একবার দাঁড়্ করিয়ে দিতে পারিস্—শত্রুঘ্ন, তোর ঐ দেশাগমন-দেখা হৃদয়টার পাশে? আমার সন্দেহ মেটে! আমি প্রত্যক্ষ দেখি! আমি মহানন্দে মিথ্যাবাদী হই!

বশিষ্ঠ উপস্থিত হইলেন।

বশিষ্ঠ। না ভরত, তোমাদের কেউ মিথ্যাবাদী নও. তোমার স্বপ্নও সত্য—শত্রুঘ্নের অনুমানও যথার্থ।

ভরত। গুরুদেব! এ আবার কী অদ্ভুত সান্ত্বনা আপনার! দেবী অগ্নিকুণ্ডে—অথচ তাঁদের দেশাগমন!

বশিষ্ঠ। হাঁ ভরত; আমার সান্ত্বনা অদ্ভুত নয়, রাম-সীতার যা-কিছু সবই অদ্ভুত, অলৌকিক, ধারণাতীত। ভরত, রাবণ নিহত, তার গৃহ হ'তে সীতার উদ্ধার ক'রে রামচন্দ্র সর্ব্ব-সমক্ষে সীতার অগ্নিপরীক্ষা করেছেন।

ভরত। পরীক্ষা! সীতার! কেন গুরু?

বশিষ্ঠ। দশ মাস কাল পরগৃহে অরক্ষিত বাস করেছেন—

ভরত। [সক্রোধ-অভিমানে] গুরুদেব! এ পরীক্ষাটা কাদের সমক্ষে হয়েছিল? তারা কি সবাই বোবা? তাদের মধ্যে একজনেরও কি মুখ ফোটে নি? সীতার আবার পরীক্ষা কি! সীতা যে ব্রহ্মাণ্ডের মা! সীতা যে অযোনি-সম্ভবা—কামপথেরই নয়! লক্ষ্মণ ছিল না গুরুদেব, সেখানে? কি করছিল সে—সে সময়? সেও সহ্য করছিল দাঁড়িয়ে আমাদের মহাসতী মাতৃ-চরিত্রে সন্দেহ করা—এই হীন পরীক্ষার অমর্য্যাদা? তার হাতের গাণ্ডীব কেঁপে ওঠে নি? সে এই মাতৃ-পরীক্ষা-দেখা ব্রহ্মাণ্ডটার চোখ উপ্‌ড়ে নিতে উল্কা ছোটে নি?

বশিষ্ঠ। স্থির হও, ভরত! আমাদের মায়ের তাতে অমর্য্যাদা হয় নি, বরং সে মাতৃ-চরিত্র আরও উজ্জ্বল রংএ চিত্রিত হয়েছে। তুমি দেখ নি, ভরত; আমি দেখেছি এইখান হ'তেই অন্তর্দৃষ্টিতে; সে কী দৃশ্য! সর্ব্বভুক মহাগ্নি—শান্ত, শীতল, মূর্ত্তিমান্‌, কৃতাঞ্জলিপুট; তার

পবিত্র কোলে পুষ্প-শয্যায় স্বর্ণ-প্রতিমা দেবী সীতা, ললাটে উজ্জ্বল সিন্দুররেখা, কণ্ঠে অম্লান পঙ্কজমালা, স্বামী-অনুসন্ধিৎসু সহাস্যদৃষ্টি, সমুদ্র-মন্থনে ওঠা সাক্ষাৎ কমলা! চতুর্দ্দিকে মূর্ত্তিমান্ দেবতা-সিদ্ধ-গণের আশীর্ব্বাদ, অন্তরীক্ষে দিব্যাঙ্গনাদের হুলুধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি! সে কী দৃশ্য! সে আমার এই ঋষি-নেত্রেরও চরম সার্থকতা!

সুমন্ত্র উপস্থিত হইল।

সুমন্ত্র। [আনন্দে উচ্চকণ্ঠে] প্রভু আস্‌ছেন—প্রভু আস্‌ছেন! কে কোথায় তোমরা—প্রভু আস্‌ছেন আমাদের! মাকে নিয়ে—লক্ষ্মণ সঙ্গে—

ভরত। সুমন্ত্র, কোথায় শুনলে সুমন্ত্র, প্রভু আস্‌ছেন? কার কাছে শুনলে, সুমন্ত্র?

সুমন্ত্র। শুধু শোনাকথা নয়—শুনলুম ত পরে; আমি চোখেও দেখে আস্‌ছি—অযোধ্যার মরা গাছগুলো সব গজিয়ে উঠ্‌ছে, মরা নদী সব ফুঁপিয়ে ফুলে উঠ্‌ছে, পথের মরা ধুলোগুলো—তারাও যেন পদচিহ্ন রাখ্‌ব ব'লে বেশ একরকম তাজা হ'য়ে উঠ্‌ছে! প্রভু আস্‌ছেন—প্রভু আস্‌ছেন! কাল তিনি ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে অতিথি হ'য়ে আছেন, তাঁর চর উপস্থিত সংবাদ নিয়ে।

ভরত। চর! প্রভুর! কোথায়—কোথায়, সুমন্ত্র?

সুমন্ত্র। রাজসভার দুয়ারে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ সব প্রত্যক্ষ নিশানাগুলো দেখ্‌ছিলুম, কাঁদ্‌ছিলুম, হাস্‌ছিলুম, অমনি দেখি—তিনি সশরীরে; আর যায় কোথা—প্রভু আস্‌ছেন!

ভরত। শত্রুঘ্ন, অপেক্ষা কর্, ভাই! গুরুদেব—

[বশিষ্ঠ ইঙ্গিতে অনুমতি দিলেন, ভরত প্রস্থান করিলেন।

সুমন্ত্র। ঋষি-ঠাকুর, আমারও একটা প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে হবে

তোমায় ; দোহাই, না কর্‌লে ছাড়্‌ব না। তুমি সকলের ইচ্ছা পূর্ণ কর—কর্‌তেও পার—ক্ষমতাও আছে, সিদ্ধপুরুষ তুমি, যা বল তাই হয়—যা কর তাই সাজে।

বশিষ্ঠ। কি কর্‌তে হবে সুমন্ত্র, আমায়—শুনি তোমার ইচ্ছা ?

সুমন্ত্র। আমার ইচ্ছা ? আমার ইচ্ছা—যেথায় থাকুন, আজ একবার মহারাজ দশরথকে আমাদের এনে দাও এইখানে - এই সময়, একটীবার। বড় যন্ত্রণায় তাঁর প্রাণ বেরিয়েছে, ঋষি ! তিনি দেখুন তাঁর রাম-সীতা ফিরে-আসা ; বিদায় দিয়ে গেছেন—একবার কোলে ক'রে যান্।

বশিষ্ঠ। তোমার ইচ্ছা বহু পূর্ব্বেই পূর্ণ হ'য়ে গেছে, সুমন্ত্র ! রাবণ নিধন, আর সীতা দেবীর অগ্নি-পরীক্ষার পরই তোমাদের মহারাজ দিব্য মূর্ত্তিতে দেবতাদের সঙ্গে রণস্থলে আবির্ভূত হ'য়ে তাঁর রাম-সীতার শিরশ্চুম্বন ক'রে গেছেন।

ভরত পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

ভরত। শত্রুঘ্ন, সেই মারুতি ! গন্ধমাদন নিয়ে গিয়েছিল—সে-ই সংবাদ নিয়ে এসেছে ; অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিয়ে এলুম মায়েদের কাছে। সত্য ভাই, প্রভু মহর্ষি ভরদ্বাজ-আশ্রমে অবস্থান কর্‌ছেন। আমাদের যেতে হবে এখনই সমস্ত অযোধ্যাকে নিয়ে। প্রভু আস্‌ছেন—প্রভু রামচন্দ্র আস্‌ছেন আমাদের।

সুমন্ত্র। আমি তা হ'লে রথখানা সাজিয়ে নিই গে—কেমন ?

ভরত। রথ আর সাজাতে হবে না, সুমন্ত্র ; তুমি নগর সাজাবার বন্দোবস্ত কর গে।

সুমন্ত্র। কেন, নগর সাজাবার আর কি কেউ নাই ? ও কাজ আমার নয় ; আমি আজ আমার রথ সাজাব মনের মত ক'রে।

ভরত। রথের প্রয়োজন নাই. সুমন্ত্র; প্রভু কুবেরের রথে আস্‌ছেন।

সুমন্ত্র। কি! কুবেরের রথে আস্‌ছেন প্রভু। কে কুবের? কত মূল্যবান্ রথ তার? আমি যে বেঁচে আছি জোর ক'রে এই চৌদ্দ বছর, যে রথে ক'রে প্রভুদের আমি বনবাস দিয়ে এসেছি, সেই রথে ক'রে আবার অযোধ্যা ফিরিয়ে এনে দিয়ে তবে মর্‌ব; আমার এ রথের চেয়েও কুবেরের রথ! তা হবে না, কুমার! শুন্‌ব না আজ তোমার কথা, আমি রথ নিয়ে যাবই; দেখ্‌ব—আমার রথ প্রভুর যোগ্য বটে কি না! তিনি কুবেরের রত্নরথ ফেলে আমার এই কাষ্ঠরথে ওঠেন কি না! আমি রথই সাজাব. কুমার; তোমার অযোধ্যা সাজাতে অন্য কা'কেও ভার দাও গে।

কৈকেয়ী উপস্থিত হইলেন।

কৈকেয়ী। অযোধ্যা সাজাবার ভার আর কা'কেও দিতে হবে না তোমাদের, সুমন্ত্র! অযোধ্যা সাজান' বোধ হয় এতক্ষণ শেষ।

ভরত। [সবিস্ময়ে] মা!

কৈকেয়ী। হাঁ ভরত; আমার রাম-সীতার আগমন উপলক্ষ্যে আমি নিজে আজ অযোধ্যা সাজাবার সঙ্কল্প কর্‌ছিলাম—কি ভাবে সাজাব, কি দিয়ে সাজালে রামের রাজসম্মান, অথচ পুত্রের শুভ-কল্যাণ সমভাবেই পূর্ণ হয়, তার জন্য মনে মনে দেব বিশ্বকর্ম্মার ধ্যান কর্‌ছিলাম; চোখ চাইতেই দেখি, প্রভু সম্মুখে প্রসন্ন, হাস্যময়, বরদ মূর্ত্তিতে। আমি তাঁকে আমার প্রাণের অব্যক্ত কামনা এই ব্যাকুল চক্ষু দিয়ে নিবেদন করেছি; তোমাদের অযোধ্যা সাজানো শেষ। শুধু তাই নয়, দেবালয় সমূহেও দেব-দেবীরা স্বয়ং আবির্ভূত হ'য়ে নিজেদের পূজার বন্দোবস্ত নিজেরাই

কর্‌ছেন ; সেদিক্ দিয়েও তোমাদের দেখ্‌তে হবে না কিছু। তুমি তোমার রথই সাজাও গে, সুমন্ত্র।

সুমন্ত্র। তোমার বিশ্বকর্ম্মা কোথায়, মা? আমার রথখানা সাজিয়ে দেয় না? ডাক্‌ব একবার? ঐ রকম ধ্যান ক'রে? আস্‌বে না সে? [চিন্তা করিয়া] না, না এলেই বা কি হবে? পার্‌বে না, আজকের আমার রথ সাজানো বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্ম নয়, কুবেরের রথকে হঠাতে হবে ; সে রথ ত ঐ বিশ্বকর্ম্মারই তৈরী? তার কারিকরি তা হ'লে ঐ পর্য্যন্ত। আমার রথ আজ সাজাতে হবে আমাকেই—প্রাণের ভিতর হ'তে পদ্ম ফুটিয়ে, অশ্রুজলে চিত্র লিখে।

[প্রস্থান।

ভরত। শত্রুঘ্ন, পাদুকা দাও. আমি মাথায় ক'রে নিয়ে যাব ; খুলে এনেছি, পায়ে পরিয়ে নিয়ে আস্‌ব।

ভরত পাদুকা মস্তকে লইলেন, শত্রুঘ্ন ছত্র ধরিলেন, গীতকণ্ঠে অযোধ্যাবাসিগণ উপস্থিত হইল।

অযোধ্যাবাসিগণ।—

গীত।

চল রাম আনিতে, চল রাম আনিতে।
গলবস্ত্র সজল আঁখি যোড়পাণিতে।
ঘুচে গেছে অভিশাপ কেটে গেছে কুয়াশা,
চল রে মিটাই আজ মরুভূর পিয়াসা ;
নব-জলধর তলে
রাখি শির কুতূহলে.
মাখি সে বিজলী হাসি প্রাণখানিতে।

[কৈকেয়ী ও বশিষ্ঠ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৈকেয়ী। গুরুদেব!

বশিষ্ঠ। কেন, মা?

কৈকেয়ী। [নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন]

বশিষ্ঠ। ওকি মা! নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে কেন? তোমার দীপ্ত দৃষ্টি অমন সঙ্কুচিত, নত কেন? চির-গম্ভীর মুখমণ্ডল অমনধারা বিষণ্ণ, শুষ্ক কেন? আজ চতুর্দ্দশ বৎসর পরে তোমার রাম আস্‌ছে, রাম-জননি; কিসের ছায়া পড়্‌ল মা, তোমার অকলঙ্ক হৃদয়ে—তুমি মুহুর্মুহুঃ শিহরিতা? বল মা, কি বল্‌ছিলে?

কৈকেয়ী। গুরুদেব, আত্মহত্যা কি মহাপাপ?

বশিষ্ঠ। অকস্মাৎ এ প্রসঙ্গের কারণ কি, মা?

কৈকেয়ী। আজ আমার মর্‌তে ইচ্ছা হচ্চে, গুরুদেব, এই সময়—রাম না আস্‌তে আস্‌তে।

বশিষ্ঠ। ও—বুঝেছি মা! তোমার আশঙ্কা—পাছে রামচন্দ্র এসে তোমায় ক্রুদ্ধ, বক্র, ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন—না? ভয় নাই, মা! একে রামচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র, তার ওপর তুমি তাঁকে যে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলে, তিনি এই চতুর্দ্দশ বৎসর ক্রমাগত ঋষি-সঙ্গ ক'রে প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ নির্ণয় কর্‌তে শিখেছেন। তিনি বেশ বুঝেছেন—রাজ্যাভিষেকের প্রাক্কালে তোমার বনবাস দেওয়ার কারণ রাবণের কাছে রাজনীতি শিক্ষা কর্‌তে গিয়েই স্থিরচক্ষে। সে নীতি তিনি অযোধ্যায় থেকে পেতেন না, সে নীতি এ ত্রিকালজ্ঞ বশিষ্ঠেরও অজ্ঞাত; রাবণই তার একমাত্র জন্মদাতা—আর সেই রাবণ-সমীপে রামচন্দ্রকে প্রেরণ করেছ তুমি; তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় মঙ্গলময়ী ব'লে চিনেছেন—অযোধ্যায় এসে আগে তোমার পায়েই লুটিয়ে পড়্‌বেন। নির্ভয়—শান্ত হও, মা তুমি।

কৈকেয়ী। তাই হ'লাম গুরুদেব - আপনার ঐ সিদ্ধ, সত্য, অভয়-

আশ্বাসবাণীর মুখ চেয়ে উপস্থিতের মত ; তবে মার্জ্জনা কর্‌বেন—প্রভু, প্রস্তুতও রইলাম আমি। যে মুহূর্ত্তে দেখ্‌ব—ও পবিত্র ঋষি-বাক্যের ঈষৎ ব্যতিক্রম, দেখ্‌বেন—কৈকেয়ীর ব্যথিত আত্মা জগতের পরপারে। হোক্ আত্মহত্যা মহাপাপ ; আত্মহত্যা নৈরাশ্যময় জীবনের মহামুক্তি। আমি মর্‌ব তদ্দণ্ডেই ; রামচন্দ্রের দুর্ব্ব্যবহারে তার ওপর অভিমান ক'রে নয়, মর্‌ব—আমার সব পণ্ডশ্রম হ'ল, রাজা তৈরী করা হ'ল না ব'লে।

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। তোমার শ্রম সার্থক, দেবি ! তোমার রাজা সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ; তুমি ধন্যা !

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা-পথ

গীতকণ্ঠে পতাকা-হস্তে উৎসব-নিরত
অযোধ্যাবাসিগণ যাইতেছিল।

গীত।

জয় জয় প্রভু রামচন্দ্র জয় মা জনক-নন্দিনী।
জয় জগদীশ জগন্নাথ জয় মা জগ-বন্দিনী।
আজ আমাদের সিদ্ধ তপ, আজ আমাদের স্বর্গবাস,
আজ আমরা রামসীতার পুত্র প্রজা মিত্র দাস;
গাও অযোধ্যা রাম-আগমন
মঙ্গলময় নব-জাগরণ,
গাও রে বিশ্ব পরমা-কাহিনী অমৃত নিস্যন্দিনী

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা-রাজসভা

বশিষ্ঠ, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব, বিভীষণ, মারুতি, সামন্ত-রাজগণ ও সুমন্ত্র।

বশিষ্ঠ। বৎস রামচন্দ্র! রাজনীতি-বিষয়ক কোন 'প্রসঙ্গে তোমায় সতর্ক ক'রে দেবার আবশ্যক দেখি না; তুমি রাবণ-শিষ্য—আজ আমা' হ'তেও নীতিজ্ঞ। এখন সভায় সকলেই উপস্থিত লঙ্কাপতি বিভীষণ, কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব, করদ, মিত্র অযোধ্যার প্রিয় সমস্ত রাজন্যবর্গ—সকলেই তোমার রাজ্যাভিষেক দর্শনে সমুৎসুক, সময়ও শুভ; লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবীকে বামভাগে নিয়ে অযোধ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত কর, বৎস!

[রাম ও সীতা বশিষ্ঠের পদধূলি লইলেন]

রাম। পিতা! [উদ্দেশে প্রণাম করিলেন] ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, তোমাদের বার বার আলিঙ্গন ক'রেও আমার আশা মেটে নি—মিট্‌বে না—মেট্‌বার নয়। আমার হিংসা হয়েছে—ভাই, তোমাদের এই জ্যেষ্ঠগত কনিষ্ঠ-জন্মের ওপর। মিত্র বিভীষণ, সখা সুগ্রীব, তোমাদের ঋণ শত জন্মেও পরিশোধ হবার নয়, আমার জন্য তোমরা পুত্র, ভ্রাতা, সর্ব্বত্যাগী; তোমরাও আলিঙ্গনের নও—তোমরা শুদ্ধ স্মৃতির। বৎস পবন-নন্দন, তোমায় আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—তোমার এই পবিত্র দাস্যভাব ঈশ্বর-প্রাপ্তির নূতন পন্থারূপে জগতে পরিব্যাপ্ত হোক্। সামন্ত রাজগণ, তোমরা

রাজপূজা এনেছ—আমার রাজ্যাভিষেকে? আমি তোমাদের রাজা নই; ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ আমার যে বস্তু—তোমরাও আমার তাই। সুমন্ত্র, তুমি পিতার সারথি ছিলে; আজ আমার পিতৃ-স্থানীয়—মন্ত্রী।

বশিষ্ঠ। এস, অযোধ্যার রাজারাণি, অযোধ্যার সিংহাসনে। [সিংহাসনে রাম ও সীতাকে বসাইলেন] বিভীষণ, তুমি মস্তকে রাজমুকুট দাও; সুগ্রীব, তুমি হস্তে রাজদণ্ড দাও।

বিভীষণ। সুগ্রীব, আমরা সর্ব্বত্যাগী—না স্বর্গভোগী? এ মহৎ সম্মান আমাদের! [মুকুট পরাইয়া দিলেন]

সুগ্রীব। ঋষি বশিষ্ঠ, আপনি সূর্য্য-বংশের গুরু যথার্থই; আপনাকে শতকোটী প্রণাম। [হস্তে রাজদণ্ড দিলেন]

বশিষ্ঠ। জয় দাও রাজন্যবৃন্দ!

সামন্ত-রাজগণ। জয়—সসাগরা ধরণীশ্বর রামচন্দ্রের জয়!

বশিষ্ঠ। [মস্তকে অভিষেক-বারি ঢালিয়া] মা মহাশক্তি! তোমার সর্ব্বব্যাপিনী ছায়াতলে ঋষি বশিষ্ঠের এই যুগল-বিগ্রহ স্থাপনা।

গীতকণ্ঠে অযোধ্যাবাসিগণ উপস্থিত হইল।

অযোধ্যাবাসিগণ।—

গীত।

জয় জয় প্রভু রামচন্দ্র জয় মা জনক-নন্দিনী।
জয় জগদীশ জগন্নাথ জয় মা জগ-বন্দিনী।
আজ আমাদের মুক্ত কণ্ঠ, স্নিগ্ধ বক্ষ, শান্ত প্রাণ,
তৃপ্ত শ্রবণ, ধন্য আঁখি, জন্ম-মরণে পরিত্রাণ,
ঝঙ্কারে ঐ সুদূরের সাড়া—
সুন্দর আজ সংসার-কারা,
বন্ধন-ভয় ভঞ্জন যারা—তারাই বন্দি-বন্দিনী।

কৈকেয়ী উপস্থিত হইলেন।

কৈকেয়ী। [উচ্চকণ্ঠে] অযোধ্যা—

[রাম-সীতা সিংহাসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন।]

রাম। মা—মা! কোন্ রসনায় আমি তোমায় মা সম্বোধন করি, মা? কোন্ মন্ত্রে প্রণাম করলে তোমার মাতৃ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, মা? তোমার পরিচয়েই আজ আমি ভরত-শত্রুঘ্ন ভাই পেয়েছি, তোমার করুণায় আমি বিভীষণ-সুগ্রীব বন্ধু পেয়েছি, তোমার অনুগ্রহে আমি দশানন রাবণকে রাজনীতির গুরু পেয়েছি। দাঁড়াও তুমি মঙ্গলময়ি, বরদহস্তে আশীর্ব্বাদের পসরা ধ'রে অযোধ্যার চূড়ায়, শোন—আমরা পুত্রকন্যার রসনায় ডাকি—শুধু মা বলে; নাও আমাদের অব্যক্ত অন্তরের নীরব প্রণাম। [রাম ও সীতা প্রণাম করিলেন]

কৈকেয়ী। [রাম ও সীতাকে আদরভরে তুলিয়া সিংহাসনে বসাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন] অযোধ্যা! আমি তোমাদের রাজা দিলাম, আমি তোমাদের রাজা দিলাম; ঔদার্য্যে—চণ্ডাল বন্ধু, বলে—রাবণ-বিজয়ী, ত্যাগে—জটাধারী সন্ন্যাসী; আমি তোমাদের রাজা দিলাম—রাজার মত রাজা—রাম-রাজা।

[যবনিকা পতন।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক

বিরজাসুর নট ও নাট্যকার শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যভারতী ও নটবাণীতে অভিনীত হইতেছে। অধর্ম্ম ও অলক্ষ্মীর ছলনায় বণিকরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে অধর্ম্মের যুদ্ধ, অধর্ম্মের পরাজয়, চিত্রসেন কর্ত্তৃক অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দান, কূট-কৌশলী রাজমন্ত্রী দুর্জ্জয় সিংহের চক্রান্তে অধর্ম্ম কর্ত্তৃক রাজকন্যা হরণ, সেনা-পতি সমর সিংহের বাধাদান ও গুপ্তঘাতকের ছুরিকায় আহত, অরুণ সিংহের দেশপ্রেম, চিত্রাসুর কর্ত্তৃক রাজকন্যা নির্য্যাতন, অসুর-মহিষী চন্দ্রাবতী কর্ত্তৃক রাজকন্যা উদ্ধার, বিরজাসুর কর্ত্তৃক বণিকরাণীর নির্য্যাতন, বণিকরাণীর গর্ভে দেবী দুর্গার জন্ম, বিরজাসুরসহ যুদ্ধ, বিরজাসুর বধ। মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা।

"দস্যুকন্যা" "রঘু-ডাকাত"-খ্যাত সুতীক্ষ্ণ সংলাপী নাট্যকার শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন নাটক।·মণিপুর—স্বাধীন মণিপুর।···সিংহাসনের অধিকারী দুটি রাজভ্রাতা—কল্যাণবর্মা আর অনঙ্গবর্মা—যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল—অভিন্নহৃদয়। বিদেশী শাসক ও লুণ্ঠকের শ্যেন দৃষ্টি স্বাধীন মণিপুরের ওপর। দুটিভাইয়ের শৌর্যবীর্যে বারবার ব্যর্থ হয়ে যায় মগরাজ মংবার আক্রমণ। তবু মণিপুরের সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশে ঘনালো অকাল দুর্যোগের কালো মেঘ। আসন্ন হয়ে উঠলো রাষ্ট্রবিপ্লব। শত্রু হয়ে উঠতে চাইল সেই অভিন্ন-মন দুটি রাজভ্রাতা।··কিন্তু কেন? এ কার চক্রান্তের ফল?···দস্যুরাজ মংবা? বিক্ষুব্ধ তান্ত্রিক রুদ্রাচার্য্য? ভিন্‌দেশী অর্থপিশাচ বাণিয়া শেঠ ধরমদাস? চীনা রেশম ব্যবসায়ী ওয়াং হো? বহুরূপী উড়িয়া গুণধর? নিপীড়িত ব্রাহ্মণ-কবি বিনায়ক? প্রতিহিংসাপরায়ণা কবিজায়া করুণা? অথবা—মগরাজকন্যা মেয়ে বোম্বেটে বিচিত্র-স্বভাব আ-পিন্?···বিপ্লবী নাট্যকারের নবতম রচনা এই নাটক। মূল্য ২'৫০ টাকা।

রঘু ডাকাত শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। বছরের পর বছর অনাবৃষ্টির ফলে দেশ জুড়ে হ'লো অজন্মা—গরীব চাষীসম্প্রদায়ের হাল, গরু, বীজ বিক্রী হ'য়ে গেল পেটের দায়ে—বাকি খাজনা অনাদায়ে চারিদিকে চল্‌লো জমিদারী জুলুম—শ্রীদাম চাষী জীবন দিলে জায়গীরদারের চাবুকে—রঘু দেখ্‌লে চোখের উপর নির্য্যাতিত পিতার মৃত্যু। ধনীর ধনহরণ-ব্রতের সংকল্প করে ধনী-সম্প্রদায়ের চোখের উপর বিভীষিকার রূপে গরীব চাষীর ছেলে রঘু দাঁড়ালো রঘু ডাকাত নাম নিয়ে। কে তুলে দিলে তার হাতে ডাকাতের লাঠি? দারিদ্র্যতা আর ধনীর অবিচার। মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীজগদীশ মাইতি

রূপের বিচার ২॥০
ধ্যানের দেবতা ২॥০

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী

জগদ্ধাত্রী ২॥০
বামনাবতার ২৲
নরকাসুর ২॥০
জাহ্নবী ২৲
বভ্রুস্থষ্টি ২॥০
কৈকেয়ী ২॥০
অজাতশত্রু ২॥০

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরজাসুর ২॥০
বাংলার মেয়ে ২॥০

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ

শক্তিশেল ২॥০
দময়ন্তী ২॥০
শতাশ্বমেধ ২॥০

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রামপ্রসাদ ২॥০
নটীর অভিশাপ ২॥০
পিয়ারে নজর ৸০
বেইমানের দেশ ২॥০
ভিখারীর মেয়ে ১৲
অনার্য্যনন্দিনী ২॥০

রাইচরণ কাব্যবিনোদ

গন্ধেশ্বরী ২৲

লালমোহন চক্রবর্ত্তী

মীন-অবতার ২॥০
বামাক্ষ্যাপা ২॥০
রক্তখাগীর মাঠ ২॥০
বিষ্ণুচক্র ২॥০

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

রক্তমুকুট ২॥০
ত্রিশক্তি ২॥০
অভিনয় শিক্ষা ১৲
স্বদেশ ২॥০
পুষ্প-সমাধি ২॥০

নন্দগোপাল রায় চোধুরী

যুগনেতা ২॥০
কবির কল্পনা ২॥০
শহীদ বীর ২॥০
মুক্তিপথের যাত্রী ২॥০

অভয়চরণ দত্ত

মান্ধাতা ২॥০
মাল্যবান ২॥০

অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক

সগরাভিষেক ২৲
প্রমীলা ২৲

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পাষাণের মেয়ে ২॥০
গীতা ২॥০

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

রামানুজ ২॥০

পাষাণী ২॥০
রামকৃষ্ণবাকংসবধ ২॥০
মায়ের দেশ ২॥০

বেণীমাধব কাব্যবিনোদ

প্রেমের পূজা ২॥০
যুগান্তর ২॥০

শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

নবাব সিরাজদ্দৌলা ২॥০
অসবর্ণা ২॥০
রাজা সীতারাম ২॥০

পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন

পার্থ-বিজয় ২॥০
রূপসনাতন ২॥০
যুগসন্ধি ২॥০

কেদারনাথ মালাকার

উর্ব্বশী ২॥০

গোবর্দ্ধন শীল

বিদর্ভ-নন্দিনী ২॥০

ব্রজেন্দ্রকুমার দে

বজ্রনাভ ২॥০

মণীন্দ্রলাল ঘোষ

যদুপতি ২॥০

শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়

রঘু ডাকাত ২॥০
দস্যুকন্যা ২॥০